উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৬ ফাল্গুন ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 1 March 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 281

PATANJALI® पतंजलि®

ONE OF INDIA'S LARGEST in FMCG RANGE

১০০০-এর বেশি গবেষণা এবং প্রমাণ ভিত্তিক পণ্যের পরিসর।
৫০০০-এর বেশি এসকিউ (SKU)। আয়ুর্বেদিক ওষুধ।

পতঞ্জলি রিসার্চ ফাউন্ডেশন বিশ্বের অন্যতম সেরা গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেখানে ২,৫০০ জন বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসা পেশাদাররা কাজ করছেন। ৭,০০০ এরও বেশি গবেষণা প্রোটোকল অনুসরণ করে, আমরা আন্তর্জাতিক জার্নালগুলোতে ৫০০ এরও বেশি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছি এবং বিশ্বব্যাপী চিকিৎসা ব্যবস্থায় একটি নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছি।

## দাতব্যের জন্য সমৃদ্ধি

নিরাময় এবং দাতব্যের চেতনা নিয়ে কাজ করে, পতঞ্জলিতে আমরা দেশকে আমাদের পরিবার হিসেবে দেখি এবং মুনাফা অর্জনের পরিবর্তে মানুষের কল্যাণের জন্য পণ্য তৈরি করি। আমরা আমাদের মুনাফার ১০০% দাতব্য কাজে বিনিয়োগ করি। 'দাতব্যের জন্য সমৃদ্ধি' মূলমন্ত্রের একটি প্রতিষ্ঠান হওয়ায়, এটি জাতির আত্মসম্মানের প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, অর্থনীতি এবং মতাদর্শের ক্ষেত্রে ভারতমাতাকে দাসত্বের মানসিকতা থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে আমরা তার সেবায় কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছি, যাতে একে একটি সুস্থ, সমৃদ্ধ ও গৌরবময় ভারতে পরিণত করা যায়।

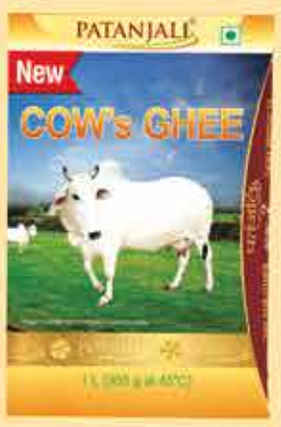

দেশের সেরা পতঞ্জলি গরুর দেশি ঘি

ঝুটাপেস্ট (মিথ্যা-পেস্ট) এড়িয়ে চলুন, পায়োরিয়া, দাঁতের দাগ, দুর্গন্ধ এবং দাঁতের ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে সত্যিকারের ট্রুথপেস্ট (সত্য-পেস্ট) দন্ত কান্তি গ্রহণ করুন

ব্রণ, বলিরেখা দূর করতে এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফিরে পেতে পতঞ্জলি অ্যালোভেরা জেল

সেরা পতঞ্জলি মধু যা ১০০টিরও বেশি পরীক্ষার প্যারামিটার পাস করে

ক্ষতিকারক পরিশোধিত তেল একপাশে সরিয়ে রাখুন এবং ভেজালের বিষ থেকে আপনার পরিবারকে বাঁচাতে সেরা পতঞ্জলি কাচ্চি ঘানি সরিষার তেল এবং পতঞ্জলি শারীরিকভাবে পরিশোধিত তেল বাড়িতে আনুন

চুল পড়া, ভাঙা এবং অকালপক্কতা রোধ করতে পতঞ্জলি কেশ কান্তি অ্যাডভান্স হেয়ার অয়েল এবং শ্যাম্পুর পরিসর

৫২% প্রোটিন সমৃদ্ধ নিউট্রেলা সয়া চাঙ্কস

৫০০ টিরও বেশি ঔষধি উপাদান সমৃদ্ধ পতঞ্জলি চ্যবনপ্রাশ

পতঞ্জলি বিস্কুট : ০% ময়দা, ০% কোলেস্টেরল, পুষ্টিতে ভরপুর

ছাই এবং লেবুর শক্তিতে পতঞ্জলি ডিশওয়াশ, নিমের গুণাবলী সম্পন্ন পতঞ্জলি ডিটারজেন্ট। পবিত্র গোমূত্র থেকে তৈরি গোনাইল ফ্লোর ক্লিনার

সারাদিনের প্রাকৃতিক পুষ্টির জন্য ২৭ গ্রাম প্রোটিন (প্রতি স্কুপে)

অড়হর এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাকৃতিক অপালিশ করা ডাল

হিং এবং ১০০% খাঁটি পতঞ্জলি মশলা

অ্যালোভেরা, নিম এবং তুলসীর প্রাকৃতিক গুণাগুণ সমৃদ্ধ পতঞ্জলি ফেস ওয়াশ বা স্ক্রাব

হলুদ, চন্দন, অ্যালোভেরা, নিম এবং জাফরানের প্রাকৃতিক গুণাগুণ সমৃদ্ধ সাবান

গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্য, হজম, ত্বক ও চুলের জন্য উপকারী

১০০% দেশি, খাঁটি এবং স্বাস্থ্যকর পতঞ্জলি শরবত এবং ফলের পানীয়

কৃত্রিম প্রসাধনী পণ্যের নিষ্ঠুরতা থেকে আপনার কোমল ত্বককে বাঁচান এবং পতঞ্জলি পণ্যের সাহায্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য লাভ করুন

কোমলতার সাথে পরিচ্ছন্নতা

PATANJALI®

# পতঞ্জলির দেশের সবচেয়ে বড় ব্র্যান্ড হয়ে ওঠার গল্প

पतंजलि®

তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে পূজনীয় স্বামী রামদেব জি এবং আচার্য শ্রী বালকৃষ্ণ জির নিরলস প্রচেষ্টা, কঠোর সাধনা এবং অটুট সংকল্পের মাধ্যমে, পতঞ্জলি ভারতের প্রতিটি ঘরে পৌঁছেছে এবং কোটি কোটি দেশবাসীর হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। পতঞ্জলি একসময় গুহা এবং গুরুকুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা যোগ ও আয়ুর্বেদকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ঐতিহাসিক কাজটি সম্পন্ন করেছে। পতঞ্জলি মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী ওষুধ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি করে দেশবাসীর মধ্যে স্বদেশী চেতনাকে শক্তিশালী করেছে। এই প্রচেষ্টাগুলো প্রায় পাঁচ লক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে, যেখানে স্বদেশী ঢেউ এক কোটিরও বেশি আউটলেটে পৌঁছেছে। আমরা প্রায় ১০০ কোটি ভারতীয়র সমর্থনের জন্য এবং এক কোটিরও বেশি কর্মীর নিঃস্বার্থ সেবার জন্য কৃতজ্ঞ।

**৫,০০০-এর বেশি পণ্যের সাথে স্বদেশী অঙ্গীকার :** পতঞ্জলি পশুখাদ্য, ওষুধ এবং অন্যান্য দরকারী পণ্যসহ দৈনন্দিন ব্যবহারের ৫,০০০-এর বেশি জিনিস দেশবাসীর জন্য উপলব্ধ করেছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি, প্রায় এক কোটি প্রশিক্ষিত কর্মী দেশবাসীর জন্য নিঃস্বার্থ এবং বিনামূল্যে সেবায় নিবেদিত। এই অবিরত প্রচেষ্টা এবং প্রতিশ্রুতির ফলে, পতঞ্জলি গ্রুপের বার্ষিক টার্নওভার প্রায় ৫০,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

**দাতব্যের জন্য সমৃদ্ধি :** পতঞ্জলি গ্রুপের অর্জিত সমস্ত মুনাফা পতঞ্জলি গুরুকুলম, ভারতীয় শিক্ষা বোর্ড, আচার্যকুলম, পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রিসার্চ ফাউন্ডেশনে নিবেদিত, যা শিক্ষা, ওষুধের বিকাশ, বৃক্ষরোপণ, সনাতন ধর্মের প্রচার এবং ভারতমাতার সেবায় নিয়োজিত। এভাবে মুনাফার ১০০% নিঃস্বার্থ দাতব্য এবং জাতীয় সেবায় বিনিয়োগ করা হয়। একটি সুস্থ, সমৃদ্ধ এবং গৌরবময় ভারত গঠনে অবদান হিসাবে পূজনীয় স্বামী রামদেব জি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত পবিত্রতা ও নিষ্ঠার সাথে ভারতমাতার সেবা চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। বহু বছর ধরে, পূজনীয় আচার্য বালকৃষ্ণ জি বিশ্বের শীর্ষ ২% বিজ্ঞানী এবং গবেষকদের মধ্যে স্থান পেয়েছেন। তাঁর দূরদর্শিতা বিজ্ঞান, গবেষণা এবং স্বদেশী উদ্ভাবনের মাধ্যমে পতঞ্জলিকে বিশ্ব মানচিত্রে একটি শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডে পরিণত করেছে। আজ, পতঞ্জলি হলো যোগ, আয়ুর্বেদ, স্বদেশী এবং সনাতন ধর্মের সেবায় ভারতের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান।

প্রাকৃতিকভাবে উচ্চ রক্তচাপ কমানোর জন্য

ডায়াবেটিস কমানোর ক্ষেত্রে উপকারী

বাতজনিত রোগ, আর্থ্রাইটিস, RA, CRP, AVN, ANA, HLA-B27 ইত্যাদির জন্য

ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, কাশি এবং সর্দির জন্য গবেষণা ও প্রমাণভিত্তিক ওষুধ

মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র এবং স্মৃতির জন্য সেরা ওষুধ

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য সেরা ওষুধ

কিডনির সমস্যা কমানোর জন্য

ফ্যাটি লিভার, লিভার সিরোসিস এবং হেপাটাইটিস ইত্যাদি কমানোর জন্য

রাসায়নিক এবং প্রাণীভিত্তিক পণ্য বর্জন করুন এবং নিউট্রেলার প্রাকৃতিক জৈব প্রোটিন, ভিটামিন এবং ওমেগা ইত্যাদি গ্রহণ করুন

স্থূলতার জন্য অব্যর্থ ওষুধ

কোলেস্টেরলের জন্য

থাইরয়েডের জন্য

চিকিৎসা পরামর্শের জন্য কাছাকাছি পতঞ্জলি চিকিৎসালয়ে যান

৫,০০০ পতঞ্জলি এক্সক্লুসিভ স্টোর খুঁজে পেতে গুগলে সার্চ করুন

বিনামূল্যে আপনার সমস্ত সমস্যার সমাধান পেতে বাড়ি থেকে **1800 296 1111** নম্বরে কল করুন। পতঞ্জলির সম্পূর্ণ পরিসরের পরিষেবা সম্পর্কে জানতে **8954 555 999** নম্বরে কল করুন

পতঞ্জলি পণ্যের অনলাইন অর্ডার করতে, OrderMe অ্যাপ ডাউনলোড করুন

ডাউনলোড করুন

ORDER ME

এক্সক্লুসিভ পতঞ্জলি স্টোরগুলোতে ছাড়ের পাশাপাশি ১৫ লক্ষ টাকার বীমা পেতে পতঞ্জলি সমৃদ্ধি কার্ড সাবস্ক্রাইব করুন। কার্ডধারী হতে নিকটতম পতঞ্জলি স্টোরে যোগাযোগ করুন।

PATANJALI® wellness
Yoga, Ayurveda & Naturopathy

সমস্ত দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে স্থায়ী মুক্তি পেতে, আবাসিক যোগ, আয়ুর্বেদ এবং পঞ্চকর্ম থেরাপি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ৭ দিনের চিকিৎসার জন্য একবার পতঞ্জলি ওয়েলনেসে আসুন।
রেজিস্ট্রেশনের জন্য যোগাযোগ করুন : **8954666111, 8954666222, 8954666333**

পতঞ্জলির পণ্য প্রায় ১ কোটি স্টোরে পাওয়া যায়। তবে, কোনো স্টোরে কোনো পণ্য পাওয়া না গেলে, দয়া করে দোকানদারের কাছে চাহিদা জানাতে ভুলবেন না। তিনি এর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবেন।

পতঞ্জলি ক্যাটেল ফিড (পশুখাদ্য)

ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশ, তাই, সেরা মানের পশুখাদ্য এবং খাদ্য পরিপূরক

পতঞ্জলি মশলা, পাপড়, দালিয়া, ক্যান্ডি, মোরব্বা, সুস্বাদু স্ন্যাকস এবং হজমি

পতঞ্জলির ময়দা ও চালের পরিসর

দ্রষ্টব্য: পতঞ্জলি মাল্টি-গ্রেইন আটা এবং প্রায় ১,০০০ বিশেষ পণ্য শুধুমাত্র আমাদের এক্সক্লুসিভ স্টোরগুলোতে পাওয়া যায়

পতঞ্জলির ময়দা ও চালের পরিসর

পতঞ্জলির স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাদ্যপণ্য, পাওয়ার ভিটা, জাফরান এবং শুকনো ফল, আচার, জ্যাম এবং সস, পোহা, সুজি, বেসন এবং ভার্মিসেলি (সেমাই)

মিষ্টি এবং স্ন্যাকস

পতঞ্জলি রোগান বাদাম শিরিন এবং বাদাম পাক মাইগ্রেনের ব্যথা এবং মস্তিষ্কের জন্য সেরা

বাদাম তেল (বাদাম রোগান) এবং বাদাম পাক, এনার্জি বার এবং ইনস্ট্যান্ট মিক্স

মহাকোষ, সানরিচ এবং দেশের ১ নম্বর পাম অয়েল ব্র্যান্ড, রুচি গোল্ড। পাশাপাশি নিউট্রেলা তেলের পরিসর

আপনার পছন্দের দেবতার প্রার্থনায় সাহায্য করার জন্য ১০০% খাঁটি বাঁশ-মুক্ত আগরবাতি, ভীমসেনী কর্পূর, খাঁটি তিলের তেল এবং যজ্ঞের সামগ্রী (হবন সামগ্রী)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ




রংদার

শুধু ট্রেনে ওঠানামার জায়গা নয়—এটি স্মৃতি, অপেক্ষা, উদ্বাস্তু জীবন, ক্ষমতা, প্রতিবাদ ও নতুন সম্ভাবনার এক বহুমাত্রিক প্রতীক। ধোঁয়াটে স্মৃতি থেকে সোশ্যাল মিডিয়া—এ চিরকালই লড়াই, সৃজন ও আত্মপ্রকাশের এক অনন্ত জীবনস্রোতের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্ল্যাটফর্ম

১৩ থেকে ১৫-র পাতায়

টিম ইন্ডিয়ার অনুপ্রেরণা আজ রিঙ্কু

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৭



বিশ্বকাপে বিদায় পাকিস্তানের ১৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
|---|---|---|
| শিলিগুড়ি | ৩২° | ১৫° |
| জলপাইগুড়ি | ৩২° | ১৪° |
| কোচবিহার | ৩২° | ১৫° |
| আলিপুরদুয়ার | ২৭° | ১৫° |

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আগুন ৯

শিলিগুড়ি ১৬ ফাল্গুন ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 1 March 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 281

# বাদ ৬৩ লক্ষ

## চূড়ান্ত তালিকায় বিচারাধীন ৬০ লক্ষ

**মালদা**
মোট ভোটার ২৯,৮৬,২০৩
বাতিল ১৮,২৮২
বিচারাধীন ৮,২৮,০৮০

**উত্তর দিনাজপুর**
মোট ভোটার ২১,৪৯,৩৩৩
বাতিল ১৬,১১৭
বিচারাধীন ৪,৮০,২৮০

**দক্ষিণ দিনাজপুর**
মোট ভোটার ১২,৩২,০৬৫
বাতিল ২১,৮০৩
বিচারাধীন ১,৩২,২৫৮

**আলিপুরদুয়ার**
মোটা ভোটার ১১,৯৬,৬৫১
বাতিল ১১,৬৯২
বিচারাধীন ৮০,৪৯৪

**কোচবিহার**
মোট ভোটার ২৩,৭৭,৯৬৭
বাতিল ১,১৩,৩৭০
বিচারাধীন ২,৩৫,০০০

**জলপাইগুড়ি**
মোট ভোটার ১৭,৪৮,৯১৪
বাতিল ৩২,৭৬৫
বিচারাধীন ১,০৮,০০০

**দার্জিলিং**
মোট ভোটার ১১,৪৮, ২০৯
বাতিল ২২,৪৩৪
বিচারাধীন ৮০,০০৩

**কালিম্পং**
মোট ভোটার ২,০১,৯৩১
বাতিল ১,৭৯২
বিচারাধীন ৬,৬২৫



*নাম আছে তো? ভোটার তালিকায় চোখ বৃদ্ধের। কলকাতায় শনিবার। -পিটিআই*

## নাম দেখতে পেলেন না বহু ভোটার

**কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছিলেন যাঁরা, তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন কি? চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর কয়েক ঘণ্টা কেটে গেলেও সেই উদ্বেগ কাটেনি। সার্ভারের সমস্যায় হোক বা ওয়েবসাইট কিংবা অ্যাপ বিভ্রাটে হোক, সকলে ভোটার তালিকায় নিজের নাম আছে কি না, দেখতে পাননি শনিবার রাত পর্যন্ত। অথচ নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করে দিয়েছে, প্রায় ৬৩ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। আরও ৬০ লক্ষের বেশি নাম এখনও বিচারাধীন।

কেউ কেউ যদিও বা অনলাইনে নাম খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু তাতে বানান বা পদবিতে গোলমাল রয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। ফলে উদ্বেগ কাটার বদলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর কারও কারও আরও বেড়ে গিয়েছে। কমিশন অবশ্য পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শনিবার দুপুরে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হল বলে জানিয়ে দেয়। জেলা স্তরে জেলা শাসকরাও সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বাদ পড়া ও নিষ্পত্তি না হওয়া ভোটারের সংখ্যা জানিয়ে দেন।

কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৫২ জনের নাম বাদ পড়েছে। খসড়া তালিকায় যাঁদের নাম ছিল, তাঁদের মধ্যে থেকেও বাদ গেল ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ জন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর জানিয়েছে, এর বাইরে ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জনের নাম বিচারাধীন রয়েছে। সেগুলির নিষ্পত্তি হলে মোট কত নাম বাদ যাবে, তা স্পষ্ট হবে।

মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'আমার আশা, সঠিক সময়ে আমরা এসআইআর শেষ করতে পারব। নির্বাচন হবে উৎসবের মেজাজে। দুর্গাপুজোর মতো হবে।

*এরপর দশের পাতায়*


DESUN HOSPITAL SILIGURI
যে কোনও বিপদে
ভরসা থাক ডিসানে
• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট
24x7 Emergency
90 5171 5171


ট্রেন থেকে নেমেই সোজা ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে

# জয় নিশ্চিত, আত্মবিশ্বাসী স্বপ্না

রণজিৎ ঘোষ

**শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** তিনি এলেন, দেখলেন এবং সরাসরি না বললেও হাসিমুখে হাত জোড় করে কার্যত প্রার্থী হিসাবে নিজেকে তুলে ধরে জয়টা যেন আগামই সেরে নিলেন।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে স্বপ্না বর্মনই যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তা শনিবার দলের নেতা-নেত্রীদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজেও প্রকাশ পেয়েছে। আবার, স্বপ্নার নিয়ন্ত্রণ যে পুরোপুরি শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের হাতেই সেটাও এদিন স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে। এনজেপিতে নামার পর থেকেই স্বপ্না এদিন বারবার গৌতমকে খুঁজেছেন। ঠিক কী করবেন, সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন কি না, সে বিষয়ে এদিন গৌতমকে ফোন করে স্বপ্নাকে পরামর্শ নিতে দেখা গিয়েছে। দিনের শেষে গৌতমের উপস্থিতিতেই স্বপ্না সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন। তাঁর কথায়, 'মাথায় গৌতম দেবের আশীর্বাদ রয়েছে। জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত।' গৌতম বললেন, 'আমি এখানে স্বপ্নাকে চাইছি। গোল্ডেন গার্ল স্বপ্না অন্তত ৭৫ হাজার ভোটে জিতবে।'

দলে যোগ দিয়ে স্বপ্না ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবেই এদিন এলাকায় পা দেন। কিন্তু এই কেন্দ্রের অধীনে থাকা শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৩ জন কাউন্সিলারকেই দেখা যায়নি। শুধুমাত্র ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শিবিকা মিত্তাল মেয়রের সঙ্গে শেষলগ্নে সেখানে পৌঁছেছিলেন।

এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী ক্রীড়াবিদ স্বপ্না শুক্রবার কলকাতায় গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। শনিবার তিনি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে এনজেপিতে ফেরেন। বেলা দেড়টা নাগাদ হাওড়া-এনজেপি বন্দে ভারত স্টেশনে পৌঁছাতেই সেখানে আইএনটিটিইউসি'র কিছু নেতা-কর্মী স্বপ্নাকে স্বাগত জানান। আইএনটিটিইউসি নেতা সুজয় সরকার, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূলের সভাপতি দিলীপ রায়, জেলা পরিষদ সদস্য মনীষা রায়ের মতো নেতা-নেত্রীরা উপস্থিত থাকলেও অনেক নেতা-কর্মীকেই সেখানে দেখা যায়নি। স্টেশনে ভিড়ও সেভাবে জমেনি। এনজেপি জংশন পুরনিগমের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে পড়লেও সেখানকার তৃণমূলের নির্বাচিত কাউন্সিলার বা দলের নেতাদের কাউকে দেখা যায়নি।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে স্বপ্না হেঁটেই আইএনটিটিইউসি অফিসে পৌঁছান। সেখানে শ্রমিক সংগঠনের তরফে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতি দেখে

*এরপর দশের পাতায়*


RAMKRISHNA IVF CENTRE
Delivering A Miracle
আপনার শূন্য ঘরে সন্তান আসুক আলো করে
IVF TEST TUBE BABY IUI • ICSI
ISar আইএসএআর মান্যতা প্রাপ্ত IVF সেন্টার
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি | M: 9800711112




*শনিবার এনজেপি স্টেশনে নামছেন স্বপ্না।*

## খামেনেই নেই, দাবি নেতানিয়াহুর

**তেহরান, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিতে এক অভাবনীয় মোড়!

ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে চলমান সংঘাত এখন সরাসরি অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। তেহরানের বুকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযানের পর ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এক চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন। শনিবার রাতে নেতানিয়াহুর মন্তব্য, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেই আর বেঁচে নেই।

*এরপর দশের পাতায়*


সোনা, রুপা না গলিয়ে মেশিনের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়।
নগদ অর্থের বিনিময়ে পুরাতন সোনা ও রুপা কেনা হয়!
ADYAMA GOLD JEWELLERY
Sevoke Road, Siliguri
9830330111



न जायते म्रियते वा कदाचित्
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥





সুহাসচন্দ্র তালুকদার
১২ জুলাই, ১৯৩৬—১ মার্চ, ২০০৮
তিনি আছেন সকল কাজের মাঝে
প্রয়াণবার্ষিকীতে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকাগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদককে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি
www.uttarbangasambad.com | 9735739677, 9064849096
উত্তরবঙ্গ সংবাদের কর্মীবৃন্দ


## বিরোধীদের চাপে টাস্ক ফোর্স মেয়রের

রাহুল মজুমদার

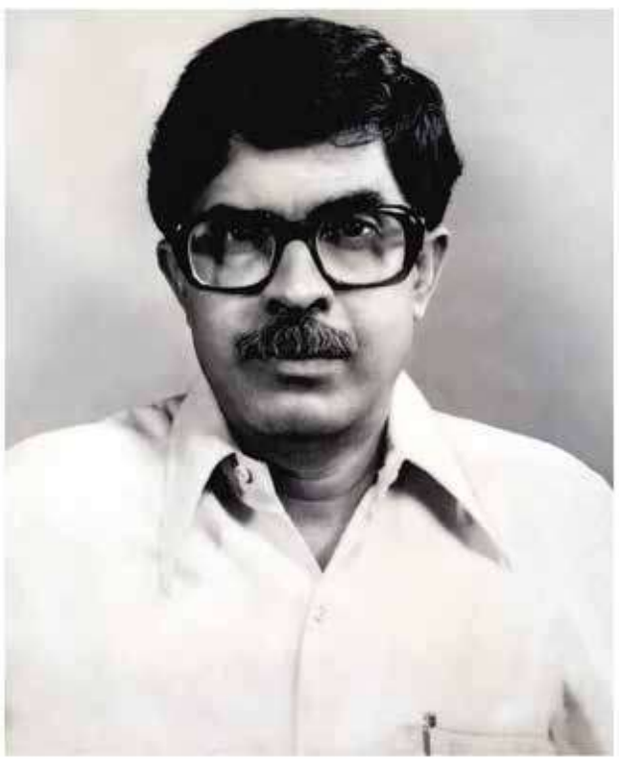

**শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** শহরে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে ঘরে-বাইরে চাপের মুখে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। টক টু মেয়র থেকে শুরু করে বোর্ড মিটিং সর্বত্রই শহরে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে একের পর এক অভিযোগ পেয়ে টাস্ক ফোর্স গঠনের কথা ঘোষণা করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। পাশাপাশি গত ছয় মাসে বিল্ডিং বিভাগে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কত অভিযোগ জমা পড়েছে সেগুলি অডিট করার জন্যে পুর কমিশনার অশ্বিনী রায়কে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সমস্ত অভিযোগ তাঁর কাছে বা কমিশনারের কাছে গিয়েছে কি না, কোনটা পড়ে রয়েছে, কেন পড়ে রয়েছে, কার সঙ্গে পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে সবকিছু খতিয়ে দেখতে বলেছেন গৌতম। বেআইনি নির্মাণ নিয়ে গত বাম বোর্ডকে বিঁধেছেন মেয়র। বাম আমলে বেআইনি নির্মাণ ভাঙায় কোনও পদক্ষেপই হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর। গৌতমের বক্তব্য, 'আমাদের সময়ে ৪৬৪টি বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি ২৯১টি নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়েছে।'

*এরপর দশের পাতায়*


সব চাষের সঠিক সুরক্ষা
মরা মাটিকে উপকারী জীবাণুতে সমৃদ্ধ করতে জীবাণুঘটিত সেরা জৈব সার
সেন্টর+
CENTOR
Trasco
Super Agro India Pvt. Ltd





বিজেপি
পরিবর্তন যাত্রা
পরিবর্তন যাত্রার শুভারম্ভ
৬৩টি জনসভা
২৮০+ জনসমাবেশ
৫০০০+ কিমি পথ অতিক্রম করা হবে
১ কোটি+ জনসংযোগ করা হবে যাত্রার মাধ্যমে
১ মার্চ
রাসমেলা মাঠ, কোচবিহার
শ্রী নীতিন নবীন
শ্রী শমীক ভট্টাচার্য্য
শ্রী নিশীথ প্রামাণিক
দিগনগর পঞ্চায়েত মাঠ, কৃষ্ণনগর
শ্রী জে পি নাড্ডা
শ্রী সুকান্ত মজুমদার
শ্রী রাহুল সিনহা
সর্বমঙ্গলা মন্দির এলাকা, গড়বেতা
শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান
শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
চিনাকুড়ি ৩নম্বর মাঠ, কুলটি
শ্রীমতি অন্নপূর্ণা দেবী
শ্রীমতি স্মৃতি ইরানি
শ্রী দিলীপ ঘোষ
১৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রী
শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির
নেতৃত্বে কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে আপনার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি পরিবর্তনের কণ্ঠস্বরকে আরও জোরালো করুক
পরিবর্তনের লক্ষ্যে
ব্রিগেড চলো
পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার
ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ

## এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে কোনও পরিকল্পনা মাথায় এলে কর্তাব্যক্তির নজরে আনুন। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। বুদ্ধির ভুলে আর্থিক ক্ষতি। ভ্রমণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। আবেগের বশে কাউকে বিশ্বাস করলে ঠকতে হবে। নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। স্নায়ু এবং চর্মরোগে সমস্যা বাড়বে। এ সপ্তাহে কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। আর্থিক সমস্যা কাটবে।

বৃষ : সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক তৃপ্তিলাভ। বিদেশে পাঠরত স্বজনের সুসংবাদ পাবেন। হঠাৎ কোনও সমস্যায় বিচলিত হতে পারেন। এ সপ্তাহে নতুন কেনাকাটায় প্রচুর খরচ হতে পারে। শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা কাটবে।

মিথুন : এ সপ্তাহে দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ হতে পারে। পুরোনো অসুখ ফিরে আসতে পারে। নতুন জমি কেনার সুযোগ পাবেন। ব্যবসায় মন্দাভাব কাটবে। পরিকল্পনাবিহীন কোনও কাজে যুক্ত হয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে। আর্থিক বিনিয়োগ করতে হলে চারদিক খতিয়ে দেখুন। প্রতিবেশীর যে কোনও ব্যাপারে আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে যাবেন না। দামী জিনিসপত্র খুব সাবধানে রাখুন।

কর্কট : কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে আসা লোভনীয় প্রস্তাবে আপাতত না বলুন। ব্যবসার কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে স্বজনের সঙ্গে বিবাদ। সংসারে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দ। প্রেমের সঙ্গীকে নিজের সমস্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছা খুলে বললেই মানসিক অশান্তি কেটে যাবে। মায়ের শরীর নিয়ে উদ্বেগ কমবে। সংসারে আর্থিক টানাটানি থাকবে।

সিংহ : ব্যবসার জন্য ঋণগ্রহণ দরকার হবে। আবেগের বশে অতিরিক্ত ঋণ না নেওয়াই ভালো হবে। আপনার বুদ্ধিমত্তা আপনাকে বিশ্বাসী করে তুললেও কোনও প্রকল্প হাতে নিলে অভিজ্ঞজনের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। বাড়িসংস্কারে বাধা আসতে পারে। কোনও কাজে বাবার থেকে সাহায্য না পেয়ে মানসিক অশান্তি। কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে খাবার থেকে পেটে সংক্রমণ হতে পারে। পেশার জন্য দূরে যেতে হতে পারে।

কন্যা : সন্তানদের জন্যে দুশ্চিন্তা কমবে। ওদের ইচ্ছাকে গুরুত্ব না দিলে ভুল করবেন। ছাত্রছাত্রীরা অল্প পরিশ্রমে ভালো ফল করবে। ক্রীড়া ও অভিনয় ক্ষেত্রের ব্যক্তিগণ নতুন সুযোগ পাবেন। আপনার বিচক্ষণতা কর্মক্ষেত্রে আপনাকে এগিয়ে রাখবে। এই সপ্তাহে আপনার বিরুদ্ধবাদীদের অনেকে আপনার পক্ষে আসবে। সামান্য কোনও ব্যাপার নিয়ে সংসারে অশান্তি হতে পারে।

তুলা : সপ্তাহ ধরে মানসিক অস্থিরতা কাজ করবে। যতই জটিলতা সামনে আসুক, ঠান্ডা মাথায় সমাধান করার চেষ্টা করুন। সফল হবেন। তাকে পর্যবেক্ষণ করা জরুরি। দাম্পত্যে সামান্য সমস্যা থাকলেও মিটে যাবে। পরীক্ষার্থীরা তাঁদের চেষ্টার পূর্ণফল লাভ করবেন। কর্মক্ষেত্রে থেমে থাকা পদোন্নতির বিষয়ে শুভ সংবাদ পেতে পারেন। সন্তানের পড়াশোনায় উন্নতি দেখে স্বস্তি পাবেন। বাড়িতে আত্মীয়ের আগমনে আনন্দ।

বৃশ্চিক : বন্ধুর সঙ্গে অকারণেই মনোমালিন্য হওয়ার ফলে কাজে অনীহা আসবে। কর্মক্ষেত্রে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ না করতে পারলে সমস্যা তৈরি হবে। সন্তানের কৃতিত্বে মানসিক আনন্দলাভ। আপনার যা পাওয়ার কথা তা পেতে বিলম্ব হবে। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সুযোগ তৈরি হবে। সপ্তাহের শুরুতেই আর্থিক সমস্যা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

ধনু : কোনও সংগঠনের কাজ করতে গিয়ে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে পারেন। পরিবারের কোনও সদস্যের জন্যে অর্থব্যয় হবে। ভ্রমণ ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা থাকছে। ভালো অর্থাগম হবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা কারও স্বাস্থ্যের কারণে বাতিল করতে হতে পারে। বিদেশে পাঠরত পুত্রের কৃতিত্বে গর্বিত হবেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কাটবে। কাউকে টাকা ধার দিয়ে প্রতারিত হতে পারেন।

মকর : ব্যবসার কারণে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। সপ্তাহ ধরে নিজের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন। কোনও কারণে আর্থিক বিষয়ক লোভনীয় প্রস্তাব এলেও তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করুন। আগুন ব্যবহারে সাবধান থাকা প্রয়োজন। অকারণে অপ্রিয় সত্য কথা বলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

কুম্ভ : ব্যবসার কারণে ঋণগ্রহণ করতে হতে পারে। অতি আবেগের বশবর্তী হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে হাত দিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। দাম্পত্যের ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। আয়বৃদ্ধির যোগ। রাস্তাঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন।

মীন : এ সপ্তাহে নানাবিধ শুভ যোগাযোগ হলেও সামান্য অলসতায় হাতছাড়া হতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারেন। স্বার্থান্বেষী বন্ধুর ঝগড়ায় কর্মে বাধা। পরিকল্পনামাফিক ব্যবসায়িক উদ্যোগে সাফল্যের সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষার্থীদের আর্থিক বাধা কাটবে। কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা।

### দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৬ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ১০ ফাল্গুন, ১ মার্চ, ২০২৬, ১৬ ফাগুন, সংবৎ ১৩ ফাল্গুন সুদি, ১১ রমজান। সূঃ উঃ ৬।৫ অঃ ৫।৩৬। রবিবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ৬।৫৫। পুষ্যানক্ষত্র দিবা ৮।৩৬। শোভনযোগ দিবা ২।৪৮। কৌলবকরণ দিবা ৭।৪২ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৬।৫৫ গতে গরকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ৮।৩৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ৬।৫৫ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ১০।২৪ গতে ১।১৭ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২৪ গতে ২।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৮।৩৬ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৮।৩৬ মধ্যে সীমান্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নিষ্ক্রমণ মুখ্যান্নপ্রাশন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ, দিবা ২।৪৮ মধ্যে ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৬।৫৫ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ।পূর্বাহ্ন ৯।৫৫ মধ্যে নিম্বার্কমতে একাদশীর পারণ। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।২৭ মধ্যে ও ১২।৪৪ গতে ১।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩২ গতে ৭।২০ মধ্যে ও ১২।৫ গতে ৩।১০ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২৭ গতে ৯।৪১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২০ গতে ৮।৫৫ মধ্যে।

# দুই গন্ডারের লড়াইয়ে চিন্তা বন দপ্তরের

**শুভদীপ শর্মা**

**ময়নাগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** গরুমারা জাতীয় উদ্যানের দুটি গন্ডারের লড়াই এখন চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বন দপ্তরের কাছে। কখনও এলাকা দখল, আবার কখনও সঙ্গিনী দখলের লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ছে গন্ডার দুটি। তাছাড়া লড়াই করতে করতে জঙ্গল ছেড়ে প্রায়শই লোকালয়ে চলে আসছে গন্ডারগুলি। এর ফলে স্থানীয়দের মধ্যে যেমন আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে, ঠিক তেমনই গন্ডারগুলিকে জঙ্গলে ফেরাতে কালঘাম ছুটছে বনকর্মীদের।



*গরুমারার জঙ্গলে দুই গন্ডার।*

গরুমারা জাতীয় উদ্যানে বর্তমানে প্রায় ৬০টি গন্ডার রয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই স্ত্রী ও পুরুষ গন্ডারের অনুপাতের কমবেশি রয়েছে। ফলে প্রজনন মরশুমে সঙ্গিনী দখলকে কেন্দ্র করে পুরুষ গন্ডারদের মধ্যে লড়াই নতুন নয়। গত সপ্তাহে এমনই এক সংঘর্ষে মৃত্যু হয় একটি গন্ডারের। এরই মধ্যে গত তিন-চারদিন ধরে গরুমারার মেদলা নজরমিনার সংলগ্ন এলাকায় দুটি গন্ডার এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে একাধিকবার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ছে। একটি গন্ডার বারবার জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। গত বুধবার বিট এলাকার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া জলঢাকা নদী ও মূর্তি নদী পার হয়ে সেটি যাদবপুর চা বাগান এলাকায় ঢুকে পড়ে। ফলে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। পরে বৃহস্পতিবার বিকালে গন্ডারটিকে আবার জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এরই মধ্যে লড়াই করতে করতে গন্ডার যাতে লোকালয়ে চলে না আসে সেজন্য বিশেষ নজরদারি শুরু করেছে বন দপ্তর। কুনকি হাতির সাহায্যেও নজরদারি চালানো হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বন দপ্তরের মূল লক্ষ্য, এই সংঘর্ষে যাতে আর কোনও গন্ডারের প্রাণহানির ঘটনা না ঘটে। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের সাউথ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিয়ার ধ্রুবজ্যোতি বিশ্বাস বলছেন, 'পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হয়েছে। আপাতত স্বস্তির বিষয়, লড়াই চললেও এখনও পর্যন্ত কোনও গন্ডার গুরুতরভাবে আহত হয়নি।'

## পাত্র চাই

■ বারুজীবী, 5', B.A., Eng. Hons., 1st class 1st, WBCS পাঠরতা। ফর্সা, সুশ্রী। চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9933889431. (P/S)

■ রাজবংশী, 37/5'-3", M.A., B.Ed., পিতা অবসরপ্রাপ্ত (SBI), ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 8101006277. (B/S)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, 30/5'-5", M.A & B.Ed., কনট্রাকচুয়াল চাকরিজীবী, রায়গঞ্জ ও তার আশপাশে পাত্র চাই। পাত্র চাকরিজীবী বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী চাই। ফোন করার সময়- সন্ধে 07.00 ঘটিকার পর। ফোন : 8653110036. (C/120918)

■ SC, M.A., B.Ed., 33+/5'-4", 40-এর মধ্যে পাত্র চাই। সরকারি/বেসরকারি/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। কোচবিহার জেলা অগ্রগণ্য। অসবর্ণ চলিবে। Ph : 7602898839. (C/119582)

■ Gen., 28/5'-3", M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, ভদ্র পাত্রীর জন্য ভদ্র পরিবারের সুপ্রতিষ্ঠিত ভদ্র পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ। Mob : 8597635530. (C/120272)

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/119772)

■ সাহা, কোচবিহার নিবাসী, M.A. বাংলা, সুন্দরী, 33+/5'-3", নামমাত্র ডিভোর্সি, পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। সরকারি চাকরি অগ্রাধিকার। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হলেও চলবে। যোগাযোগ-9434241005. (C/119585)

■ পাত্রী কায়স্থ, সুশ্রী, বেসরকারি স্কুল শিক্ষিকা, 36+, M.Sc., B.Ed., 5'-2", শিলিগুড়ি নিবাসী। সরকারি/বেসরকারি পাত্র কাম্য। (M) 9832034918. (C/113711)

■ পাত্রী দক্ষিণ দিনাজপুর নিবাসী, কর্মকার, 23/5'-3", MBA, ফর্সা, সুশ্রী। পিতা প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণ ব্যবসায়ী। উপযুক্ত ও সুযোগ্য ব্যবসায়ী/সঃ চাঃ পাত্র চাই। (M) 9239678099. (C/120929)

■ কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকের (অবঃ) একমাত্র কন্যা, ফর্সা, সুন্দরী, 5'-3"/33 বছর, M.Sc. (1st class), B.Ed. (1st class), শিলিগুড়িতে স্থায়ী CBSE স্কুল শিক্ষিকা। 35 বছর বয়সের মধ্যে স্থায়ী সরকারি/আধা সরকারি/অধ্যাপক/শিক্ষক/সুচাকুরে ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি বা তৎসংলগ্ন এলাকা অগ্রগণ্য। (M) 9434495230. (C/120485)

■ পাত্রী কুলীন, ২৯/৫'-৪", সুন্দরী, বেসরকারি ইংরেজি স্কুলে শিক্ষিকা, বাবা অবসরপ্রাপ্ত চাকুরে। সরকারি চাকুরে পাত্র চাই। জলঃ অগ্রগণ্য। (M) ৮৬১৭৫৬৯৫৯০. (C/120816)

■ কায়স্থ, 27/5'-2", দেব, বৃশ্চিক, ফর্সা, সুশ্রী, M.Sc. (Agriculture), পিতা রিটায়ার্ড শিক্ষক। মাতা শিক্ষিকা। 30-34'এর মধ্যে উপযুক্ত সুচাকুরে পাত্র চাই। (M) 9064042449, 7602233240, Matrimony নিষ্প্রয়োজন। (C/120931)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5', M.Sc., Ph.D.-র শেষবর্ষ। 33 মধ্যে সঃ অধ্যাপক (স্যাক্ট নয়)/উচ্চপদস্থ সঃ অফিসার, ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। (ঘটক/ম্যাট্রিমনি নয়)। মালদা। (M) 9474163920. (C/120936)

■ পাত্রী কায়স্থ, DOB : 29.10.90, শিলিগুড়ির নিকটে কলেজের অধ্যাপিকা। M.Phil., Ph.D., উপযুক্ত পাত্র চাই। Ph.No. 9475960688. (M/M)

■ ব্রাহ্মণ, মুখার্জী, ভরদ্বাজ গোত্র, শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, ৩২/৫', M.A. পাশ, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত চাকরিজীবী, ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। (M) 9474851073. (S/N)

■ পাত্রী ক্ষত্রিয়, দেবগণ, শিলিগুড়ি নিবাসী, ফর্সা, সুন্দরী, 32/5', MD Doctor, 35-এর মধ্যে ফর্সা, সুন্দর, MD/MS Dr. ক্ষত্রিয়/ব্রাহ্মণ/General Caste পাত্র কাম্য। (M) 9382674779. (M/M)

## পাত্র চাই

■ কুলীন, ৩১+/৫'-৬", জলপাইগুড়ি নিবাসী, BArch, হায়দ্রাবাদে কর্মরত, পাত্রীর জন্য হায়দ্রাবাদে কর্মরত পাত্র চাই। 7908153016. (K)

■ কুলিন ঘোষ, M.Com., 28/5'-2", নম্র, ভদ্র, সুশ্রী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য, শিলিগুড়ির মধ্যে। 9046323555. (C/120482)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, রাজবংশী, 33/5'-3", MBA, MNC Bangalore-এ কর্মরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI আধিকারিক, মাতা স্কুল শিক্ষিকা। Bangalore/Hyderabad-এ MNC-তে কর্মরত স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। Matrimony নয়। Mobile, W/A No. 9434208006. (C/120485)

■ রাজবংশী, ক্ষত্রিয়, 33/5'-4", B.Tech. পাশ, পাত্রীর জন্য স্বর্ণ/অসবর্ণ, চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9126015460. (C/120812)

■ পাত্রী কোচবিহার শহর নিবাসী, কায়স্থ, সরকারি কলেজে স্থায়ী শিক্ষিকা, SACT-1, বয়স 31+, উচ্চতা 5 ফুট 6.5 ইঃ, যোগ্যতা M.Sc. (Math), B.Ed., Net উত্তীর্ণা। কোচবিহার শহর নিবাসী, চাকরিজীবী, শিক্ষিত পাত্র চাই। মোঃ 9474060567. (C/119581)

■ উঃ বঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 31+/5', কুম্ভ, নর, M.A., B.Ed., Pvt. স্কুল শিক্ষিকার জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 8900538649. (C/120815)

■ ব্রাহ্মণ, 29/4'-10", SBI (আসাম) কর্মরতা। উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 6294424339. (S/N)

■ আসাম নিবাসী, চেন্নাইতে চাকরিরতা, ঢাকার রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মাস্টার্স, ৫'-৪", দেবারি, ২৮+, সুশ্রী পাত্রীর পূর্ববঙ্গীয় (ঢাকা ফরিদপুর অগ্রগণ্য) রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, লম্বা, ৩২-৩৫ বছরের মধ্যে আসাম উত্তরবঙ্গের বাইরে চাকরিরত দাবিহীন সুপাত্র চাই। শুধুমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। 8404050188. (C/120944)

■ কায়স্থ, পরাসর গোত্র, 32/5'-2", M.A., B.Ed., জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ি নিবাসী ভালো পরিবারের পাত্র চাই।(ঘটক প্রয়োজন নেই)।মোঃ 9735976905. (C/120947)

■ রাজবংশী, সুশ্রী, হিন্দু পাত্রী, জলপাইগুড়ি নিবাসী, M.Sc. & M.Tech. (Math), Ph.D. (CS)-তে যুক্ত, 31+/5'-2", সঃ/অসঃ, নেশাহীন, উচ্চশিক্ষিত, চাকরিরত পাত্র কাম্য। (M) 7479204321. (K)

■ Bride (44/5'), Advocate, divorcee, seeks groom. (W/A : 9434156529, Ph. NA.). (C/120950)

■ কায়স্থ, 36/5'-3", M.A., B.Ed., প্রাইভেট স্কুলে কর্মরতা, Makeup Artist, সংগীতজ্ঞা, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি/পার্শ্ববর্তী অগ্রগণ্য। Mob : 8391013465. (C/120955)

■ M.A. (Beng.), 29/5'-5", সুশ্রী, আলম্মান পাত্রীর জন্য সরকারি/আধা সরকারি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 8345060287. (S/M)

■ শ্যামবর্ণা, ২৭/৫', M.Sc., মাসিক আয় 50000/-, উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9002459348.

■ বয়স 25, উচ্চতা 4'/-5", স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, ব্যাংকে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 6296009923. (K)

■ 31, বিধবা, নিঃসন্তান, রেলওয়েতে কর্মরতা, পিতা-মাতা সরকারি কর্মচারী। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 6297679754. (K)

■ 48, ডিভোর্সি, হাইস্কুলে শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য (Age & Caste no bar)। যোগাযোগ : 6297679754. (K)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 26, ফর্সা, সুন্দরী, M.Sc., ICDS-এর সুপারভাইজার, এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 9382435745. (C/120959)

## পাত্র চাই

■ সাল ১৯৯৮, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কন্যা সুশ্রী ও ICDS-এ কর্মরতা। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/120485)

■ Gen, 22/5'-3", B.Sc. Pass, ঘরোয়া, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9836935367. (C/120485)

■ 28/5'-3", B.Tech. Govt. Bank-এ কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। 9432076030. (C/120485)

■ কায়স্থ, উঃ বঙ্গ নিবাসী, 28/5'-1", M.A., D.El.Ed., প্রাইভেট স্কুলে কর্মরত পাত্রীর জন্য সরকারি চাঃ/প্রাইভেট চাঃ/ব্যাবসায়ী পাত্র কাম্য। 8016232769. (C/120485)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, বয়স ২৫, রাজবংশী, M.Sc. পাশ করে প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষিকা। পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 8967180345. (C/120485)

## পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পাত্রী নামমাত্র ডিভোর্সি, বয়স ২৯+, শিক্ষিতা, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। কাস্ট লোকেশন নো বার। (M) 9831093073. (C/120485)

■ ঘোষ, 25+/5'-3", M.A., B.Ed., নরগণ, পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র চাই। (M) 9144801714. (C/120135)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০ বছর, সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9382769159. (C/120959)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯+, M.Tech. পাশ ও বর্তমানে নামী MNC-তে চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। গ্রহণযোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/120485)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪, M.Sc. ইন ম্যাথ ও বর্তমানে বেসরকারি স্কুলে চাকরিরতা। পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/120485)




■ পাত্রী ২৫+, কোচবিহার নিবাসী, M.A., B.Ed. পাশ। পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গ, গুয়াহাটি নিবাসী পাত্র চাই। (M) 9242295120. (C/120485)

■ নিঃসন্তান ডিভোর্সি, ৩৮+, উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা, পাত্রী গৃহশিক্ষিকা। পিতা রিটায়ার্ড ও মাতা গৃহবধূ। পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8597728234. (C/120485)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, 'রাজবংশী', ২৬, M.Sc., গৃহকর্মে নিপুণা, ভালো গান জানে, এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9832125114. (C/120959)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১+, MBA পাশ ও বর্তমানে একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে এইচআর পদে চাকরিরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গ, কলিকাতা নিবাসী পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/120485)

## পাত্রী চাই

■ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, কায়স্থ, বিকম, ৩০/৬ ফুট, একমাত্র পুত্র, শিলিগুড়ি নিবাসী, নিজস্ব বাড়ি, গাড়ি, ফ্ল্যাট, পিতা অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী, মাতা গৃহবধূ। শিক্ষিত, ভদ্র, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 8927877425. (C/120910)

## পাত্রী চাই

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, 36/5'-4", একমাত্র ছেলে, নিজস্ব বাড়ি, ব্যবসা, মা পেনশনভোগী, যে কোনও বর্ণের গ্রাম্য, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী চাই। (সন্তান সহ হলেও চলবে)। 7908039420. (C/120915)

■ কায়স্থ, 34/5'-9", MBA, বেসরকারি সংস্থায় শিলিগুড়িতে কর্মরত পাত্রের ফর্সা, সুশ্রী যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9775795068. (C/120916)

■ জেঃ, 45/6', MBA, electrical products wholesalers, শিলিগুড়ি নিবাসী, নিজস্ব বাড়ি, পিতা Army retired, পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, 31-এর মধ্যে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের উত্তরবঙ্গের (শিলিগুড়ি বাদে) পাত্রী চাই। অসবর্ণ/শ্যামবর্ণা চলিবে। WhatsApp করবেন : 8167402748. (C/120919)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, SC, 31/5'-9", ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার অফিসার পদে কর্মরত। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, পাত্রের জন্য ভালো, নম্র, ভদ্র পাত্রী চাই। 9733066658. (C/120485)

■ পাত্র কায়স্থ, 36/5'-7", M.P., H.S., সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। বাড়ি কুচলিবাড়ি। Ph : 7602433676. (C/120914)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কর্মকার, 32/5'-7", সুদর্শন, ব্যবসায়ী, নিজস্ব বাড়ি, শিক্ষিত পাত্রের জন্য অনূর্ধ্বা 29, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9832571690 (5 P.M. - 9 P.M.). (C/120444)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, দেব, 33+/5'-8", B.Tech., Electrical, IRCON Manager (Cont.), চাকরিরত, কোচবিহার নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ পাত্রী চাই। Ph : 9475247544 (W), 9382084797. (C/120426)

## পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজস্ব বাড়ি। শিক্ষিতা, সুন্দরী, চাকরিজীবী পাত্রী চাই। (M) 6296660191. (C/113712)

■ দাস, কায়স্থ, 33/5'-8", রাজ্য সরকারি কর্মচারী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য সুশ্রী, যোগ্য পাত্রী চাই, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। 9046675274. (C/120926)

■ কায়স্থ, মেডিকেল মোড়, 37+/5'-6", B.A., নিজ ত্রিতল বাড়ি, বেঃ সঃ কাজ, শিলিগুড়ি সংলগ্ন পাত্রী চাই। 9064587607. (C/120927)

■ কায়স্থ, 32+/6'-3", MCA, সরকারি চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী, সুদর্শন, বাবা SBI অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক, মা গৃহবধূ। দাদা B.Tech., IT, পুনেতে কর্মরত। পাত্রী সুন্দরী, শিক্ষিতা, ভদ্র কাম্য। কোচবিহার। (M) 7679844558 (7-10 P.M.). (C/119584)

■ SC, রায়, 40/5'-5", H.S. পাশ, শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য H.S. পাশ, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8509425343. (C/120935)

■ কায়স্থ, তুলা রাশি, দেবারিগণ, 32/5'-5", নামী প্রাইভেট কোম্পানীতে কর্মরত, গ্র্যাজুয়েট, দেবারিগণ, ভদ্র পাত্রী কাম্য। (M) 9775975254. (B/B)

■ কায়স্থ, দত্ত, 37/5'-9", B.Tech., Civil Engineer, নিজ ব্যবসা। আলিপুরদুয়ার নিবাসী পাত্রের জন্য ঘরোয়া, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9475331330. (U/D)

■ পাত্র নমঃ, 5'-4", সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল অফিসার, জন্ম : 19-2-1987, উত্তরবঙ্গ অথবা দক্ষিণবঙ্গে কর্মরতা পাত্রী কাম্য। Mob : 7980127280. (A/B)

■ ব্রাহ্মণ, মুখার্জী, ভরদ্বাজ গোত্র, শ্যামবর্ণ, ৩৮/৫'-৭", M.A. পাশ, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 9434961138. (S/N)

■ ৩৮+/৫'-৮", স্নাতক, কোচবিহার নিবাসী, সরকারি অফিসে অস্থায়ী পদে কর্মরত, নেশাবিহীন পাত্রের জন্য ঘরোয়া, স্লিম পাত্রী কাম্য। কল : 9733178803. (C/119588)

■ ডাঃ সাহা, BDS, MDS, 33/5'-6", একমাত্র ছেলে, পিতা ডাঃ সাহা। শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। কোচবিহার। (M) 6291238826. (C/119591)

■ 47, শিলিগুড়ি নিবাসী, অবিবাহিত, সরকারি কর্মচারী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য, সন্তান সহ গ্রহণযোগ্য। 7003524810. (K)

■ ব্রাহ্মণ/কাশ্যপ, নর, সুদর্শন, M.Sc., IT, ৩৫, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি, সঃ চাঃ (Cont.), একমাত্র পুত্র, পিতা/মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি, ২৭/৩০-এর যোগ্য, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9434192040, জলপাইগুড়ি। (C/120818)

■ গাঙ্গুলী, ব্রাহ্মণ, 37/5'-1", M.P. পাশ, সাবর্ণ গোত্র, একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9382158811. (S/N)

■ জ্যেষ্ঠ পুত্র, 33/5'-6", B.A., নিজস্ব বাড়ি, জমি, দোকান আছে, আলিপুরদুয়ার (বীরপাড়া) নিবাসী, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য শিক্ষিত, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 7001038914, 9593657044. (C/120136)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 30/5'-8", একমাত্র সন্তান, নিজস্ব বাড়ি, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 25, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9476157571. (C/120485)

■ নমশূদ্র, 29/5'-6", ব্যবসায়ী, ঘরোয়া, সুশ্রী, বাঙালি, যে কোনও কাস্টের পাত্রী চাই, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার অগ্রগণ্য। 7866970799. (C/120945)

■ রাজ্য সরকারি গ্রুপ-B পদে কর্মরত, 38/5'-7", ডিভোর্সি পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7908258385. (C/120946)

## পাত্রী চাই

■ সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী (সিমেন্ট ও রডের ডিলার), কায়স্থ, ২৮/৫'-৪", B.A., আলিপুরদুয়ার জেলা নিবাসী। সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9832328120. (C/120948)

■ মণ্ডল, 30/5'-7", মালদা নিবাসী, B.Tech. (KIIT), রাজ্য সরকারের Engineer (MBL), এক ভাই, বোন বিবাহিত, পুত্রের জন্য শিক্ষিতা সুপাত্রী কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 6289798996, 6295400821. (C/120930)

■ ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, নরগণ, ৩৮/৫'-১১", B.Pharm+MBA Pass, Pharmacist, Own Pharmacy, কোচবিহারে স্বগৃহ, একমাত্র পুত্র। অনূর্ধ্ব ৩৪ বছরের ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 7002316730, 7811949565. (C/119592)

■ বণিক, 31/5'-7", B.Com., প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9749851141. (C/120952)

■ ৪৯/৫'-৮", অবিবাহিত, ব্রাহ্মণ পাত্র, MBA, নিজস্ব Software Co., কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি। মধ্যবিত্ত, অবিবাহিত, উচ্চবর্ণের পাত্রী (৩৩-৪০ বছর) চাই। ছবি সমেত, biodata পাঠান anichakra7@yahoo.com, W/A : +918971555830, যৌতুকের দাবি নেই।(C/120956)

■ ব্রাহ্মণ, 45/5'-8", ফর্সা, M.A., B.Ed., সুদর্শন, বেসরকারি স্কুল (ইংরেজি-মাধ্যম) শিক্ষক, উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9635581759. (S/M)

■ কোচবিহার, একমাত্র পুত্র, 5'-7", মা ও ছেলে, মা পেনশনার (Govt.), নিজস্ব ব্যবসা ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, কায়স্থ, 36 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9832539450. (C/120958)

■ পাত্র কায়স্থ, 32/5'-7", M.A. (Hist., B.Ed.), প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন এলাকার অনূর্ধ্ব 30 পাত্রী কাম্য। Mob : 7699936016. (C/120821)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫ বছর, M.Tech., রেলওয়েতে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, এরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9382769159. (C/120959)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০, M.Tech., সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী, এরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, দাবিহীন। 9382435745. (C/120959)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, ৩২, সেন্ট্রাল গভঃ কর্মরত, এরূপ পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 9832125114. (C/120959)

■ সাহা, 33/5'-5", B.Com., Pvt. চাকুরে পাত্রের পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি, সুভাষপল্লী, 'হেমলতা অ্যাপার্টমেন্টে' কার্তিক চন্দ্র সাহা। (M) 9474089874. (C/120487)

■ ব্রাহ্মণ, 31/5'-6", গ্র্যাজুয়েট (ব্যাঙ্গালোরে) MNC-তে স্থায়ী পদে কর্মরত। পরাশর গোত্র, নরগণ, শিলিগুড়ি নিবাসী। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9733415243. (C/120487)

■ উঃ বঙ্গ, বৈদ্য, দেবারি, ডিভোর্সি, মাঙ্গলিক, 42+/5'-7", ১ মাত্র পুত্র, MBA, কলিঃ কর্মরত। শিক্ষিতা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 8145394587. (C/120487)

■ কায়স্থ, 37/5'-11", বিকম (অনার্স), চা-বাগানে Labour Welfare Officer পদে কর্মরত, পৈতৃক দোকান রয়েছে। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 9734008727. (C/120488)

■ বয়স ৩২+, উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অধীনে অফিসার। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের উপযুক্ত ছেলের জন্য পাত্রী কাম্য। দাবি নেই। (M) 7596994108. (C/120485)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২+, রাজবংশী, স্টেট গভঃ-এর ইলেক্ট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরত। পিতা সরকারি চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 8967180345. (C/120485)

## পাত্রী চাই

■ ৪৪+, ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ বাসিন্দা, পাত্র গভঃ হাইস্কুল শিক্ষক, পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণে আগ্রহী। (M) 8597728234. (C/120485)

■ কায়স্থ, 32/5'-8", M.Tech., Income Tax অফিসার পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্রী কাম্য। 9593965652. (C/120485)

■ রাজবংশী, 37/5'-7", M.A. (Eng.), B.Ed., প্রাথমিক শিক্ষক। চাকরিরতা পাত্রী চাই। (M) 9609741994. (C/120485)

■ তিলি, কুণ্ডু, 35/5'-10", B.Com. pass, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 7001489783. (C/120485)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩৭+, ডিভোর্সি, গভঃ ব্যাংক কর্মচারী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9831093073. (C/120485)

■ বসাক, হাইস্কুল শিক্ষক (আপার প্রাইমারি), জন্ম ১৯৮৮/উচ্চতা ৫'-৩", দাবিহীন পাত্রের শিক্ষিতা ও সুশ্রী পাত্রী চাই। অসবর্ণ চলবে। যোগাযোগ-9475248202, 9932906437. (C/120953)

■ B'Lore-এ কর্মরত, 32/5'-7", B.Tech., MBA (50 LPA), MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 9635924555. (C/120485)

■ মেষ রাশি, ডিভোর্সি, নরগণ, 33/5'-9", ব্যবসায়ী পাত্র। উপযুক্ত মানানসই পাত্রী চাই। মোঃ 8597631597. (C/120485)

■ উঃ বঙ্গ নিবাসী, পাত্র নামমাত্র ডিভোর্সি, বয়স 30/5'-7", কেন্দ্রীয় সরকারে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 8116521874. (C/120485)

■ রাজবংশী, 29/5'-8", M.Sc., B.Ed., সরকারি ব্যাংকের অফিসার পদে কর্মরত, জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 9635026555. (C/120485)

■ কায়স্থ, 35/5'-7", হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যালে কর্মরত Eng. পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। 6001416719. (C/120485)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, পাত্রের বয়স ৩০ ও ভারতীয় রেলে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ একমাত্র ছেলের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9242295120. (C/120485)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৬, বর্তমানে সরকারি কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। এইরূপ পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গ, কলিকাতা নিবাসী পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/120485)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩৫, B.Tech., MBA ও বর্তমানে IT সেক্টরে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/120485)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, MBBS, বর্তমানে সরকারি হাসপাতালে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও মাতা সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/120485)

■ পাল, 33/5'-5", শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ভদ্র, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ-7063347980. (C/120489)

■ কায়স্থ, 40/5'-11", সুদর্শন, শিলিগুড়ি, নেশাহীন, 90,000/- PM, সুন্দরী পাত্রী চাই, 18-39, অবাঙালি চলিবে। 7074256313. (C/120949)

## বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ মিলন ওয়েডলক ম্যাট্রিমনি সেন্টার, কলিকাতা, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি ও দুর্গাপুর। পুরোপুরি অফলাইন। ফ্রি রেজিস্ট্রেশন। (M) 7439175810. (C/120485)

## বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 999/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/120469)

কালিম্পংকে ট্রানজিট করে পর্যটকরা যখন বিভিন্ন অফবিট এলাকা এবং সিকিমে চলে যাচ্ছেন, ঠিক তখনই গ্রামীণ পর্যটনকে তুলে ধরতে ফেস্টিভালের আয়োজন করছে জিটিএ। অন্যদিকে, দীর্ঘবছর ধরে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকা গিদ্দাপাহাড়-রোহিণী রোপওয়ের কাজ শেষ করতে টেন্ডার ডাকা হয়েছে।

# যানজটে নাজেহাল কালিম্পং

**রণজিৎ ঘোষ**

**কালিম্পং, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** কালিম্পং, পর্যটন মানচিত্রে অন্যতম গন্তব্যস্থল হিসাবে পরিচিত। কিন্তু এই কালিম্পং শহরই কার্যত পর্যটকহীন অবস্থায়। বরং এই শহরকে ট্রানজিট হিসাবে ব্যবহার করে পর্যটকরা জেলার বিভিন্ন গ্রামীণ অঞ্চল এবং পেলিং সহ সিকিমের পর্যটনস্থলগুলিতে চলে যাচ্ছেন। কারণ একটাই, কালিম্পং শহরে দু'রাত থেকে এখানে ঘোরার মতো তেমন দর্শনীয় পর্যটনস্থল নেই। এই পরিস্থিতির মধ্যে কালিম্পং শহরের অর্থনীতি ক্রমশ নিম্নগামী। হোটেল ও রেস্টুরেন্টে তেমন ভিড় জমছে না, বাজারগুলিতেও ভিড় নেই। এমন পরিস্থিতিতে কালিম্পংয়ের সুদিন ফেরাতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়নের দাবি উঠছে। কালিম্পং জেলা প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিকের বক্তব্য, 'কালিম্পংয়ের পর্যটন নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। ২০২৭ সালের মধ্যে কালিম্পংয়ের পর্যটনের আমূল পরিবর্তন ঘটবে।'

দার্জিলিংয়ের মতো কালিম্পংয়েও একটা সময় পর্যটকের ভিড় জমত। সেদিকে নজর রেখে কালিম্পং পাহাড়ের গায়েও প্রচুর হোটেল, রেস্টুরেন্ট তৈরি হয়েছে। বর্তমানে এই শহরে হোটেলের সংখ্যা প্রায় ১৫০টির কাছাকাছি। একটা সময় শহর থেকে পর্যটকরা ডেলোর পাশাপাশি লাভা, লোলেগাঁও, পেডং, ন্যাওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যান সহ বিভিন্ন জায়গায় ছুটে যেতেন। এর জন্য দু'-তিনদিনের কালিম্পং সফর কার্যত পর্যটকদের বাধা ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে লাভা, লোলেগাঁও, পেডংয়ের মতো পর্যটনস্থলগুলিতেও প্রচুর হোটেল, হোমস্টে তৈরি হয়ে গিয়েছে। এমনকি ডেলো পর্যটন আবাসের চারিদিকেও প্রচুর হোমস্টে এবং ছোট, বড় হোটেল তৈরি হয়েছে। ফলে পর্যটকরা এখন সরাসরি কালিম্পং শহরকে ছুঁয়ে ওই গন্তব্যগুলিতে চলে যাচ্ছেন।

কালিম্পং শহরকেও পর্যটন ডেস্টিনেশন হিসাবে তুলে ধরার দাবিতে সরব হয়েছেন হোটেল মালিক থেকে বিভিন্ন সংস্থার কর্তারা। কালিম্পংয়ের ডম্বর চকে দাঁড়িয়ে থিংকার্স অফ কালিম্পংয়ের কর্তা সিবি গুরুং বলছিলেন, 'শহরটা যানজটে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দীর্ঘ যানজট থাকছে। আট মাইল থেকে শুরু করে গোটা শহরই যানজটে অবরুদ্ধ। এখানে পর্যাপ্ত পার্কিং জোন তৈরি করা প্রয়োজন। পাশাপাশি এখানকার পর্যটনের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন রয়েছে।' কার্যত একই বক্তব্য শোনা গেল এখানকার ব্যবসায়ী পেনজো গম্বু ভুটিয়ার গলায়। তাঁর বক্তব্য, 'পর্যটকদের রুচি, মানসিকতার বদল হচ্ছে। এখন পর্যটকরা পাহাড় বেড়াতে এসে শুধু ঘোরাঘুরি পছন্দ করেন না। একটু নিরালায় বসে সময় কাটাতে চান। কিন্তু এই যানজটের শহরে তা সম্ভব হচ্ছে না।' তাঁর মতো অনেকেই মনে করেন, ডম্বর চক থেকে থানাডারা পর্যন্ত রাস্তাটিকে গ্যাংটকের এমজি মার্গ বা দার্জিলিংয়ের ম্যালের মতো তৈরি করা প্রয়োজন। অর্থাৎ এই রাস্তাটুকু থেকে সমস্ত যানবাহনের পার্কিং সরিয়ে এটিকে সাজিয়ে তুলে এখানে বসার ব্যবস্থা করা দরকার।

- বিভিন্ন ডেস্টিনেশনের ট্রানজিট হয়ে দাঁড়িয়েছে কালিম্পং শহর, ব্যবসা হারাচ্ছে পর্যটন
- অফবিট ডেস্টিনেশনে ঝোঁক বাড়ছে, যানজট সমস্যার জন্য শহরে অনেকেই থাকতে চান না
- পর্যটনে কালিম্পং শহরের সুদিন ফেরাতে ডিজিটাল প্রোমোশনে নজর, পরিকল্পনায় জোর

হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ কালিম্পংয়ের সভাপতি সিদ্ধান্ত সুদের বক্তব্য, কালিম্পং শহরে এমন অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে, যেগুলি ঘুরে দেখতেই পর্যটকদের দু'দিন কেটে যাবে। কিন্তু সঠিক প্রচারের অভাবে পর্যটকরা সেগুলি জানতে পারছেন না। তাঁর বক্তব্য, 'এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৌরীপুর ভবন রয়েছে। যেখানে কবিগুরু একাধিকবার এসেছেন। সেটিকে হেরিটেজ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এখানকার বনাঞ্চলই সবচেয়ে বড় সম্পদ। বনের মধু, পাখি পর্যবেক্ষণ, লেপচা মিউজিয়াম সহ আরও প্রচুর দর্শনীয় স্থান রয়েছে।' এমন ডেস্টিনেশন তুলে ধরার জন্য জেলা প্রশাসন এবং পর্যটন দপ্তরের সঙ্গে মিলে ডিজিটাল প্রোমোশনের দিকে তাঁরা জোর দিচ্ছেন বলে জানান সিদ্ধান্ত। এর ফলে নতুন করে কালিম্পং শহর পর্যটকদের ডেস্টিনেশন হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল প্রত্যেকেই।

### কোচবিহারে পদ্মের সর্বভারতীয় সভাপতি

# কর্মসূচির কথা জানেন না নগেন

**শিবশংকর সূত্রধর**

**কোচবিহার, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** রাজ্য সরকারের তরফে বঙ্গবিভূষণ উপাধি দেওয়ার পর কি তাহলে নগেন রায়ের সঙ্গে বিজেপির দূরত্ব আরও বাড়ল? বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের কোচবিহার সফর ঘিরে তেমনই আভাস মিলছে।

রবিবার কোচবিহারে আসছেন নীতিন। তাঁর কর্মসূচির প্রস্তুতির চাপে জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের কার্যত রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে রাত জেগে সভার প্রস্তুতি চলেছে। অথচ দলেরই সাংসদ নগেন দাবি করেছেন, তিনি নাকি কর্মসূচির বিষয়ে কিছুই জানেন না। আমন্ত্রণ জানানো তো দূরের কথা, কর্মসূচি নিয়ে তাঁকে কেউ কিছু জানায়ইনি। নীতিনের কর্মসূচিতে তিনি যাবেন কি না, প্রশ্ন করা হলে অবাক হয়ে যান নগেন। বিস্ময়ের সুরে তিনি বলেন, 'কোথায় যাব? কীসের অনুষ্ঠান? আমাকে কেউ কিছু বলেনি। আমি তো কিছুই জানি না।'

দলের সর্বভারতীয় সভাপতির কর্মসূচির রূপরেখা নিয়ে শনিবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। সেখানে দাবি করা হয়, সব কার্যকর্তাকেই তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছে। একথা জানার পরই ওই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন নগেন। এরপর বিকেলের

*কোচবিহারে বড়গিলার বাড়িতে নগেন রায়কে সংবর্ধনা। ছবি : জয়দেব দাস*

দিকে বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমরা আগেও বলেছি যে ওঁকে (নগেন রায়কে) জানানো হবে। এখনও তাই বলছি। আমি নিজে ওঁকে ফোন করব। অনুষ্ঠানের অনুমতি পেতে অনেক দেরি হয়েছে। তাই ওঁকে আমন্ত্রণ জানাতে দেরি হচ্ছে।' স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, দলের বাকি নেতৃত্ব, বিধায়করা যখন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিয়ে চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছেন, তখন নগেনের সঙ্গে দলের দূরত্ব কী নেহাতই কাকতালীয়, নাকি বিজেপি ইচ্ছে করেই তাঁর সঙ্গে দূরত্ব রাখতে চাইছে?

২১ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকারের তরফে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেনকে বঙ্গবিভূষণ উপাধি দেওয়া হয়। এর আগে থেকেই বিজেপির সঙ্গে নগেনের কিছুটা দূরত্ব ছিল। এই ঘটনার পর সেই আগুনে যেন ঘি পড়ে। তৃণমূলের সঙ্গে নগেনের সখ্য বিজেপি আদৌ ভালো চোখে নেয়নি।

সূত্রের খবর, নগেনের সমর্থন পেতে তাঁর ঘনিষ্ঠ কাউকে তৃণমূল এবার প্রার্থী করতে পারে। তবে এই পরিস্থিতিতে নগেন ইস্যু নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জলঘোলা চলছেই। শেষপর্যন্ত নীতিনের কর্মসূচিতে তিনি থাকবেন কি না, তাও শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

এদিকে, উপাধি পাওয়ার পর শনিবার কোচবিহার-২ ব্লকের বড়গিলায় নগেনের বাসভবনে তাঁর অনুগামীরা তাঁকে সংবর্ধনা জানান।

## স্মারকলিপি

**আলিপুরদুয়ার, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো মহার্ঘ ভাতা দেওয়া না হলে ১৩ মার্চ ধর্মঘটে শামিল হবে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি। শুক্রবার আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) কাছে এবিটিএ'র তরফে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

*দার্জিলিং ইকো ফেস্টিভালে নেপালি নাচ, গান। শনিবার থামদাড়ায়।*

## থামদাড়াতে দার্জিলিং ইকো ফেস্টিভাল

**তমালিকা দে**

**থামদাড়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** পাহাড়ের অফবিট জায়গাগুলো পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় করতে প্রচারে উদ্যোগী হল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। শুধু প্রচার নয়, স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গেও দেশ-বিদেশের পর্যটকদের পরিচয় করাতে চাইছে জিটিএ। স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে এবং ইকো পর্যটনের প্রচারে সিটং-৩'এর থামদাড়াতে শনিবার দার্জিলিং ইকো ফেস্টিভালের উদ্বোধন করা হয়।

দু'দিনব্যাপী এই উৎসবে স্থানীয় খাবার, হস্তশিল্প, নাসারি, ট্র্যাডিশনাল জুয়েলারির স্টল দিয়ে গ্রামীণ পর্যটনকে তুলে ধরা হয়। এবার এই উৎসবের তৃতীয় বর্ষ।

পাহাড়জুড়ে নানা অফবিট জায়গা ছড়িয়ে রয়েছে। পর্যটকদের কাছে এই জায়গাগুলোর সম্পর্কে ইকো ট্যুরিজম ফেস্টিভালে নানা তথ্য তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি স্থানীয়রা কীভাবে পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্থানীয় অর্থনীতিকে উন্নত করতে পারবেন, সেদিকেও নজর দেওয়া হয়। এদিন নেপাল, সিকিম থেকে ট্যুর অপারেটররাও এই উৎসবে যোগ দেন। কার্সিয়াং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনু প্রধান ছেত্রী বলছেন, 'স্থানীয় হোমস্টে থেকে শুরু করে ট্যুর অপারেটর, স্থানীয় খাবার, হস্তশিল্প সম্পর্কে পর্যটকদের পরিচিত করার জন্য এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি রেসপন্সিবল পর্যটনের প্রচার করা হচ্ছে এই উৎসবের মাধ্যমে। যাতে প্রকৃতির ক্ষতি না করে স্থানীয় অর্থনীতি ও ঐতিহ্য রক্ষা করা যায়।'

এদিন নেপালি গান, নাচের মধ্যে দিয়ে পর্যটকদের নজর কাড়া হয়। শেলরুটি, মোমো, স্থানীয় পানীয় সহ বিভিন্নরকমের খাবার নিয়ে হাজির ছিলেন স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জু তামাং বলছেন, 'পাহাড়ের নিজস্ব নানারকমের খাবার রয়েছে। পর্যটকরা ঘুরতে এসে স্থানীয় খাবার খোঁজেন। তাই আমরা ঠিক করেছি পর্যটকদের বিভিন্ন স্থানীয় খাবার দেওয়া হবে।' স্থানীয় হোমস্টে ব্যবসায়ী উদেন রাইয়ের কথায়, 'এধরনের উৎসব থেকে আমরা কীভাবে পর্যটকদের আরও ভালো পরিষেবা দিতে পারি, সেব্যাপারে শিখতে পারব।'

এই উৎসবে জিটিএ-কে সহযোগিতা করেছে অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম। কার্সিয়াং পাহাড়ের সঙ্গে নেপালের পর্যটনের মেলবন্ধন কীভাবে ঘটানো সম্ভব, তা নিয়ে আলোচনা করেন নেপাল ট্যুরিজমের সঙ্গে যুক্ত অর্জুন খারকি। পাহাড়ের ইকো ট্যুরিজম নিয়ে বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের কনভেনার রাজ বসু।

# রোপওয়ের কাজ শেষের উদ্যোগ

**শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** অবশেষে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা গিদ্দাপাহাড়-রোহিণী রোপওয়ের কাজ শেষ করতে উদ্যোগী হল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। ইতিমধ্যেই অর্ধসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য টেন্ডার ডেকেছে জিটিএ। ফেব্রুয়ারির ২৫ তারিখ এ মর্মে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সেই নোটিশে বলা হয়েছে, এই প্রকল্পের বাকি কাজ সমাপ্ত করে আগামী ৩০ বছরের জন্য এটির পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে। জিটিএ'র আশা, আগামী তিন মাসের মধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে কাজের বরাত দেওয়া যাবে। এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা হবে।

নতুন করে গিদ্দাপাহাড়-রোহিণী রোপওয়ের কাজ নিয়ে নড়াচড়া হওয়ায় পর্যটন মহলেও খুশির হাওয়া। রোহিণীর এই রোপওয়ের কাজ শেষ হলে পর্যটকদের কাছে কার্সিয়াং আরও গুরুত্ব পাবে বলে জানাচ্ছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তবে, তাঁরা পর্যটকদের সুরক্ষার দিকটিতেও গুরুত্ব দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপার বক্তব্য, 'এই প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করে পর্যটকদের জন্য খুলে দিতে চাই। গিদ্দাপাহাড় থেকে রোহিণী পর্যন্ত রোপওয়ে চালু হলে কার্সিয়াংয়ের পর্যটনও নতুন মাত্রা পাবে।'

পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন (এতোয়া)-এর সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী বলছেন, 'দীর্ঘদিনের প্রকল্প। এটা চালু হলে দার্জিলিংয়ের পর্যটন বাড়তি অক্সিজেন পাবে। কেননা দেশের পর্যটন মানচিত্রে এই রোপওয়েগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করছে। সিকিম হোক বা হিমাচলপ্রদেশ-সর্বত্রই রোপওয়ে চলছে এবং নতুন নতুন রোপওয়ে তৈরি হচ্ছে। কার্সিয়াংয়ের এই রোপওয়ে চালু হলে এখানকার পর্যটন ব্যবসাও উন্নত হবে। তবে, এই প্রকল্প তৈরির

সময় পর্যটকদের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।'

জিটিএ তৈরি হওয়ার পরে বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বেই তৎকালীন বোর্ড কার্সিয়াংয়ে রোপওয়ে তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। গিদ্দাপাহাড় থেকে রোহিণী লেক পর্যন্ত প্রায় ৫.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ আকাশপথে এই রোপওয়ে তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ২০১৪ সালের ২৬ অগাস্ট ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল। কলকাতার একটি সংস্থা এই প্রকল্পের দায়িত্ব পেয়েছিল। দেড় বছরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রাও ধরা হয়েছিল। কিন্তু ১২ বছর পেরিয়ে গেলেও প্রকল্পের কাজ এখনও শেষ হয়নি। বরং গিদ্দাপাহাড় এবং রোহিণী লেকে প্রকল্পের যে কাজকর্ম হয়েছিল, সেই লোহার সরঞ্জাম, দামি মেশিনপত্র বেশিরভাগ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্রায় পাঁচ কোটি টাকা খরচ করে যে লোহার তার নিয়ে আসা হয়েছিল, সেগুলিও দীর্ঘদিন পড়ে থেকে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে গিয়েছে।

জিটিএ-র তরফে জানানো হয়েছে, প্রকল্পের ৭০ শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছিল। তারপর অর্থবরাদ্দ না হওয়া এবং জিএসটি কার্যকর হওয়ায় প্রকল্পের খরচ অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেইমতো আর্থিক সংস্থান করা সম্ভব হয়নি। যার ফলে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থাও ২০১৭ সাল থেকে কাজ বন্ধ করে দেয়। তারপর থেকে ওভাবেই প্রকল্পের জিনিসপত্র পড়ে রয়েছে। এখানকার কর্মীদের একাংশের বেতনও দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া রয়েছে বলে খবর। এই পরিস্থিতিতে জিটিএ ফের উদ্যোগী হওয়ায় নতুন করে আশা জাগছে।

কুশমণ্ডির শব্দলপুরে নাটকের শিল্পীরা। শনিবার।

# শ্রীলঙ্কার শিল্পীদের ‘রামায়ণ’ নাটক

**সৌরভ রায়**

**কুশমণ্ডি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** এক অনন্য সাংস্কৃতিক আয়োজনের সাক্ষী থাকল কুশমণ্ডি। নিজেদের দেশ থেকে প্রায় ২,৭০০ কিলোমিটার দূরে এসে সিংহলি ভাষায় রামায়ণ নাটক মঞ্চস্থ করে আসর মাতিয়ে দিলেন শ্রীলঙ্কার শিল্পীরা। শনিবার রাতে কুশমণ্ডির এক অখ্যাত গ্রাম শব্দলপুরে ওই নাটক মঞ্চস্থ করেন তাঁরা।

কুশমণ্ডির সঙ্গে রামের সরাসরি কোনও যোগাযোগের কথা কোথাও উল্লেখ না থাকলেও লোকমুখে প্রচলিত, বাল্মীকি রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে রামচন্দ্র যখন বনবাস কাটাচ্ছেন, তখন কোনও একসময় শব্দলপুর গ্রাম থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে হরিরামপুর ব্লকের বৈরহাট্টা পঞ্চায়েতের শমীবৃক্ষের কোটরে নিজেদের ধনুর্বাণ লুকিয়ে রেখেছিলেন রাম-লক্ষ্মণ। এদিন শ্রীলঙ্কার শিল্পীদের রাম গান শুনতে দুপুর থেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন স্থানীয় মানুষ। সিংহলের অধিবাসী হলেও নাটকের দলপতি ডঃ চান্দিনি কস্তুরী আরাছি বর্তমানে বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্য বিভাগের অধ্যাপক। উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্বামী, সন্তানদের সঙ্গে। চান্দিনি জানালেন, নাটকের মূল অভিনেতা রাম চরিত্রে তাঁর ছেলে লাহিরু সাতসারা বর্তমানে শান্তিনিকেতনের অধিবাসী। স্বামী প্রেমজিৎ সিং মণিপুর নিবাসী। তিনিও বিশ্বভারতীর মণিপুরি নৃত্যের অধ্যাপক। চান্দিনি আরও জানান, শ্রীলঙ্কায় রামায়ণ নাটক হয় না বললেই চলে। ধ্রুপদি বা ক্লাসিক্যাল নৃত্যের শিল্পীরা কখনো-কখনো রামায়ণ নাটকের বিভিন্ন অংশ ধরে নৃত্যে এবং নাট্যে উপস্থাপন করেন।

এদিন তাঁরা যে রামায়ণ নাটক উপস্থাপন করেন, সেটি ছিল সিংহলি ভাষায়। শিল্পীদের পরনেও ছিল সিংহলি পোশাক। অধ্যাপক প্রেমজিৎ জানালেন, নাটকের বিভিন্ন চরিত্র করছেন সম্ভিতা গুপ্তা, মোহর দত্ত, আলপনা দাস, আকাশ দাস ও উমেশ সরকার প্রমুখ। সকলেই সিংহলি ভাষার বিশ্বভারতীর পড়ুয়া। নাটক দেখে বরুনা গ্রামের রামবনবাস পালার শিল্পী যতীন সরকার বলেন, ‘ভাষা বোঝা যায়নি। তবে গল্প জানা ছিল বলে বুঝতে অসুবিধে হয়নি।’

অনুষ্ঠানের শুরুতে রাজবংশী ভাষায় রামবনবাস পালা উপস্থাপন করেন দিলালপুর গ্রামের শিল্পীরা। মঙ্গলচণ্ডী পালাগান উপস্থাপন করেন সদানন্দ দত্ত ও তাঁর সহশিল্পীরা। মুখোশ নৃত্য করে কচড়া গ্রামের ফাইনাল বর্মনের দল। নগেন্দ্রনাথ রায়ের রাজবংশী ভাষায় অনূদিত রামায়ণের দুই খণ্ড পাঠ করেন শিল্পী মনোরঞ্জন বর্মন। এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। ছিলেন লোকসংস্কৃতি গবেষক তথা মানিকচক কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক গৌতম সরকার ও গবেষক অমলকান্তি রায়। গৌতম বলেন, ‘দুই দেশের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন মূল লক্ষ্য ছিল।’



*আমার সঙ্গে চল... ফাঁসিদেওয়ার ফৌদিজোত গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় চিতাবাঘের উপস্থিতি নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। গ্রামেই উদ্ধার হয় একটি চিতাবাঘ শাবক। তার দেখভাল করছিলেন কার্সিয়াং বন বিভাগের ঘোষপুকুর রেঞ্জের বনকর্মীরা। মা চিতাবাঘ যেন সেটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সেজন্য শুক্রবার স্থানীয় একটি আনারস বাগানের মাঝে শাবকটিকে রাখা হয়। গতিবিধি নজরে রাখতে বসানো হয় ট্র্যাপ ক্যামেরা। অবশেষে শনিবার ভোরের আলো ফোটার আগেই মুখে তুলে সন্তানকে নিয়ে গেল বন্যপ্রাণীটি। – সৌজন্যে বন দপ্তর*

## হিমন্তের ঘোষণায় এরাজ্যে বাড়ছে জল্পনা

# অসমে বাড়বে চা মজুরি, চাপে বাংলা !

**শুভজিৎ দত্ত**

**নাগরাকাটা, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** পশ্চিমবঙ্গের মতো প্রতিবেশী রাজ্য অসমের দোরগোড়াতেও বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে রাজ্যের চা শ্রমিকদের মজুরি ৩০ টাকা করে বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। চলতি বছরের এপ্রিল থেকেই নতুন নিয়ম বলবৎ হওয়ার কথা। ভোটের আগে এই সিদ্ধান্ত সেরাজ্যে একপ্রকার মাস্টারস্ট্রোক বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে এর জেরে ভোটমুখী বাংলা একপ্রকার চাপে পড়ে গেল বলে মনে করা হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার অসম ক্যাবিনেটে গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা হিমন্ত ঘোষণা করার পরই বোঝা যায়, সেখানকার চা শ্রমিকদের মজুরি এপ্রিলের পর থেকে উত্তরবঙ্গের বাগান শ্রমিকদের মজুরির থেকে অনেকটাই বেড়ে যাবে। যথারীতি বিষয়টি নিয়ে চাপানউতোর শুরু হয়েছে তৃণমূল-বিজেপির অন্দরে। যদিও রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক এব্যাপারে কোনও মন্তব্য করেননি।

মজুরি বাড়ার ফলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় চা শ্রমিকরা ২৮০ টাকা করে পাবেন। বরাক ভ্যালির বাগানে



তা হবে ২৫৮ টাকা। এদিকে উত্তরের চা বাগানগুলিতে শ্রমিকদের মজুরি এখন ২৫০ টাকা। এনিয়ে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ বলছেন, ‘আমাদের রাজ্যে নির্বাচনে জয়লাভ করে নতুন সরকার গঠনের ১ মাসের মধ্যে চা মজুরি ৫০ টাকা বাড়বে। আমাদের দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একথা আগেই ঘোষণা করে দিয়েছেন। সুতরাং বিজেপির এটা নিয়ে রাজনীতি করার কিছু নেই।’

যদিও পালটা দিতে ছাড়ছে না পদ্ম শিবির। বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (বিটিডব্লিউইউ)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি যুগলকিশোর ঝা বলেন, ‘অসম-এর সঙ্গে বর্তমানে তৃণমূল পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গের কাজের কোনও তুলনাই হতে পারে না। হিমন্ত বিশ্বশর্মা কথায় নয়, কাজে বিশ্বাসী।’ অসমে সব মিলিয়ে প্রায় হাজারখানেক চা বাগান আছে। স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় ১২ লক্ষ শ্রমিক রয়েছেন। অসম চা মজদুর সংঘের সভাপতি পবন সিং ঘাটোয়ার এনিয়ে বলেছেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী মজুরি বাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এখন আমরা সরকারি নির্দেশিকার অপেক্ষায় রয়েছি। অন্তর্বর্তীকালীন এই বর্ধিত মজুরি সংগঠিত ক্ষেত্রের বাগানগুলির পাশাপাশি যাতে ক্ষুদ্র বাগানেও বলবৎ হয় সেই দাবি জানানো হয়েছে। হিমন্ত তাঁর ঘোষণায় বলেছেন চূড়ান্ত মজুরি পরবর্তীতে শ্রমকোড অনুযায়ী ঠিক করা হবে।’

এদিকে উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের শেষবার মজুরি বেড়েছিল ২০২৩-এর ১ জুন। সেসময় শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে অ্যাডভাইজারি জারি করার মাধ্যমে ২৩২ টাকার ওপর অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে ১৮ টাকা বাড়িয়ে মজুরি ২৫০ টাকা করা হয়। সেটাই এখনও চলছে।

# বন্যা নিয়ে থিম্পুতে বৈঠক

**জলপাইগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** বর্ষায় পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে ভুটানের নদীগুলির কী প্রভাব পড়ে, তা খতিয়ে দেখলেন কেন্দ্রীয় সরকারের নদী বিশেষজ্ঞরা। ভুটান সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলামন্ত্রক এবং অসম ও পশ্চিমবঙ্গের সেচ ও আবহাওয়া দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের ওই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে। ভুটানে এই প্রতিনিধিদলটি ২৪ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পরিদর্শন করে। প্রতিনিধিদলটি থিম্পুতে বৈঠক করে ২৫ তারিখ।

কেন্দ্রীয় সরকারের জলশক্তিমন্ত্রকের অধীনে জলসম্পদ নদী উন্নয়ন এবং গঙ্গা পুনরুজ্জীবন বিভাগের সচিব ভিএল কান্থা সহ অন্য পদস্থ আধিকারিকরা বৈঠক ও পরিদর্শনে অংশ নেন। ভুটানের পুনাতসাংচু জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ পরিদর্শন করে প্রতিনিধিদলটি। ভুটানের সঙ্গে বৃষ্টি, ধস এবং বন্যা ছাড়াও হিমবাহ গলে যাওয়া বিষয়ক তথ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

# মাঝিয়ানে ‘বি-৫৪’ সর্ষে চাষে নজির

**পতিরাম, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** বি-৫৪ প্রজাতির সর্ষে চাষে এবার নতুন দৃষ্টান্ত গড়ল মাঝিয়ান। চোখধাঁধানো হলুদ ফুলে ভরে উঠেছে মাঠ। দক্ষিণ দিনাজপুরের মাঝিয়ান ক্যাম্পাসের আঞ্চলিক গবেষণাকেন্দ্রের পলিমাটি অঞ্চলের ৪০ বিঘা জমিতে এই উন্নতমানের সর্ষে চাষ ইতিমধ্যেই জেলাজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। অতি উন্নত মানের ও অধিক ফলনশীল বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যেই এ বছর এই সর্ষে চাষ করা হয়। অনুকূল আবহাওয়া এবং পর্যাপ্ত শীতের কারণে এবার গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়েছে।

রোগপোকার আক্রমণও তুলনামূলকভাবে কম দেখা গিয়েছে। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, এমন অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকলে এ বছর রেকর্ড পরিমাণ ফলন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মাঝিয়ান ক্যাম্পাসের আঞ্চলিক গবেষণাকেন্দ্রের ইনচার্জ তথা মাঝিয়ান কলেজ অফ অ্যাগ্রিকালচারের ডিন জ্যোতির্ময় কারফর্মা জানান, এই ৪০ বিঘা জমির সমস্ত সর্ষের ফলন আগামী বছরের বীজ হিসেবে সংরক্ষিত হবে। পাশাপাশি, জেলার কৃষকরা উন্নতমানের এই সর্ষে বীজ নিয়ে চাষ করতে চাইলে মাঝিয়ান ক্যাম্পাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। কৃষি মহলের মতে, উন্নত বীজ উৎপাদনের এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে জেলার সর্ষে চাষে নতুন দিশা দেখাবে।

## আজ টিভিতে





আইসিসি মেন’স টি টোয়েন্টি ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ দেখুন সন্ধে ৬.৫০ মিনিট থেকে সরাসরি স্টার গোল্ডে

### সিনেমা

**জলসা মুভিজ :** সকাল ১০.৩০ অন্ধবিচার, দুপুর ১.৩০ হাঙ্গামা, বিকেল ৪.৪৫ টাইগার, সন্ধে ৭.৩০ হিরোগিরি, রাত ১০.৪৫ গোলমাল

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ১০.০০ দুই পৃথিবী, দুপুর ১.০০ ছোটবউ, বিকেল ৩.৩০ রণক্ষেত্র, সন্ধে ৬.৩০ যুদ্ধ, রাত ১০.০০ লে হালুয়া লে

**জি বাংলা সোনার :** সকাল ৯.০০ সত্যম শিবম সুন্দরম, বেলা ১১.০০ চৌধুরী পরিবার, দুপুর ২.০০ আসল নকল, বিকেল ৫.০০ গীত সংগীত, সন্ধে ৭.৩০ অন্যায় অত্যাচার, রাত ১০.৩০ বস-বর্ন টু রুল

**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ সবার উপরে মা, সন্ধে ৭.৩০ নাগিন কন্যা

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ সঙ্গী

**স্টার গোল্ড :** সকাল ১০.০৯ টোটাল ধমাল, দুপুর ১২.৪৪ পুলিশ ডায়েরি, বিকেল ৩.১৮ চুপ চুপ কে, রাত ১১.০০ ছাওয়া

**স্টার গোল্ড টু :** সকাল ১০.১৮ ভূতনাথ, দুপুর ১২.৫৪ রা ওয়ান, বিকেল ৩.৪০ ক্র্যাক : জিতেগা তো জিয়েগা, সন্ধে ৬.৩০ না সামি রঙ্গা, রাত ৯.০০ অতিথি তুম কব জায়োগে, ১১.১৩ ধুম-থ্রি

**সোনি ম্যাক্স টু :** বেলা ১১.১০ ওয়াক্ত কি আওয়াজ, বিকেল ৪.৪৮ ইজ্জত কি রোটি, সন্ধে ৭.৪৮ আতিশ, রাত ১০.৪০ নাজায়েজ

**জি অ্যাকশন :** বেলা ১১.২৩ নাগভূমি, দুপুর ২.০৭ কার্তিকেয়-টু, বিকেল ৪.৫৩ এনকাউন্টার শংকর, সন্ধে ৭.৩০ বিজয় ঃ দ্য মাস্টার, রাত ১০.৫০ স্নেক আইল্যান্ড পাইথন



রা ওয়ান দুপুর ১২.৫৪ স্টার গোল্ড টু



টাইগার বিকেল ৪.৪৫ জলসা মুভিজ





বসন্ত মছলি এবং অনিয়ন টমেটো পেপার চিকেন তৈরির পদ্ধতি শেখাবেন শুভশ্রী মজুমদার। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

**DHUPGURI MUNICIPALITY**

**TIME EXTENSION**

| |
|---|
| WBMAD/DHUPGURI/27/2025-26 (2nd Call) |
| 2026_MAD_1004752_1 |
| 2026_MAD_1004752_2 |
| 2026_MAD_1004752_3 |
| 2026_MAD_1004752_4 |
| 2026_MAD_1004752_5 |
| End Date -06/03/2026 at 16:00 PM |

**e-Tender Notice**

The Chairman, Mal Municipality, invites e-NIQ for Street Light under Mal Municipality. **eNIQ No.** MM/C/STREET LIGHT/2647/25-26 (Sl 01 to 03) **Tender ID.** 2026_MAD_1016920_1 to 3 **Last date of bidding (online):** 07.03.2026 up to 12:00 Hrs. Details of Tender Documents will be available at **www.wbtenders.gov.in** and in the office of the undersigned during the office hours.

**Sd/-**
**Chairman**
**Mal Municipality**

**CORRIGENDUM NOTICE**

The Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invites Corrigenda Notice as per given NIT under AMRUT (PH-II). The tender details as given below : WBMAD/JAL/AMRUT/eNIT-5/2025-26 (Tender Id : 2026_MAD_1009904_1 to 9) Revised Bid Submission End Date:- 07-03-2026 at 05:00 PM Tender Documents may be downloaded from **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Executive Officer,**
**Jalpaiguri Municipality**

**বিশেষ বিজ্ঞপ্তি**

আমার মক্কেল শ্রী প্রকাশ সিংহী এবং শ্রী সুরেশ সাহ পাতকাটা মৌজার বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিন হলদিবাড়ী মোড়ে ১৮ নং সিটের আর, এস, ৩৯১ নং, ৩৯২ নং, ৩৯১/১৫৯১ নং, ৩৮৮ নং এবং ৩৮৯ নং দাগের এল, আর, ১৫৭৭ নং, ১৫৭৮ নং, ১৫৮০ নং, ১৬০৬ নং, ১৫৮১ নং এবং ১৫৭৬ নং দাগে মোট ০.৮৫৮১ একর জমি শ্রী গৌতম দত্ত ও শ্রীমতি অঞ্জনা দত্ত হইতে খরিদ করিতে ইচ্ছুক, যাহার চৌহদ্দি: উত্তরে: ন্যাশনাল হাইওয়ে, দক্ষিনে: নাগদেব রায় গং-এর জমি, পূর্বে নাগদেব রায় গং-এর জমি, পশ্চিমেঃ ১০'-০০" চওড়া কাচা রাস্তা, যদি উপরোক্ত জমির উপর শ্রী গৌতম দত্ত ও শ্রীমতি অঞ্জনা দত্ত ব্যক্তিত কোন ব্যক্তির কোন অধিকার থাকে তাহলে নিম্ন ফোন নম্বরে ৭ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

(Smt Rita Saha) (Advocate, Jalpaiguri) Enrolment No. F-1115/1097 of 2001 Mobile No- 98320-06117, 98323-89756

**NOTICE**

In the court of Ld. Civil Judge Sr. Division, Sadar, Cooch Behar (District Delegate)
Misc. (Succession) Case No.- 03/2025
Petitioner Dipak Roy @ Others

This is for general information that 1) Dipak Roy, 2) Biplab Roy, 3) Dipesh Roy all are S/O- Late Nagendra Chandra Roy, all are residing at Sajherpar Kathalbari, P.O- Sajherpar Ghoramara, P.S- Pundibari, Dist- Cooch Behar. 4) Sipra Sarkar, D/O- Late Nagendra Chandra Roy, W/O- Ajit Sarkar, vill- Purba Nararthali, P.O- Khayerdanga, P.S- Kumargram, Dist- Jalpaiguri presently Alipurduar 5) Diba Talukdar, D/O- Late Nagendra Chandra Roy, W/O- Sebak Talukdar, Vill- Dakhin Kalarayerkuthi, P.O- Kalarayerkuthi, P.S- Pundibari, Dist- Cooch Behar. As petitioner of the above noted succession case for grant of succession certificate of deceased Dilip Ray, S/O- Late Nagen Roy, last resident of Vill- Sajherpar Kathalbari, P.O- Sajherpar Ghoramara, P.S- Pundibari, Dist- Cooch Behar in respect of her left out asset.

If any persons has/have any shorts of objection or claim, in that case he/she/they can appear himself/herself or Ld. Court through Advocate and may file objection within one month from the date of publication of this notice, otherwise no objection or claim will be entertained.

By order
Sheresthadar
Civil Judge Sr. Division Sadar, Cooch Behar

## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৬৮৮০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৬৯৬৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৬১২৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ২৯২৬০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ২৯২৭০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

### অ্যাফিডেভিট

■ সুমিতা শর্মার জন্ম শংসাপত্রে বাবার নাম গোবিন্দ শর্মা থাকায় ইং 20/2/26 জলপাইগুড়ি 1st Class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে গোবিন্দ শর্মা ও গোবিন্দ চন্দ্র শর্মা দুজন একই ব্যক্তি। (A/B)

■ আমি Patiras Minj, পিতা- Late Joyakim Minj, গ্রামঃ নুরপুর, পোঃ তুরতুরী, থানাঃ শামুকতলা, জেলাঃ আলিপুরদুয়ার। আমার কন্যা Babita Minj-এর স্কুল/মাধ্যমিকের নথিপত্রে আমার নাম ভুলবশত Patrash Minj নথিভুক্ত হয়েছে। তাই ২৬/০২/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার নোটারি কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে আমার নাম সংশোধন করা Patrash Minj থেকে Patiras Minj করা হল। Patiras Minj এবং Patrash Minj একই ব্যক্তি। (C/120138)

■ আমি Babita Minj, পিতাঃ Patiras Minj, গ্রামঃ নুরপুর, পোঃ তুরতুরী, থানাঃ শামুকতলা, জেলাঃ আলিপুরদুয়ার। আমার মাধ্যমিকের নথিপত্রে পিতার নাম ভুলবশত Patrash Minj এবং আমার নাম Babita Mini নথিভুক্ত হয়েছে। তাই গত ০৬/০১/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে আমার পিতার নাম সংশোধন করে Patrash Minj থেকে Patiras Minj এবং আমার নাম Babita Mini থেকে Babita Minj করা হল। Babita Minj, পিতা- Patiras Minj এবং Babita Mini পিতা- Patrash Minj একই ব্যক্তি। (C/120139)

### জ্যোতিষ

■ বশীকরণ সম্পত্তি গুপ্তশত্রু বিচ্ছেদ মাঙ্গলিক মারণদোষ কাটাতে জ্যোতিষী বাবুদাকে ফোন করুন। আজ শিলিগুড়িতে : 7044304585/ 9163736098. (K)

1■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/120488)

### ব্যবসা/বাণিজ্য
### কাঁচা চা-পাতা কেনা-বেচা

■ “The Green Access” এর মাধ্যমে অনলাইনে কাঁচা চা পাতা কিনুন এবং বিক্রি করুন। এখনই প্লে স্টোর থেকে অ্যাপটি ডাউনলোড করুন এবং বিনামূল্যে নিবন্ধন করুন/অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন। (C/120491)

### ডিস্ট্রিবিউটার চাই

■ জনপ্রিয় ব্র্যান্ড ‘অহনা গোল্ড ঘি’ বিক্রির জন্য এলাকাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটার এবং বড় কাউন্টার বিক্রেতা চাই। ‘অহনা গোল্ড ঘি’ খেয়ে দেখুন। বাজারের সেরা না হলে ১০০% ফেরত! যোগাযোগ : 9749827856/ 7364855525. (A/K)

### ভাড়া

■ শিলিগুড়ি সেবক রোডে “শান্তি নার্সিং হোমের” পাশে একতলা ফ্ল্যাট ভাড়া দেব। M : 90832-96146. (C/113713)

### পেয়িং গেস্ট

■ Furnished P.G. for Girls with 3 times meal near Siliguri College. 95645-11444. (C/120487)

### স্পোকেন ইংলিশ

■ স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার বিস্ময়কর সহজ পদ্ধতি। ৩ মাসের কোচিং। সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। 97335-65180. (C/120485)

### লোন

■ পার্সোনাল, মর্টগেজ, বাড়ি বানানো, বাড়ি, জমি, ফ্ল্যাট কেনার লোন ও সোনার গয়না যদি কোথাও বন্ধক দেওয়া থাকে, সেখানে থেকে ছাড়িয়ে কম সুদে বেশি টাকা লোন করাই। শিলিগুড়ি - 79086-31473. (C/120485)

### বিক্রয়

■ 3 BHK New Flats for sale at Pradhan Nagar, Siligur 1100 & 1500 sqft (with lift) 9832071221/ 6294513955. (C/120484)

■ চার কাঠা জমির উপর তিনতলা সুন্দর বাড়ি বিক্রয়। ওয়ার্ড নম্বর ২৮ দক্ষিণ ভারতনগর, শিলিগুড়ি। M : 9735011006. (C/120490)

### বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি বাবুপাড়ায় গভর্নমেন্ট হাউসিং-এর পাশে হিমালয় রেসিডেন্সিতে নিট ১০০০ বর্গফুট পূর্ব ও দক্ষিণ খোলা চারতলায় ফ্ল্যাট বিক্রয় কারপার্কিং সহ। লিফট ও কমিউনিটি হলের সুবিধাযুক্ত। যোগাযোগ- 8334826265. (C/120780)

■ মেখলীগঞ্জের চ্যাংরাবান্ধার 7 কিমি দূরে জাতীয় সড়কের পাশে মাথাভাঙ্গা রোডে 20 বিঘা জমি বিক্রয় হবে। ফোন : 9547541528. (C/120490)

■ Flat for Sale in South Bharat Nagar Siliguri. First Floor 3 BHK 1350 sq.ft, 3rd floor 3 BHK 1050 sq.ft. & 2 BHK 700 sq.ft, 850 sq.ft. Ph. : 9933042000. (C/120730)

■ মাটিগাড়া থেকে শিলিগুড়ি ঝংকার মোড় মেইন রোড থেকে ১০০ মিঃ ভেতরে (তুম্বাজোত) একটি চার কাঠা চার ছটাক জমি বাউন্ডারি সমেত সত্বর বিক্রি হবে। Ph. No. 98325-09350. (M/M)

■ কোচবিহার শহরে (রবীন্দ্রনগর) মেন রাস্তার উপর 2 কাঠা 4 ছটাক জমিতে দোতলা বাড়ি, 5 বেডরুম, 2 কিচেন, 2 ডাইনিং, 2 টয়লেট, অফিস ঘর, ঠাকুর ঘর, গ্যারাজ সহ বিক্রয়। মূল্য 95 Lac. দালাল নহে। প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন। 9433140397.

■ ধূপগুড়ি ক্ষুদিরামপল্লিতে ১০ কাঠা বাস্তুজমি সত্বর বিক্রয় করা হইবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। M : 8800315262. (A/B)

### বিক্রয়

■ আমবাড়ি ধনিরাম চৌপথি হইতে উত্তরে Gail Office-এর পাশে পাকা রাস্তার ধারে ১৪ শতক খতিয়ানভুক্ত জমি অতি সত্বর বিক্রি হবে। বাড়ি ও ব্যবসা দুটোই করার উপযুক্ত। যোগাযোগ - 9434075400, 8101159526. (C/119590)

■ শিলিগুড়ি রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে ১৮' রাস্তা পিছনে ৮½' রাস্তা। ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/120483)

■ রাঙাপানি- রেলগেট থেকে 1 km এর মধ্যে রেজিস্টার জমি বিক্রি হবে। M : 9800700453. (K/D/R)

■ কোচবিহার Mini Bus Stand-এ বাড়ি বিক্রয় হইবে। Mo. No. 8927362468. (C/120821)

■ আলিপুরদুয়ারে মধ্যপাড়ায় রাস্তার ধারে ৬ ডেসিমেল জমি বিক্রি হবে (দালাল নিষ্প্রয়োজন)। M : 8918976870. (C/120487)

■ মালবাজার দক্ষিণ কলোনিতে রাস্তার পাশে 2.5 কাঠা জমি সহ বাড়ি বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ নম্বর 7001971199. (C/120488)

### কর্মখালি

■ Required retired Store Keeper for Siliguri & Kolkata skkhirod@gmail.com (K)

■ বিধান মার্কেটে নামী চা পাতার দোকানে কাজের ছেলে চাই। 94341-13255. (C/120487)

### কর্মখালি

■ Darjeeling Public School, Fulbari, Siliguri (Affiliated to CBSE). Urgently requires PGT Chemistry, PGT Accountancy, PGT Economics, TGT Hintory, PGT Pol Science, PGT Computer Science, TGT Biology, PRT Hindi. Apply within 5 days. E-mail: schooldarjeelingpublic@gmail.com (C/120491)

■ কোচবিহার খাগড়াবাড়ি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে Receptionist & Telecaller চাই, @. 79K, M : 9733116424. (C/119593)

■ Appointment in BSF Ankur Play School, Raninagar, Jalpaiguri. Details upload from website: shqjal@bsf.nic.in comdtt030@bsf.nic.in (C/120490)

■ One of the leading Business House located in Siliguri is looking for a female candidate with telecalling & sales experience for the role of Telecaller in the sector of Water Treatment Solutions. Salary is 15k, submit your resume in mail: biswajitsales@gmail.com

■ শিলিগুড়ি এনজেপি এলাকায় বাড়িতে থেকে সমস্ত গৃহস্থালির কাজের জন্য একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা প্রয়োজন। কাজ ফুল টাইম এবং বাড়িতে থেকেই করতে হবে। থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। মাসিক বেতন 10000, যোগাযোগ : 9874347224. (C/120928)

### কর্মখালি

■ জলপাইগুড়ি শহরে Auto CAD/Comp. Appl জানা ছেলে প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ। M- 7047622788. (C/120813)

■ পশু পাখির দোকানে কাজের জন্য, শিলিগুড়ির বাইরের মহিলা কর্মী চাই। বেতন- দশ হাজার টাকা। (M) 9800700453. (K/D/R)

■ শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটে জনবহুল এলাকায় সেলুনের কাজ জানা অভিজ্ঞ কারিগর প্রয়োজন। (M) 7001664259. (C/120487)

■ Required Experienced/ Semi Experienced Lady Staff for Jewellery Shop in Siliguri. WhatsApp resume to 9434044945. (Do not call). (C/120488)

■ Gangtok Mall, Hotel, Co. বিভিন্ন পদের : পরিশ্রমী লোক চাই। (S) - 30,000/- পর্যন্ত। 9434117292. (C/120485)

■ St. Xavier’s School, Sevoke Road, Siliguri, ICSE requires trained lady teachers for Accounts, English. Apply with complete biodata.

### কর্মখালি

■ জুয়েলারি শোরুমে বিলিং কাউন্টারে স্মার্ট অভিজ্ঞ সেলস গার্ল ও পিওনের কাজে পুরুষ কর্মী চাই। পুরুষ প্রার্থীকে বাহিরে যেতে ইচ্ছুক ও রান্না জানা আবশ্যক। (M) 98320-77771, শিলিগুড়ি। (C/120485)

### হাউসকিপিং স্টাফ

■ কলকাতা সোনারপুরে বৃদ্ধাশ্রমে দিবা রাত্রি থেকে পিছুটানহীন ভদ্র ছেলে বা মেয়ে (40 মধ্যে) চাই। M : 8420011332. (K)

**কর্মখালি**

কোচবিহার স্বস্তিক সেবাঙ্গন নার্সিংহোমে ২ জন MBBS অভিজ্ঞ RMO প্রয়োজন। বেতন মাসে ৫০০০০-৬০০০০ টাকা ১২ ঘণ্টা করে ডিউটি। যোগাযোগ-৮৯১৮৫০৪৯৬৮

**Wanted Teacher**

Wanted Trained / Experienced Teacher for Mathematics, Qualification- M.Sc B.Ed. & Fluency in English & Hindi is must. Apply with C.V Along with copies of Testimonials and passport size photograph within 7 days to:-

**The Principal, Hindi Balika Vidyapith**
S.P Mukherjee Road, Khalpara, Siliguri- 734005
(No Phone Please)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

## এনআইএ তদন্ত

২০২৪ সালে নৈহাটি উপনির্বাচনে খুন হওয়া জগদ্দলের তৃণমূল নেতার মামলায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। পুলিশের তদন্তে খুশি নয় আদালত। এখনও আশঙ্কায় পরিবার।



## ট্রেনে ভোগান্তি

ইঞ্জিন বিকল হয়ে নদিয়া স্টেশনে প্রায় তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল দূরপাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেন। ভোগান্তিতে ক্ষোভ উগরে দিলেন যাত্রীরা। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, যান্ত্রিক বিভ্রাট অপ্রত্যাশিত।



## খুনে ধৃত ২

কেশিয়ারিতে ইঞ্জিনিয়ারকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে ২ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শনিবার তাদের মেদিনীপুর আদালতে পেশ করে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশের এক আধিকারিক।



## ফাঁড়িতে দেহ

বগুলা পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই সুমন মণ্ডলের রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য। দেড় মাস ধরে এই ফাঁড়িতেই কর্মরত ছিলেন তিনি। শনিবার তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু পুলিশের।

# ভবানীপুরে লড়াইয়ের প্রস্তাব, ক্ষুব্ধ দিলীপ

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে দিলীপ ঘোষকে ভবানীপুরে প্রার্থী করার প্রস্তাব দিয়েছেন রাজ্য বিজেপির এক প্রভাবশালী নেতা। সূত্রের খবর, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে একান্ত বৈঠকে সেই প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। তবে, এই বিষয়ে আগাম কোনও মন্তব্য করে ফাঁদে পড়তে রাজি নন দিলীপ। এদিকে বিধানসভায় গত ’২১-এর ভোটে জেতা ৭৭ আসনের জন্য প্রার্থীর প্রাথমিক তালিকা তৈরি করে দিল্লির কাছে পাঠিয়েছে রাজ্য বিজেপি। তাতে বিধানসভায় বর্তমান ৬৪ জন বিধায়কের মধ্যে ৫ থেকে ৬টি আসনে প্রার্থী বদল ছাড়া বাকি আসনে বর্তমান বিধায়কদেরই ফের প্রার্থী করতে সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গে কিছু আসনে প্রার্থী বদলের সম্ভাবনা রয়েছে মূলত বয়সজনিত কারণেই। সেই সম্ভাবনার অঙ্কে কোচবিহার দক্ষিণ, নাটাবাড়ি, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, ইংরেজবাজারের মতো আসন এবং মাথাভাঙা, ফাঁসিদেওয়ার মতো আসনও বিবেচনায় রয়েছে।

বিধানসভা ভোটে ভবানীপুরকে পাখির চোখ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ওই কেন্দ্র থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের প্রার্থী হওয়ার চ্যালেঞ্জ করে শুভেন্দু বলেছেন, এবার ভবানীপুর থেকে ওঁকে হারিয়ে ‘প্রাক্তন’ করব। শুভেন্দুর সেই হুংকারে অনেকেই মনে করেছিলেন নন্দীগ্রামে হারানোর পর এবার দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে নিজেই মমতার বিরুদ্ধে প্রার্থী হবেন তিনি। এই চর্চার জবাবে শুভেন্দু বলেছিলেন, দলই ঠিক করবে ভবানীপুরে প্রার্থী কে হবে।

তবে, যেই হোন না কেন, ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীকে এবার হারাবে বিজেপি। এরই মধ্যে জল্পনা ছড়ায় নন্দীগ্রামের পাশাপাশি এবার ভবানীপুরেও প্রার্থী হতে চলেছেন শুভেন্দু। কিন্তু, এমন কোনও প্রস্তাব দলের কাছে বিবেচনার মধ্যেই নেই বলেও জানা গিয়েছে। এরই মধ্যে রাজ্যস্তরে দলের প্রার্থী তালিকা তৈরি করতে বৃহস্পতিবার আলিপুরে বৈঠক করেছে কেন্দ্র ও রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব।

পূর্ব নির্ধারিত জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকায় কলকাতায় থেকেও



> আমি আমার মতো জানিয়েছি। আগেও আমাকে আসন বদলে অন্য আসন থেকে লড়তে পাঠানো হয়েছিল। দলে এসব কারা করে তা জানি। আগে দল ঠিক করুক, তারপর সিদ্ধান্ত নেব।
>
> -দিলীপ ঘোষ

সেই বৈঠকে যোগ দিতে পারেননি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তবে, সূত্রের খবর, দলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে পৃথকভাবে নিজের মতামত তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। এই আবহেই দিলীপকে ভবানীপুর থেকে প্রার্থী করার প্রস্তাব নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে দলের অন্দরে। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে প্রভাবশালী ওই নেতা বলেছেন, ‘মমতার বিরুদ্ধে যোগ্য প্রার্থী হতে পারেন দিলীপদাই।’

গত লোকসভা ভোটে ইচ্ছার বিরুদ্ধে দিলীপকে দুর্গাপুরে লড়তে পাঠায় দল। পরাজিত হওয়ার পর, আসন বদলে তাঁকে হারানোর জন্য দলের একাংশের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছিলেন দিলীপ।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আঙুল তোলার জন্য খেসারতও দিতে হয় তাঁকে। এরই সঙ্গে মমতার ডাকে সাড়া দিয়ে দিঘায় জগন্নাথ ধামে যাওয়া ও ব্যক্তিগত কিছু ইস্যুতে পার্টি তাকে কার্যত ব্রাত্য করে দিয়েছিল। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের হাত ধরেই শেষ পর্যন্ত দলীয় কাজে ফেরেন দিলীপ।

পরে, রাজ্যে এসে অমিত শা-ও দিলীপকে ডেকে বিধানসভা ভোটে পরিবর্তনের লক্ষ্যে দলের কাজে নেমে পড়তে বলেন। শা’র নির্দেশ মেনেই সংগঠনের কাজ করে চলেছেন তিনি। তবে, এরই মধ্যে নির্বাচনে খড়গপুর থেকে প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছার কথাও রাজ্য সভাপতিকে জানিয়ে রেখেছিলেন দিলীপ।

আসন বদল হলে তিনি কি প্রার্থী হবেন? এই প্রশ্নে এদিন দিলীপ বলেন, ‘আমি আমার মতো জানিয়েছি। আগেও আমাকে আসন বদলে অন্য আসন থেকে লড়তে পাঠানো হয়েছিল। দলে এসব কারা করে তা জানি। আগে দল ঠিক করুক, তারপর সিদ্ধান্ত নেব।’

প্রস্তাবের বিষয়ে দিলীপ ঘনিষ্ঠ এক নেতা বলেন, ভবানীপুরে দিলীপ ঘোষকে প্রার্থী করা চক্রান্ত ছাড়া কিছু নয়। আগের ভোটে হেরে ইতিমধ্যেই দিলীপের রাজনৈতিক কেরিয়ার প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী করে তাঁকে রাজ্য রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক করতেই এই চক্রান্ত।

# মমতার কেন্দ্রে ১৪ হাজার ‘বিচারাধীন’

## জয় নিয়ে তৃণমূল তবুও নিশ্চিন্ত

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবানীপুর কেন্দ্রে ৪৭ হাজারেরও বেশি নাম বাদ গিয়েছে ও ১৪ হাজারের বেশি নাম ‘বিচারাধীন’ বলে উল্লেখ রয়েছে। এই বিচারাধীন ভোটাররা এবারের বিধানসভা নির্বাচনে আদৌ ভোট দিতে পারবেন কি না, তা নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল শনিবারও চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতি দিতে পারেননি। তবে এই নাম বাদ যাওয়া নিয়ে চিন্তিত নয় তৃণমূল। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভবানীপুর বিধানসভার ৭টি ওয়ার্ডের ৩টিতে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। ওই ওয়ার্ডগুলিতে ২০১৯ সালেও তৃণমূল পিছিয়ে পড়েছিল। মূলত অবাঙালি অধ্যুষিত এই এলাকাগুলিতে ভোট বাদ যাওয়ার আশঙ্কার কিছু নেই বলে মনে করছেন তৃণমূল নেতারা। কারণ, এই ভোটাররা মূলত ‘ফ্লোটিং’ বলেই পরিচিত। লোকসভা নির্বাচনে তাঁরা বিজেপিকে ভোট দিলেও বিধানসভা নির্বাচনে ওই ভোট তৃণমূলের বাক্সে পড়ে। এছাড়া কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের চেতলা এলাকার ৮২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে সবচেয়ে বেশি লিড পায় তৃণমূল। কিন্তু এই এলাকায় নাম খুবই কম বাদ গিয়েছে।

রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় খড়দার বিধায়ক হলেও তিনি ভবানীপুরের ভোটার। নাম বাদ যাওয়া বা বিচারাধীন বলে তালিকায় অসম্পূর্ণ থাকা নাম নিয়ে তৃণমূল যে চিন্তিত নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। শোভনদেববাবু বলেন, ‘প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে ঘুরপথে বাংলা দখলের চেষ্টা করেছিল বিজেপি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নিজে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেছেন। তার ফলে অনেক প্রকৃত ভোটারের নাম তালিকায় রাখা সম্ভব হয়েছে। কিছু নাম বাদ গেলেও তাতে ভোটের ফলে কোনও প্রভাব পড়বে না। বরং হাজার হাজার মানুষকে যে হেনস্তা হতে হয়েছে, তার জবাব বিজেপি ভোটবাক্সে পাবে।’ যদিও বঙ্গ বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশ্য নয়। বরং সরকারি টাকা নয়ছয় করে এই প্রক্রিয়াকে জটিল করেছে তৃণমূল। আমরাও চাই প্রকৃত ভোটাররা ভোট দিক।’ এদিন ভবানীপুর প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘৪৫ হাজার নাম ইতিমধ্যেই বাদ পড়েছে। আরও প্রায় ১৫ হাজার বিচারাধীন। মুখ্যমন্ত্রীকে জেতানোর মতো ভোটার ভবানীপুরে নেই।’

ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে খসড়া তালিকায় ৪৪ হাজার ৭৭০ জনের নাম বাদ পড়েছিল। নতুন করে আরও ২৩২৪ জনের নাম তালিকা থেকে বাদ



গিয়েছে। ফলে, এখানকার ৪৭ হাজার ৯৪ জনের নাম এবারের তালিকায় নেই। এছাড়াও ১৪ হাজার ১৫৪ জনের নাম বিচারাধীন বলে উল্লেখ রয়েছে। এই কেন্দ্রে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের আগে ভোটারের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৬ হাজার ২৯৫ জন। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর দেখা গেল ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ২০১ জন। এছাড়াও ১৪ হাজারেরও বেশি ভোটার বিচারাধীন বলে উল্লেখ রয়েছে। ফলে তাঁরা ভোট দিতে পারবেন কি না তা নিয়ে এখনও সংশয় রয়েছে।



ওরে লাগল যে দোল... শনিবার কলকাতা ময়দানে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

# রাজ্যসভায় ঘাসফুলের মনোনয়নপত্র প্রস্তুত

**কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** আগামী বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় নির্বাচনের জন্য তৃণমূলের ৪ প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করবেন। ওইদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। ইতিমধ্যেই ৪ প্রার্থীর প্রত্যেকের তিন সেট করে মনোনয়নপত্র তৈরি করা হয়েছে। শুক্রবার রাতে ওই চারটি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে তৃণমূল। ওই প্রার্থীদের সমর্থনে ইতিমধ্যেই ১১ জন করে প্রস্তাবক মনোনয়নপত্রে সই করেছেন। বিধানসভায় তৃণমূলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষকে প্রার্থীদের কাছ থেকে বাকি কাগজপত্র সংগ্রহ করে মনোনয়নপত্রগুলি সম্পূর্ণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এপ্রিলেই রাজ্যসভায় রাজ্যের পাঁচটি আসন শূন্য হচ্ছে। বিধায়ক সংখ্যার বিচারে চারটি আসনে তৃণমূলের ও একটি আসনে বিজেপির জয় নিশ্চিত। বিজেপি একটি আসনে প্রার্থী দিলে ভোটাভুটির প্রয়োজন হবে না। কিন্তু তারা একাধিক আসনে প্রার্থী দিলে ১৬ মার্চ নির্বাচন হবে।

২ এপ্রিল রাজ্যসভার প্রার্থী ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকেত গোখলে, সুব্রত বক্সী, মৌসম বেনজির নূর ও বিকাশ

**দাখিল ৫ মার্চ**

ভট্টাচার্যের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। যদিও মৌসম বেনজির নূর জানুয়ারিতেই তৃণমূল ছাড়ার সময় রাজ্যসভার পদ থেকেও ইস্তফা দেন। রাজ্য পুলিশের বহু বিতর্কিত প্রাক্তন ডিজি রাজীব কুমার, সুপ্রিম কোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী, রাজ্যের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ও অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিককে এবার তৃণমূল প্রার্থী করছে। যতৃণমূলের প্রতি চরম আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবেই তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠানো হচ্ছে বলে অনেকে মনে করলেও তৃণমূলের দাবি, এই প্রাক্তন আমলাকে রাজ্যসভায় পাঠিয়ে দলের কণ্ঠস্বর আরও জোরালো করার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে, কোয়েলও রাজ্যসভায় জয়ী হলে তাঁকে বিধানসভা নির্বাচনে তারকা প্রচারক হিসেবে রাজ্যজুড়ে প্রচার করতে নামানো সম্ভব হবে। গ্রামাঞ্চলে কোয়েলের জনপ্রিয়তাকেই কাজে লাগানো তৃণমূলের প্রধান লক্ষ্য।

তৃণমূলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ বলেন, ‘বিধানসভার সচিবালয়ে আমাদের ৪ প্রার্থী একসঙ্গে মনোনয়নপত্র দাখিল করবেন। দলের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকবেন। বাংলার স্বার্থে সমাজের সমস্ত স্তরের প্রতিনিধিদের রাজ্যসভায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তাঁদের জয়ী করাই আমাদের সকলের উদ্দেশ্য।’

# সিপিএমের কমিটিতে যায়নি শামিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** বিধানসভা নির্বাচনের আগে বামপন্থী আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ রীতিমতো অস্বস্তিতে ফেলেছে সিপিএমকে। রাজ্যের আইনি আঙিনায় গত কয়েক বছরে যে কয়েকটি নাম অত্যন্ত পরিচিত হয়ে উঠেছিল, তার মধ্যে ফিরদৌস অন্যতম। বিশেষ করে শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় তাঁর ভূমিকাও চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁরই চেম্বারের এক জুনিয়ার তরুণী আইনজীবী তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ দায়ের করেছেন হেয়ার স্ট্রিট থানায়। ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ৭৪, ৭৫, ৭৯, ৩৫১(২) ও ১২৬(২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁর বয়ান রেকর্ড করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, সিপিএমের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটির কাছে এখনও পর্যন্ত অভিযোগপত্র তদন্তের জন্য যায়নি। তবে বিষয়টি নিয়ে কৌশলী পথে হাঁটছে সিপিএম।

শামিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর দলের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এর আগেও সিপিএমের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে। তারই মধ্যে ফিরদৌসের মতো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বস্তি বাড়িয়েছে আলিমুদ্দিনের। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি এই অভিযোগ নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করেছেন কি না। যদিও তিনি বলেছেন, ‘আপনারা বড় বড় করে লিখে দিলেই হল। দলের মেম্বার হতে হবে তো।

কুণাল ঘোষের কথায় তো সিপিএম চলবে না।’ অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটির সদস্য কণীনিকা ঘোষ বোস জানিয়েছেন, ‘আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত এই সংক্রান্ত কোনও অভিযোগপত্র আসেনি।’ এদিকে পুলিশ এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, আপাতত কিছুদিন পর অভিযোগের পালটা আইনি পদক্ষেপেরও পরিকল্পনা করছেন শামিম। তবে বিষয়টি নিয়ে যে সিপিএম শামিমের থেকে কিছুটা দূরত্ব রচনা করতে চাইছে তা স্পষ্ট।

# নারীর নিরাপত্তায় কলকাতায় পিঙ্ক বুথ

**কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** আধুনিক নগরায়ণে নারীদের অবাধ বিচরণ ও কর্মক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে বেড়েছে তাঁদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা। তাই নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শহরে দু’টি নতুন প্রক্রিয়া চালু করল কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য সরকার। শনিবার থেকেই পিঙ্ক বুথ ও পিঙ্ক মোবাইল পরিষেবা চালু হয়েছে। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়গুলিতে পিঙ্ক বুথ বসছে। প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চালু থাকবে। শহরে আমার বোনেরা যে কোনও সাহায্যের জন্য পিঙ্ক বুথের মাধ্যমে মহিলা অফিসারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন।’

দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মেট্রোপলিটান শহরগুলিতে পিঙ্ক বুথ চালু রয়েছে। নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। তেমনই শহর কলকাতার কর্মব্যস্ত জীবনে নারীরাও স্বনির্ভর। কিন্তু রাতের একাকী কলকাতায় বারবার নিরাপত্তার প্রশ্ন ঘুরে-ফিরে এসেছে। এদিন শ্যামবাজারে পিঙ্ক বুথের উদ্বোধন করেছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার। গড়িয়াহাট, রাসবিহারী, পার্ক সার্কাস, মধ্য কলকাতা সহ শহরের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আপাতত পিঙ্ক বুথ থাকছে। বুথের দায়িত্বে থাকবেন অন্তত একজন করে পুলিশ আধিকারিক ও ৩ থেকে ৫ জন মহিলা পুলিশকর্মী। রাতে কোনও মহিলা বিপদে পড়লে তিনি পিঙ্ক বুথে গেলে মহিলা পুলিশরাই তাঁকে সংশ্লিষ্ট থানায় নিয়ে যাবেন। মধ্যরাত পর্যন্ত মহিলা পুলিশের টহলদার বাহিনী ‘মোবাইল পেট্রোল টিম’ রাস্তায় থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এই বাহিনীগুলির নামকরণ করেছেন। কোনও মহিলা বিপদে পড়লে টহলদার গাড়ি ছুটে যাবে সেখানে। সিপি বলেন, ‘প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রী, ফোন, সিসিটিভি, মহিলাকর্মীদের পোশাক পরিবর্তনের জায়গা সহ সব সুবিধা রয়েছে। বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক তথ্য, হাসপাতালের খোঁজ উল্লেখ করা রয়েছে। মহিলারা বাড়ি ফেরার সময় যেসব রাস্তা ব্যবহার করেন, প্রাথমিকভাবে সেইসব রাস্তায় গাড়ি থাকছে রাত ৮টা থেকে ২টো পর্যন্ত। পরিস্থিতি অনুযায়ী সময় পালটানো হবে।’

# রাজ্য পুলিশে ফের রদবদল

**কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** ফের রাজ্য পুলিশে রদবদল করা হল। শনিবার সন্ধ্যায় এই রদবদলের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন। হাওড়ার জয়েন্ট সিপি পদ থেকে কে শবরী রাজকুমারকে সিআইডির ডিআইজি পদে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সিআইডির ডিআইজি পদে থাকা গৌরব লালকে হাওড়ার জয়েন্ট সিপি পদে পাঠানো হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের এডিজি পদে থাকা অশোক প্রসাদকে সাইবার সেলের এডিজি পদে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সাইবার সেলের এডিজি পদে থাকা বিশাল গর্গকে পশ্চিমাঞ্চলের এডিজি করা হয়েছে। রাজ্য ট্রাফিক পুলিশের আইজি পদে থাকা সুকেশ জৈনকে উত্তরবঙ্গের আইজি করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডিআইজি সৈয়দ ওয়াকার রাজাকে জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি করা হয়েছে। রায়গঞ্জ রেঞ্জের ডিআইজি সুধীরকুমার নীলাকান্তমকে মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডিআইজি পদে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি নিম্বলকর সন্তোষ উত্তমরাওকে রায়গঞ্জ রেঞ্জের ডিআইজি করা হয়েছে।

# তৃতীয় লিঙ্গের সংখ্যা কমল চূড়ান্ত তালিকায়

**কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** শেষমেশ রাজ্যের এসআইআর প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত তালিকা এদিন পেশ করল নির্বাচন কমিশন। এই তালিকায় ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ জন বাদ পড়েছেন। এর মধ্যে ২৯ জন তৃতীয় লিঙ্গ। যোগ হয়েছে ফর্ম-৬ এবং ফর্ম-৮ এর মাধ্যমে মোমট ৯ জন। রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তৃতীয় লিঙ্গের সংখ্যা কমল। একইসঙ্গে পুরুষ ও মহিলার অনুপাত একই রইল। শনিবার রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। তার নিরিখে এই তথ্য উঠে এসেছে।

এবার ভোটার তালিকার এসআইআর পর্বে তৃতীয় লিঙ্গের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে জোরদার দাবি উঠেছিল। তাঁদের তরফে একটি প্রতিনিধি দল সিইও দপ্তরে এসে ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম যাতে অন্তর্ভুক্তি হয়, সেই দাবি জানানো হয়। তাঁদের দাবির বিষয়টি নিয়ে কমিশনও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিল। সাধারণ লিঙ্গের পুরুষ ও মহিলাদের পাশাপাশি তৃতীয় লিঙ্গের জনসংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। সেই নিরিখে ভোটার তালিকায় তাঁদের অন্তর্ভুক্তি ও সঠিক প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন রয়েছে বলে কলকাতায় জাতীয় ভোটার দিবসের অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। কিন্তু এত কাঠখড় পুড়িয়েও শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত তালিকায় তাঁদের সংখ্যা কমল। কমিশনের দেওয়া তথ্যই বলছে, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের সময় রাজ্যের ভোটার তালিকায় তৃতীয় লিঙ্গের সংখ্যা ছিল ১৪০২। এদিন কমিশনের প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৩৮২। অন্যদিকে খসড়া তালিকা ও চূড়ান্ত তালিকায় পুরুষ ও মহিলার সাধারণ লিঙ্গের অনুপাত কোনও পরিবর্তন হয়নি। খসড়া তালিকায় এই সংখ্যা ছিল ৯৫৬। চূড়ান্ত তালিকাতেও তারই পুনরাবৃত্তি দেখা গিয়েছে।

# পিলখানার খুনে তদন্তে সিআইডি

**কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার পিলখানা এলাকায় প্রোমোটার খুনের তদন্তভার পেয়েছে সিআইডি। শনিবার দুপুরে সিআইডির তদন্তকারী দল ঘটনাস্থলে যায়। সেখানকার পরিস্থিতি সরেজমিন খতিয়ে দেখে তারা। তবে এখনও মূল অভিযুক্ত হারুন খান ও তার সহযোগী রাফাকত হোসেন পলাতক। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, তাদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

পিলখানা কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট। তাদের জেরা করে বৌবাজার এলাকায় তল্লাশিতে যান তদন্তকারীরা। সেখানে এক ধৃতের বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও দু’টি ম্যাগাজিন উদ্ধার হয়। নিহত প্রোমোটারের দাদা জাহির খান জানিয়েছেন, সিআইডি তদন্তভার পাওয়ায় তাঁরা খুশি। অপরাধীরা দ্রুত ধরা পড়বে বলে আশা করছি।

# শূন্য থেকে শুরু করার লড়াইয়ে কতটা প্রস্তুত বামেরা?

**ভোট-পাখি**

**কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** ৩৪ বছরের অজেয় দুর্গ পতনের পর থেকেই বঙ্গ রাজনীতিতে সিপিএমের গ্রাফ ক্রমশ নিম্নমুখী। দীর্ঘ এক দশক ধরে প্রাসঙ্গিকতা ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মরিয়া লড়াইয়ে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট গত কয়েক বছরে একটি সুচিন্তিত কৌশল নিয়েছিল। তা হল—পুরনো, চেনা মুখগুলোকে সরিয়ে রেখে তরুণ রক্তকে সামনের সারিতে নিয়ে আসা। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, সৃজন ভট্টাচার্য, দীপ্সিতা ধর বা প্রতিকউর রহমানদের মতো তরুণ তুর্কিরাই হয়ে উঠেছিলেন বামেদের নতুন অক্সিজেন। কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানোর সেই অক্সিজেন সিলিন্ডারেই এবার বড়সড় লিক। ঘাসফুল শিবিরে তরুণ নেতা প্রতিকউর রহমানের যোগদান শুধু একজন ব্যক্তির দলবদল নয়, এটি সিপিএমের দীর্ঘমেয়াদি ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্নে একটি জোরদার মনস্তাত্ত্বিক ধাক্কা।

প্রতিকউর ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের বিরুদ্ধে লড়ে হেরেছিলেন। তাঁর নিজস্ব জনাধার বা রাজনৈতিক ওজন এমন কিছু নয় যে তাঁর দলত্যাগে রাতারাতি তৃণমূলের ভোটবাক্স উপচে পড়বে। কিন্তু রাজনীতির আসল খেলাটা হয় পারসেপশন বা ধারণায়, আর ঠিক সেখানেই বাজিমাত করেছে শাসকদল। শিক্ষিত, সংখ্যালঘু এক তরুণ বাম মুখকে দলে টেনে তৃণমূল বুঝিয়ে দিল, বিজেপির আগ্রাসী হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সংখ্যালঘুদের কাছে তারাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য বিকল্প। অন্যদিকে, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের গলায় শোনা গেল আক্ষেপ, ‘এভাবে কর্মীকে হারানো নিজের সন্তান হারানোর মতো।’ অস্বস্তি আরও বাড়িয়েছে প্রতিকউরের একটি মন্তব্য। দল ছাড়ার সময় তিনি বলে গিয়েছেন, ‘এটা তো ট্রেলার, পুরো সিনেমা এখনও বাকি!’ অর্থাৎ, আগামী দিনে দলে আরও ভাঙনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।





গত কয়েক বছরে বামেদের ভোটব্যাংকের ওঠানামা রীতিমতো রোলারকোস্টারের মতো। ২০১৬ সালে প্রায় ২০ শতাংশ ভোট থেকে একুশের বিধানসভায় তা নেমে এসেছিল ৪.৭৩ শতাংশে, আসন সংখ্যা হয়েছিল শূন্য। এরপর ২০২২ সালের পুরভোটে (১৪ শতাংশ) বা ২০২৩ সালের পঞ্চায়েতে (২১ শতাংশ) বামেদের ভোট কিছুটা বাড়ায় দলের অন্দরে একটা আশার আলো দেখা গিয়েছিল। কিন্তু চব্বিশের লোকসভায় ফের রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হতে হয় তাদের। ভোট সামান্য বেড়ে ৬ শতাংশের ঘরে পৌঁছোলেও, আসন সেই শূন্যই থেকে যায়। এই পরিস্থিতিতে সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। সেখানে খাতা খোলাই এখন আলিমুদ্দিনের কাছে এভারেস্ট জয়ের সমান। তার ওপর এবার গত এক দশকের দোসর কংগ্রেসও পাশে নেই। হাত শিবিরের একলা চলার সিদ্ধান্তে লড়াইটা হতে চলেছে পুরোদস্তুর চতুর্মুখী।

এই মুহূর্তে বাংলার রাজনীতি কার্যত দ্বি-মেরু। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমোহিনী প্রকল্প এবং সুচতুর বাঙালি আবেগের মিশেল। অন্যদিকে বিজেপির কড়া হিন্দুত্বের মেরুকরণ। এই দুই প্রবল স্রোতের মাঝখানে সিপিএমের লড়াইটা অত্যন্ত কঠিন। কর্মসংস্থান, দুর্নীতি বা শিক্ষার বেহাল দশার মতো রুটি-রুজির আসল প্রশ্নগুলো তুলে ধরেও তারা আইডেন্টিটি পলিটিক্স বা পরিচয়ের রাজনীতির তীব্র ডামাডোলে সাধারণ ভোটারের কাছে পৌঁছতে পারছে না।

আর ঠিক এখানেই দলের নীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে খোদ অন্দরেই। সংখ্যালঘু ভোট টানতে গিয়ে সিপিএমের মতো ক্যাডার-ভিত্তিক দল কি তবে আদর্শের সঙ্গে আপস করছে? একুশের নির্বাচনে আইএসএফের সঙ্গে জোট করা নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। সম্প্রতি বিতর্কিত নেতা হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে মহম্মদ সেলিমের বৈঠক সেই বিতর্কে নতুন করে ঘি ঢেলেছে। যে নেতা প্রকাশ্যে একটি বাবরি মসজিদের রেপ্লিকার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, তাঁর সঙ্গে বামেদের সখ্য দলের ভেতরেই অনেককে ক্ষুব্ধ করেছে। প্রতিকউরের দল ছাড়ার পেছনেও এই মতাদর্শগত বিচ্যুতি অন্যতম কারণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

তরুণ ও পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির নেতারা বামেদের রাতারাতি হয়তো ভোট বৈতরণী পার করে দিতে পারবেন না, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তাঁদের থাকাটা ভীষণ জরুরি ছিল। নীতি এবং ভোট-অঙ্কের এই দড়ি টানাটানিতে আলিমুদ্দিন যদি সঠিক দিশা না পায়, তবে শুধু নতুন মুখের প্রলেপ দিয়ে দলের সাংগঠনিক কঙ্কালসার চেহারাটা যে আর ঢাকা সম্ভব নয়, তা প্রতিকউরের প্রস্থান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

### কোচবিহার থেকে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার সূচনা

# আজ শিলিগুড়িতে নীতিন

**নীতেশ বর্মন ও শিবশংকর সূত্রধর**

**শিলিগুড়ি ও কোচবিহার, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** পরিবর্তন সংকল্প যাত্রাকে কেন্দ্র করে পদ্ম শিবিরে বর্তমানে ব্যস্ততা তুঙ্গে। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন এই যাত্রার সূচনা করবেন। রবিবার তিনি দিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামবেন। সেখান থেকে তিনি হেলিকপ্টারে কোচবিহারে গিয়ে সেখানে এক জনসভায় শামিল হবেন। পরিবর্তন যাত্রার জন্য একটি বাস শিলিগুড়ি হয়ে শনিবার কোচবিহারের উদ্দেশে রওনা দেয়। সূত্রের খবর, বিলাসবহুল বাসটিকে রথের আদলে সাজানো হতে পারে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে নেতাদের বক্তব্য দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। ভিনরাজ্য থেকে বাসটি আনা হয়েছে বলে গুঞ্জন ছড়ালেও মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের দাবি সেটা এ রাজ্যেরই।

কোচবিহারের কর্মসূচি সেরে রবিবারই শিলিগুড়িতে ফিরে নীতিন সুকনা এলাকার একটি চা রিসর্টে থাকবেন। শিলিগুড়ির জেলা নেতৃত্বকে নিয়ে তিনি সেখানে একটি বৈঠক করবেন। দলীয় সূত্রে খবর, এলাকায় দলের শক্তি নিয়ে তিনি সেখানে খবরাখবর নিতে পারেন। রথযাত্রাকে সফল করতে কী করণীয়, কোথায় কোন নেতার উপস্থিতি প্রয়োজন, সে ব্যাপারেও বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে। প্রার্থী ঘোষণার আগে স্থানীয় স্তরের প্রতিক্রিয়াও তিনি সুকৌশলে জেনে নিতে পারেন বলে দলীয় সূত্রে খবর।

কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে বিজেপির মেগা সভাকে কেন্দ্র করে শনিবার চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলে। ওদিনই আবার এসএসসি পরীক্ষাও রয়েছে। ফলে পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য পুলিশের তরফে বাড়তি নজরদারি রাখা হবে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বেলা ২টোয় হেলিকপ্টারে কোচবিহার বিমানবন্দরে নামবেন। এরপর রাসমেলা মাঠে জনসভায় অংশ নিয়ে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার সূচনা করবেন। গ্রামগঞ্জ থেকে কর্মীদের আসার ক্ষেত্রে তৃণমূল হামলা চালাতে পারে বলে পদ্ম নেতাদের আশঙ্কা। দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেছেন, 'তৃণমূল আমাদের উপর আক্রমণ করলে আমরা চুপ করে বসে থাকব না।'

পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার শুরুতে মূল ট্যাবলো থাকবে। যেটি রথের আদলে তৈরি করা হবে। এছাড়াও আরও আটটি প্রচার ট্যাবলো রাখা হবে। কর্মীরা মোটরবাইক নিয়ে সংকল্প যাত্রায় অংশ নেবেন। সকাল ১১টায় বিজেপির জেলা নেতৃত্ব মদনমোহনবাড়িতে পুজো দেবে। এরপর বেলা ২টো থেকে রাসমেলা মাঠে সভার কাজ শুরু হবে। প্রথম দিন অর্থাৎ রবিবার সংকল্প যাত্রার সূচনার পর সেটি রাসমেলা মাঠ থেকে গুঞ্জবাড়ি পর্যন্ত যাবে। এরপর দোল উৎসবের জন্য বন্ধ থাকার পর ৫ মার্চ থেকে ফের শুরু হবে। সেদিন খাগড়াবাড়ি দিয়ে শীতলকুচিতে পৌঁছাবে। সেখানে একটি সভা হওয়ার পর মাথাভাঙ্গা হয়ে কোচবিহারে ফিরে আসবে। ৬ মার্চ ঘুঘুমারি, জিরানপুর, বলরামপুর, তুফানগঞ্জ হয়ে সেটি আলিপুরদুয়ারে প্রবেশ করবে। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বিজেপির এই সংকল্প যাত্রা দিনহাটা ও সিতাইয়ে যাবে না।


কোচবিহারে সভাস্থল খতিয়ে দেখছেন বিধায়করা। শনিবার। -জয়দেব দাস

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক মঙ্গল পান্ডে এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর এদিন বাগডোগরায় নামেন। শমীক রবিবার কোচবিহারে যাবেন। বাকিরা এদিনই গিয়েছেন। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেন, 'মাঝে রঙের উৎসব থাকায় অনেকেই ব্যস্ত থাকবেন। সে কারণেই সংকল্প যাত্রাকে কেন্দ্র করে এমন সূচির ব্যবস্থা করা হয়েছে।' তবে দলের একাংশের দাবি অনুযায়ী, রথযাত্রায় ভিড় হওয়া নিয়ে নেতৃত্বের মধ্যে সংশয় রয়েছে। সেই কারণেই সংকল্প যাত্রাকে কেন্দ্র করে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না বলে দলীয় কর্মীদের কানাঘুষো শুরু হয়েছে।

২ মার্চ ইসলামপুর শহরে পরিবর্তন যাত্রার সূচনা করা হবে। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ বলেন, 'ইসলামপুর শহর থেকে এই রথ বেরোবে। গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, করণদিঘি, রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ এবং কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা এলাকা হয়ে তারপর তা দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রবেশ করবে।'

# তিন আসনে কংগ্রেসের দাবিদার বহু

### একাধিক নামে আবেদন, সুপারিশ

**সাগর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** বামেদের হাত ছেড়ে কংগ্রেস একা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিতেই দার্জিলিং জেলার সমতলের শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়ার লড়াইয়ে অনেক নাম প্রদেশ নেতৃত্বের কাছে জমা পড়ছে। যদিও ভোটের টিকিট কাদের ভাগ্যে জুটবে তা সময় বলবে। দার্জিলিং (সমতল) জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের তরফে যেমন পছন্দের প্রার্থীদের নাম পাঠানো হয়েছে, তেমন বেশ কয়েকজন নেতা প্রার্থী হতে চেয়ে নিজেরাই নাম পাঠিয়েছে বলে খবর।

সূত্রের খবর, প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব শিলিগুড়িতে দলের একমাত্র কাউন্সিলার সুজয় ঘটককে শিলিগুড়ি আসনে প্রার্থী করতে চাইছে। কিন্তু সুজয় শিলিগুড়ি থেকে প্রার্থী হতে চাইছেন না। এর অন্যতম কারণ কংগ্রেসের দুর্বল সংগঠন। এদিকে, সুজয় প্রার্থী হওয়ার জন্য দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস (সমতল) সভাপতি সুবীন ভৌমিকের নাম প্রস্তাব করেছেন। শংকর মালাকার কংগ্রেসে থাকাকালীন সুজয়ের সঙ্গে সুবীনের ঠান্ডা লড়াইয়ের কাহিনী সকলেরই জানা। সুজয় যে দলের মধ্যে নিজস্ব 'লবি' গড়ে রেখেছেন তা কান পাতলেই শোনা যায়।

প্রার্থী হওয়া নিয়ে সুজয়ের বক্তব্য, 'আমি চাই সুবীন ভৌমিক শিলিগুড়ি থেকে প্রার্থী হোন। সভাপতি এবার নির্বাচনে লড়াই করুক সেটাই চাইছি। আমি অনেক নির্বাচনে লড়েছি। আর নির্বাচনে লড়তে চাই না।' সুজয়ের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সুবীন অবশ্য বলছেন, 'প্রদেশ নেতৃত্বের কাছে নাম পাঠানো হয়েছে। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সবদিক বিচার করে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করবে। আমি ভোটে দাঁড়াতে চাই না। সংগঠনের লোক, সংগঠন করতে চাই।'

এদিকে, ২০১১ ও '১৬ সালের নির্বাচনে ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে জিতেছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সুনীল তির্কি। তবে '২১-এর নির্বাচনে ওই কেন্দ্রে বিজেপির দুর্গা মুর্মুর কাছে পরাস্ত হন তিনি। এবারের নির্বাচনে সুনীলের মেয়ে নবনীতা তির্কির নাম প্রদেশ নেতৃত্বের কাছে প্রার্থীর জন্য জমা পড়েছে। পাশাপাশি ওই কেন্দ্রে লড়াইয়ের জন্য অভিরাজ সুব্বা নামে আরও এক কংগ্রেস নেতার নাম জমা পড়েছে বলে খবর। সুনীলের কথায়, 'দল যাকে মনে করবে তাঁকে প্রার্থী করবে। আমি অনেকবার ভোটে লড়াই করলাম। যেই প্রার্থী হবে তাঁর জন্য প্রচার করব। দল অনেক কিছু দিয়েছে, এবার ফিরিয়ে দেওয়ার পালা।'

**প্রদেশ নেতৃত্বের কাছে নাম পাঠানো হয়েছে। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সবদিক বিচার করে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করবে।**

**সুবীন ভৌমিক**
*দার্জিলিং (সমতল) জেলা কংগ্রেস সভাপতি*

অন্যদিকে, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্র থেকে মাধব সিংহ রায় ও অমিতাভ সরকারের নাম প্রদেশ নেতৃত্বের কাছে গিয়েছে বলে খবর। অমিতাভর দাবি, আগে সংগঠন শক্তিশালী করতে জোর দেওয়া হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'প্রতিদিন বৈঠক করছি। বিশেষ করে চা বাগানের শ্রমিকদের একত্রিত করে বৈঠক হচ্ছে। তৃণমূল যাতে সেই শ্রমিকদের ভয় দেখিয়ে চাপ সৃষ্টি করতে না পারে, তাই বৈঠকের কথা গোপন রাখা হচ্ছে। প্রার্থী দল ঠিক করবে। যে প্রার্থী হবে তাঁর জন্য লড়াই করব।'

## চোপড়ায় প্রকাশ্যে 'ঘাসফুলের' অন্তঃকলহ

**চোপড়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** দলের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ না করা এবং দলবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত থাকার জন্য ১৮ ফেব্রুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের চোপড়া ব্লক কমিটির সহ সভাপতি জাকির আবেদিনকে শোকজ করা হয়। জাকির শনিবার শোকজের উত্তর দেন। উত্তরের চিঠিটি তিনি এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন জাকির। জাকির ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ এবং বিধায়ক হামিদুল রহমানের বিরুদ্ধে দলে একনায়কতন্ত্র এবং পরিবারতন্ত্র চালানোর অভিযোগ তোলেন।

জাকির বলেন, 'গত এক বছরে দলের কোনও কর্মসূচিতে ডাক পাইনি। আমাকে দলের অঞ্চল কমিটির কোনও দায়িত্বেও রাখা হয়নি। দলের ব্লক কমিটির কার্যকলাপের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে দলীয় সমস্ত পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে এদিন ব্লক সভাপতির কাছে ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছি।' এর পরে আরও বিস্ফোরক অভিযোগ করেন জাকির। তিনি বলেন, '২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে টাকার বিনিময়ে টিকিট দেওয়া হয়েছে। ব্লক সভাপতির স্ত্রী এবং বিধায়কের ছেলেকে জেলা পরিষদের টিকিট পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিরোধী দলের লোকেদের টিকিট দেওয়া হয়েছিল। এটা অনৈতিক নয়? পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদারদের কাছ থেকে ১৮ শতাংশ কাটমানি নেওয়া হয়। সেই টাকা কার কাছে যায়? দলের ভেতরে চলা একনায়কতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্র এবং বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে জেলা সভাপতিকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।'

এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলা কমিটির সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'আমার এই বিষয়ে কিছু জানা নেই। ওঁর ইস্তফার ব্যাপারটিও আমার জানা নেই।'

হামিদুল বলেন, '২০১৮ সালের পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনের সময় দলবিরোধী কাজ করার জন্য ওঁকে তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছিল। এখনও উনি দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। দলের কাছে সব খবর আছে। সম্ভবত রবিবার ওঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে।' কাটমানি প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন, 'ঠিকাদারদের হয়তো কাজ বাবদ ঠিকাদার অ্যাসোসিয়েশনকে কিছু চাঁদা দিতে হয়। সব ব্লকেই এই সিস্টেম আছে।'



- ব্লক সভাপতি ও বিধায়কের বিরুদ্ধে দলে একনায়কতন্ত্র চালানোর অভিযোগ
- টাকার বিনিময়ে ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের টিকিট দেওয়া হয়েছিল বলে তোপ জাকিরের
- বিধায়ক এবং ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ

ব্লক সভাপতি বলেন, 'হোয়াটসঅ্যাপে এদিন ওর চিঠি পেয়েছি। শোকজ করা হয়েছে, তাই এখন দলের বিরুদ্ধে আবোল-তাবোল বকছে। রাজ্য নেতৃত্ব দলের প্রার্থী ঠিক করেন। তাই ও যেসব অভিযোগ করছে সব মিথ্যে।'

শাসকদলের অন্তঃকলহ প্রসঙ্গে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি অসীম বর্মন বলেন, 'ভোটের মুখে তৃণমূলের ভেতর ভাঙন শুরু হয়েছে। আমরা বহু আগেই এই অভিযোগ তুলেছিলাম। এখন ওদের দলের লোকও একই কথা বলায় এটাই প্রমাণ হয় যে আমাদের অভিযোগ সত্যি ছিল।'

## নয়া সাজে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস

**শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** ভোটের আগে নবরূপে সেজে উঠল তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস। শনিবার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের হাত ধরে টার্মিনাসে একে একে উদ্বোধন হল ওয়েটিং রুম, ডর্মিটরি রুম ও ক্যাফেটেরিয়া। এছাড়াও এদিন পর্যটকদের জন্য বিশেষ সহযোগী বুথের শিলান্যাস হয়েছে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান বলেন, 'সবুজের হাতছানি সহ পর্যটকদের সমস্ত ধরনের সহযোগিতার জন্য আমরা এই বুথ করছি।' তিনি বলেন, 'পাহাড়ের জন্য ১০টি বাস সাধারণ যাত্রীদের নিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করবে। এছাড়াও দুটো বাস টার্মিনাসে রাখা হবে। যেটা শুধুমাত্র পর্যটকদের জন্য থাকবে। পর্যটকরা পাহাড়ে যাওয়ার জন্য এলেও কোথাও কিছু বুকিং না করে এলে, আমরা তাঁদের গন্তব্যে ওই বাসের মাধ্যমে পৌঁছে দেব।' এক্ষেত্রে এই পরিষেবা অনেকটাই যে চ্যার্টার্ড বাস পরিষেবার মতো হতে চলেছে, সেটা পরিষ্কার। এদিন পর্যটকদের জন্য একটি এসি বাসেরও উদ্বোধন করা হয়।

**স্মার্ট কার্ড পরিষেবা চালুর ঘোষণা**

অন্যদিকে, এদিন শিলিগুড়ি ডিভিশনের জন্য স্মার্ট কার্ড পরিষেবা শুরুর কথাও ঘোষণা করেন চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, 'এই স্মার্ট কার্ড পরিষেবা পাওয়ার জন্য আশি টাকা লাগবে। এরপর সর্বনিম্ন ৩০০ টাকায় টপআপ করতে হবে। ৩০০ টাকায় টপআপ করলে ৩৩০ টাকার সুবিধা পাবেন যাত্রীরা।'

এদিন শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি ও বিধাননগরে নিয়মিত যাতায়াতকারী তিনজন যাত্রীর হাতে স্মার্ট কার্ড তুলে দেওয়া হয়। নিগমের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, এপ্রিল মাস থেকে এই পরিষেবা শুরু হবে।



অদম্য।। ইসলামপুরের চোপড়াঝাড়ে ছবিটি তুলেছেন আনসাদ চৌধুরী।

## ধৃত মাদক কারবারি

**খড়িবাড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** মালদা থেকে নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে মাদক হাতবদল করতে এসে শুক্রবার রাতে গ্রেপ্তার হলেন এক দুষ্কৃতী। ধৃত মহম্মদ রফিকুল মালদা জেলার কালিয়াচকের বাসিন্দা। ধৃতকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন রামধনজোত এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ে ২-তে সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করে। তল্লাশি চালাতেই অভিযুক্তের কাছ থেকে ২টি ছোট প্লাস্টিকের বাক্স থেকে ২০৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়।

# সন্ধ্যায় মশার উপদ্রবে ঘরবন্দি মানুষ


নতুন অধিবেশন কক্ষে পুরনিগমের বোর্ড মিটিং। শনিবার। -সঞ্জীব সূত্রধর

**রাহুল মজুমদার**

**শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** সন্ধে নামলে বাড়ির বাইরে টেকার জো নেই। বাড়ির ভেতরে দরজা-জানলা বন্ধ করে থাকতে হচ্ছে। মশার উপদ্রবে সকলে অতিষ্ঠ। সন্ধের পর বাচ্চাদের পার্কে নিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছেন অভিভাবকরা। বয়স্কদের সন্ধ্যার পর হাঁটাচলা শিকেয় উঠেছে। গত বছর শহরে ডেঙ্গি অন্য বছরের তুলনায় কিছুটা কম ছিল। গত বছর মশার উপদ্রবও কিছুটা কম ছিল। কিন্তু এই বছর সন্ধ্যার পর মশার উপদ্রবে এক জায়গায় পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকা দায়। অভিযোগ, মশার উপদ্রব বাড়লেও শহরে সেভাবে রাসায়নিক স্প্রে করা হচ্ছে না। নিকাশিনালাগুলিও পরিষ্কার করা হচ্ছে না। কিন্তু পুরসভার এদিকে কোনও হুঁশ নেই।

শনিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৯তম বোর্ড মিটিং ছিল। সেই বোর্ড মিটিংয়ে বিরোধীরা শহরের বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা এবং মশার উপদ্রব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সিপিএম কাউন্সিলার দীপ্ত কর্মকার এবং বিজেপি কাউন্সিলার বিবেক সিং এদিনের মিটিংয়ে এই সমস্যার সমাধান কবে হবে তা জানতে চান। দীপ্ত বলেন, 'শহরের একাধিক নিকাশিনালার অবস্থা খুব খারাপ। মশার উপদ্রবে মানুষ টিকতে পারছে না।' বিবেকের বক্তব্য, 'মশার জন্য সন্ধ্যার পর বাইরে কোথাও এক মুহূর্ত বসা যায় না। ঘরেও টেকা দায় হয়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে এসে অভিযোগ করছেন।'

এই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে বলেন, 'বিরোধীদের কাজ বলা। নিকাশিনালা পরিষ্কার হচ্ছে কি না, তা রাস্তায় বের হলেই বোঝা যাবে। মশার উপদ্রব কমানোর জন্য নিয়মিত রাসায়নিক স্প্রে করা হচ্ছে।'

শহরের কয়েকটি নিকাশিনালায় মাসের পর মাস ধরে আবর্জনা জমতে জমতে প্রায় বুজে যাওয়ার জোগাড়। নিকাশিনালাগুলি যেন মশা প্রজননের আদর্শ আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে। পুরনিগমের সার্বিক ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ মেলে পুরনিগমের ১৪টি সংযোজিত ওয়ার্ডের দিকে তাকালে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকার সংযোজিত ওয়ার্ডগুলির অবস্থা এককথায় শোচনীয়। শহরতলির এই এলাকাগুলিতে পরিকল্পিত নিকাশি ব্যবস্থা বলে কিছু নেই বললেই চলে। যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা ঝোপঝাড় ও জমে থাকা জলে মশার উপদ্রব বেড়েছে।

## একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস

**নকশালবাড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** ভোট আসতেই চা বাগান এলাকায় নজর শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের! শনিবার মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ হাসপাতাল, পানীয় জলপ্রকল্প সহ ক্রেশ নির্মাণের শিলান্যাস করেন। এদিন নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত, হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েত, নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় চার কোটি টাকার কাজের শিলান্যাস করা হয়। মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের আশাপুর চা বাগানে একটি ক্রেশ ও ১০ বেডের হাসপাতালের শিলান্যাস করেন সভাধিপতি। এই দুটি কাজে বরাদ্দ করা হয়েছে ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের কিরণচন্দ্র চা বাগানে একটি ক্রেশ নির্মাণের শিলান্যাস করা হয়। এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ তোতারামজোত, স্টেশনপাড়া, ফাকনাজোত, ফুটানি মোড়ে সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলপ্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়।

### উত্তর দিনাজপুর জেলা শিক্ষা মহলে ক্ষোভ

# বন্ধ হস্টেলে নেশার আসর

**মহম্মদ আশরাফুল হক**

**চাকুলিয়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** তৈরির ১৫ বছর কেটে গিয়েছে। আজও চালু হয়নি মনোরা হাইস্কুলের বয়েজ হস্টেল। ফলে সেটা এলাকায় 'ভূতুড়ে বাড়ি' নামে পরিচিতি পেয়েছে। চারদিক ছেয়েছে আগাছায়। সন্ধ্যা নামলেই শুরু হয় ভূত থুড়ি দুষ্কৃতীদের আনাগোনা। মদের আসর বসে, জুয়া খেলা চলে রাতভর।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নজরদারির অভাবের কারণেই দুষ্কৃতীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে হস্টেলটি। উত্তর দিনাজপুর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দেবাশিস সমাদ্দার বলেন, 'মনোরা হাইস্কুলের বয়েজ হস্টেল সম্পর্কে এই মুহূর্তে আমার কিছু জানা নেই। কেন এত দিন বন্ধ রয়েছে তার খোঁজখবর নেওয়া হবে। প্রয়োজনে পদক্ষেপ করা হবে।'

২০১০-১১ অর্থবর্ষে নির্মাণকাজ শেষ হয়। কিন্তু দেড় দশকেও চালু হয়নি। সরকারি তহবিল থেকে ৯৮ লক্ষ টাকা খরচ করে দোতলাবিশিষ্ট হস্টেলটি তৈরি হয়েছিল। অভিযোগ, স্কুল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের টানাপোড়েনের জেরেই চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। অভিযোগ এও, স্কুল কর্তৃপক্ষ উদাসীন, ফলে প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যেতে পারত। হস্টেলের জানলা, দরজা আর বিদ্যুতের সরঞ্জাম চুরি গিয়েছে। চাকুলিয়া ব্লক কংগ্রেসের নেতা আবু কালাম আজাদ বলছিলেন, 'একসময় স্কুলের সুনাম ছিল। এখন পড়াশোনার মান পড়েছে। প্রায় সবাই কোচিংয়ের ওপর নির্ভরশীল। স্কুল কর্তৃপক্ষকে বারবার বলার পরেও হস্টেল চালু করতে পারেনি।' শিরশি ও চাকুলিয়া হাইস্কুলের হস্টেল চললে, মনোরায় কেন হল না, প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।



- স্কুল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের টানাপোড়েনে ১৫ বছরে চালু হয়নি হস্টেল
- পরিত্যক্ত হস্টেলে বসে মদ ও জুয়ার আসর, ভিড় জমাচ্ছে বিহারের দুষ্কৃতীরা
- পুলিশি নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা, দাবি উঠছে হস্টেল চালুর

**মনোরা হাইস্কুলের বয়েজ হস্টেল সম্পর্কে এই মুহূর্তে আমার কিছু জানা নেই। কেন এত দিন বন্ধ রয়েছে তার খোঁজখবর নেওয়া হবে।**

**দেবাশিস সমাদ্দার**
*উত্তর দিনাজপুর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)*

যদিও মনোরা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাকের বক্তব্য, 'স্কুলে প্রায় ১, ৫০০ জন পড়ুয়ার জন্য শিক্ষক মাত্র ৮ জন। শিক্ষক ঘাটতির মধ্যেও হস্টেলটি চালুর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পারিনি স্কুল থেকে হস্টেলটি পাঁচশো মিটার দূরে হওয়ায় পড়ুয়ারা সেখানে থাকতে চায় না বলে।' তাঁর দাবি, পরিত্যক্ত অবস্থায় না রেখে ভোকেশনাল কোর্সের প্রশিক্ষণকেন্দ্র খোলার প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু স্থানীয়দের আপত্তিতে তা হয়নি।

স্থানীয় আশিফ রেজার আক্ষেপ, 'এই স্কুলে বিহারের পড়ুয়ারাও রয়েছে। তবে আগের তুলনায় সংখ্যা অনেকটাই কমেছে। আশপাশে উর্দুমাধ্যম স্কুলের সংখ্যা কম থাকায় এই এলাকার পাশাপাশি চৌকায়, ভাগলপুর, নিজামপুরের পড়ুয়ারা এখানে আসছে। তাই হস্টেলের প্রয়োজনীয়তা ভীষণরকম।' স্থানীয় রঞ্জিত দাসের অভিজ্ঞতায়, 'সন্ধ্যার পর হস্টেলে দুষ্কৃতীদের আনাগোনা বেড়ে যায়। হস্টেলটি বিহার লাগোয়া হওয়ায় ওই রাজ্যের দুষ্কৃতীরাও আসে। পুলিশের কোনও নজরদারি নেই।'

স্থানীয়দের দাবি, এখানকার পরিস্থিতি যুবসমাজকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। রাতে হস্টেলের কাছ দিয়ে গেলে ভয় লাগে, এড়িয়ে চলেন মহিলারা। শিক্ষা ব্যবস্থার বড় ব্যর্থতা হিসেবে দেখছে শিক্ষা মহল।

# গাড়ির ধাক্কা, মৃত্যু ৪ মহিলা শ্রমিকের

**হাসিমারা, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** বাগান বন্ধ রয়েছে প্রায় আড়াই মাস ধরে। পেটের তাগিদে পাশের বাগানে ঠিকাশ্রমিকের কাজ করতে যাওয়ার সময় রাস্তায় দ্রুতগতির ছোট গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল ডুয়ার্সের বন্ধ ভার্নোবাড়ি চা বাগানের চার মহিলা শ্রমিকের। গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হয়েছেন ওই বাগানেরই আরও তিন মহিলা শ্রমিক। শনিবার সকালে এমনই মর্মান্তিক ঘটনায় স্তব্ধ ভার্নোবাড়ি চা বাগান তথা গোটা হাসিমারার বাসিন্দারা। মৃতদের মধ্যে বেরথা খড়িয়া ও পুষ্পা দোরজি ভার্নোবাড়ি বাগানের কাইলা লাইনের বাসিন্দা। মৃত অগাস্টিনা মুন্ডা ধনবাহাদুর লাইনের ও রজনী ওরাওঁ বাগানের আনন্দ লাইনের বাসিন্দা। জখম হয়েছেন লক্ষ্মী পাসোয়ান, চুনু খড়িয়া ও সাবি খড়িয়া। ঘটনার পর স্থানীয় ও পুলিশকর্মীরা জখমদের উদ্ধার করে কালচিনির লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক চারজনকে মৃত ঘোষণা করেন। জখমদের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

যে গাড়ির ধাক্কায় এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল সেই গাড়িটিকে চালক সহ জয়গাঁর সুমসুমি বাজার এলাকায় আটক করেছে পুলিশ। ধৃত সাহিল কংসবণিক অসমের বাসিন্দা। জয়গাঁ থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে রবিবার আলিপুরদুয়ার কোর্টে তোলা হবে।

বাগান সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দু'সপ্তাহ ধরে ভার্নোবাড়ি বাগানের কর্মহীন একদল শ্রমিক পার্শ্ববর্তী বিচ চা বাগানে ঠিকাশ্রমিকের কাজ করছিলেন। শনিবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ দুই বাগানের মাঝে থাকা ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের পাশ দিয়ে বিচ বাগানে কেউ সাইকেলে, কেউ হেঁটে কাজে যাচ্ছিলেন। রাস্তার পাশ দিয়ে সারি বেঁধে শ্রমিকরা যাওয়ার সময় জয়গাঁর দিকে যাওয়া ছোট গাড়িটি বেপরোয়া গতিতে একের পর এক শ্রমিককে ধাক্কা মারে। একদম শেষের শ্রমিক সাইকেল সহ গাড়িতে আটকে যান। সেই অবস্থায় প্রায় ১০০ মিটার হিঁচড়ে যাওয়ার পর ওই শ্রমিক মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আরও কিছুটা দূরে গিয়ে তাঁর সাইকেলটি রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে। এমন মারাত্মক দুর্ঘটনার পরেও গাড়ির চালক দ্রুতগতিতে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ।

ঘটনার প্রতিবাদে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে দুর্ঘটনাস্থলে অবরোধ শুরু করেন ক্ষুব্ধ চা বাগানের শ্রমিকরা। গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করার দাবি সহ বাগান বন্ধ থাকায় এমন মর্মান্তিক ঘটনার জন্য শ্রমিকরা পরোক্ষভাবে বাগান কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেন। শ্রমিকদের দাবি, বাগান খোলা থাকলে এতগুলো তরতাজা প্রাণ হয়তো হারাত না। শ্রমিকদের সামলাতে জয়গাঁ থানা, হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়ি সহ জেলার বিভিন্ন থানার পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে দ্রুত চলে আসেন। ততক্ষণে ভুটান ও জয়গাঁগামী সড়ক পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বেলা ১টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার ডেপুটি শ্রম কমিশনার গোপাল বিশ্বাস সেখানে পৌঁছে মৃত শ্রমিকের সরকারি ক্ষতিপূরণ ও বাগান সোমবার খোলার আশ্বাস দিলে বেলা আড়াইটে নাগাদ শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেন।


মাকে হারানোর পর ভাবলেশহীন আকাশ।।

আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার অমিতকুমার সাউ চার শ্রমিকের মৃত্যু ও তিন শ্রমিক জখমের খবর নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, 'ওই এলাকার পুলিশকর্মী মোতায়েন করে সড়কের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও দ্রুত সেখানে আলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে পুলিশ সবরকম পদক্ষেপ করছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা তথা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সুলেমান মিয়াঁ বলেন, 'সকালে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। শ্রমিকরা রাস্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ১০ নম্বর এলাকার যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের কাছাকাছি পিছন থেকে ছোট গাড়িটি একের পর এক শ্রমিককে পিষে দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। মুহূর্তে আর্ত চিৎকারে ভরে ওঠে এলাকা। রক্তে ভেসে যায় সড়ক। দ্রুত জখমদের উদ্ধার করে কয়েকজনকে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করি আমরা।'

# জমি হাতাতে মরিয়া ‘দাদারা’

**দুটি পাতা একটি কুঁড়ির সবুজ নয়, রুক্ষ্ম-ধূসর এখন চোপড়ার বিস্তীর্ণ প্রান্তর। যেখানে একসময় একের পর এক চা বাগান তৈরি হয়েছিল প্রচুর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা জাগিয়ে। সিন্ডিকেটরাজের সুবাদে সেখানকার বাতাসে এখন শুধুই হাহাকার ও আক্ষেপ। দ্বিতীয় কিস্তি**

অরুণ ঝা

**চোপড়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** চা পাতা আর কেউ তোলে না। বদলে বালি তোলা হয়। চা পাতাবোঝাই ট্রাক বা ট্র্যাক্টর-ট্রলির বদলে বালিভর্তি ট্রলির অবাধ যাতায়াত। অথচ দাসপাড়ায় পিরসাহেবের মোড় পার হলে যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই চা গাছ। জয়পুরা গ্রামকে বাঁ পাশে ছেড়ে কিছুটা এগিয়ে গেলে চন্দন টি এস্টেটের সীমানা শুরু। নামে চা বাগান, কিন্তু সবুজ গালিচা ফিকে। অযত্নে পড়ে থাকা মৃতপ্রায় চা গাছ ও ধন্দেগছ গ্রামে ঢোকার রাস্তার ঠিক উলটো দিকে কালচে ও বিবর্ণ হয়ে আসা চন্দন টি ফ্যাক্টরির সিমেন্টের নামফলকটি এলাকায় দুর্নীতি ও তাতে রাজনৈতিক যোগসাজশের নীরব সাক্ষী। চা বাগান কর্তৃপক্ষের একাংশ ও রাজনৈতিক দাদাদের কর্মকাণ্ডের দাপট এমনই যে, স্থানীয় মানুষের কথা বলতেও ভয়।

বাইরের লোককে বিশ্বাসই করেন না কেউ। ফ্যাক্টরির নামফলকের বিবর্ণ বোর্ডের ছবি তুলে পিছন ফিরতেই ধেয়ে এল প্রশ্ন, ‘কে আপনি? কী করছেন এখানে?’ লোকটির এক পা সাইকেলের প্যাডেলে। কথা শুরু করতে ভয় ছেয়ে গেল তাঁর চোখে-মুখে। কোনওক্রমে জানা গেল, নাম আশরাফুল হক। পাশেই ধন্দেগছ গ্রামে বাড়ি।

একসময় চন্দন টি এস্টেটে কাজ করতেন। দুর্নীতিতে ছিবড়ে হয়ে যাওয়া বাগানটি প্রায় তিন বছর

*বালাবাড়ি গ্রামে কর্মহীন চা শ্রমিকরা। -সংবাদচিত্র*

আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আশরাফুল অন্য একটি বাগানে কাজ পেলেও ধন্দেগছের অনেকে এখন পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিনরাজ্যে। কথা বলতে বলতে পাশে এসে দাঁড়ানো আবদুল কাশেম স্পষ্ট করেই বললেন, ‘রাজনৈতিক দাদাদের দৌরাত্ম্যে এই হাল।’

বাগান বন্ধ করেও শান্তি হয়নি রাজনৈতিক দাদাদের। আবদুলের কথায়, ‘বাগানটার জমি দখল করার চেষ্টা কম হয়নি।’ জমি অবশ্য স্থানীয়দেরই। ধন্দেগছ, অম্বিকানগর, বালাবাড়ি ইত্যাদি গ্রামের বাসিন্দাদের। বাগান কর্তৃপক্ষের হাতে জমি তুলে দিয়ে শ্রমিক হয়েছিলেন তাঁরা। বাগান বন্ধ থাকায় কাজ নেই, জমি ফিরে পাওয়া কঠিন। তার মধ্যে জমি হাতিয়ে নিতে সক্রিয় রাজনৈতিক চক্র।

বামফ্রন্ট আমলে ছিল শাসকদলের নেতাদের যোগসাজশে বাগানের লভ্যাংশ তছনছ করার ঘটনা। তৃণমূল জমানায় তা আরও বাড়ে। মালিকপক্ষ ভেতরের গণ্ডগোল টের পাওয়ার আগে বাগান লাটে উঠে যায়। তারপর বাগান বন্ধ হলে শুরু হয় জমি দখলের তোড়জোড়। বালাবাড়ির পত্রিক টোপ্পো বলেন, ‘তলে তলে এখনও মরিয়া চেষ্টা চলছে বাগানের জমি হাতানোর।’

আবদুল বলেন, ‘নেহাত শ্রমিকদের ঐক্য আছে এখানে। তাই শত চেষ্টা করেও বাগানের জমিতে এখনও দাঁত ফোটাতে পারেননি কেউ।’ যদিও চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানের বক্তব্য, ‘চন্দন বাগানটি বন্ধ হয়ে আছে ঠিকই। তবে বাগানের জমি দখলের নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ নেই।’ বিধায়কের দাবির উলটো ছবি তিন কিলোমিটার পথ এগিয়ে বালাবাড়ি গেলে। আবদুল বলেছিলেন বটে, ‘বালাবাড়ি যান, সব টের পেয়ে যাবেন।’

যেখানে জং ধরা লোহার ছোট সেতু পার বলে নজরে পড়ে ভেরসা নদীতে অবাধে বালি খনন। কাছেই বিএসএফ ক্যাম্প। তার পাশে ৮০টি আদিবাসী পরিবারের বাস। কাজ না থাকায় গ্রামে তখন আড্ডা বাঁশ বাগানের পাশে। স্থানীয় ফিলমন এক্কা জানালেন, এই গ্রামের অন্তত ৬০টি পরিবারের ছেলেমেয়েরা সংসারের হাল ধরতে পরিযায়ী শ্রমিক হয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘বাগান বন্ধ হওয়ায় আমাদের এই দশা। আমার ১৭ বছরের ছেলেকে সিকিমে পাঠাতে বাধ্য হয়েছি।’

একই গ্রামের পত্রিক টোপ্পো ১৮ বছরের মেয়েকে দিল্লি পাঠিয়ে দিয়েছেন পরিচারিকার কাজ করতে। পত্রিক বলেন, ‘শখ করে আর তো আর মেয়েকে ভিনদেশে পাঠাইনি বাবু! পাঁচজনের পরিবার। বাঁচার তাগিদে পাঠাতে হয়েছে।’ সিমন লাকড়ার দাদা পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দিতে এখন বেঙ্গালুরুতে পরিযায়ী শ্রমিক। গ্রামের মালবিন কুজুর বললেন, ‘চলতি মাসে গ্রামের ১০ জন তরুণকে নিয়ে মহারাষ্ট্রের পুনেতে যাচ্ছি। কী করব বলুন? এখানে তো কাজ নেই।’

বছর পঁয়ষট্টির মাটিলদা কুজুরের মন্তব্য, ‘পেটের জ্বালা বড় জ্বালা রে বাবু। বাগানের বাবুরা বড়লোকদের সঙ্গে মিলে আমাদের ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে গেলেন। এখন সবাই গ্রামে পড়ে থাকলে খাব কী?’ রবিন লাকড়ার মুখে ম্লান হাসি। তাঁর কথাই যেন চন্দন চা বাগানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। রবিনের ভাষায়, ‘একসময় এই বাগানের ফুটবল টিম ছিল নামকরা। আমি টিম নিয়ে বহু জায়গায় খেলেছি। এখন আমরাই ফুটবল হয়ে গিয়েছি।’

আপনমনে খেলা।। *বালুরঘাটে শনিবার মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।*

## কমিশনের চূড়ান্ত তালিকা নিয়ে দিনভর উদ্বেগ

# ‘হৃদরোগী, তাই বাবাকে বলিনি’

সাগর বাগচী

**শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** তালিকায় নাম খুঁজতে সকাল থেকেই মোবাইল, সাইবার ক্যাফেতে আনাগোনা ছিল। দিনের শেষেও ঠিকঠাক সার্ভার কাজ না করায় এবং ফোনে বাফারিং হওয়ায় উদ্বেগ আরও বাড়তে থাকে। কিন্তু বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) শেষে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর সেখান থেকে নাম কেটে যাওয়ায় উদ্বেগ আরও বেড়েছে। এদিকে, নাম বাদ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

শিলিগুড়িতে অনেক ভোটারের নামের পাশে ‘ডিলিট’ লেখা থাকায় তাঁরা কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। কী কারণে নাম বাদ দিয়ে গিয়েছে, তাও স্পষ্ট নয় তাঁদের কাছে। শিলিগুড়ির ঝংকার মোড় সংলগ্ন টিউমলপাড়ার বাসিন্দা অনুদেব ভট্টাচার্যের নাম বাদ পড়েছে। অনুদেব একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। এসআইআর-এর শুনানিতে ডাক পেয়ে সেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় পাওয়া ঘরের শংসাপত্র দেখিয়েছিলেন। তাঁর মেয়ে স্নেহাশ্রী ভট্টাচার্য বলছেন, ‘বাবার হার্টের সমস্যা রয়েছে। নাম যে তালিকা থেকে বাদ চলে গিয়েছে, তা বাবাকে এখনও জানাইনি। বিষয়টি জানতে পারলে আতঙ্কিত হয়ে পড়তে পারেন। বাবা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পেয়েছিলেন। সেই শংসাপত্র দেখানোর পরও কী করে নাম বাদ চলে গেল বুঝতে পারছি না।’

- চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নামের পাশে ‘ডিলিট’ লেখা দেখে হতভম্ব শিলিগুড়ির অনেকেই
- গোটা বিষয়টিতে বড় ষড়যন্ত্র হয়েছে বলে মন্তব্য করেন মেয়র গৌতম দেব
- নাম বাদ গেলে নির্বাচন কমিশনে আবেদন করার পথ খোলা রয়েছে বলে দাবি বিধায়ক শংকর ঘোষের

রাজ্যের শ্রম দপ্তরে কর্মরত শিলিগুড়ির ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ১৭৭ নম্বর পার্টের ভোটার সুজয় সরকারের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। শুধু নাম বাদ নয়, সুজয়ের বাবা, মায়ের নাম পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সুজয় শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ জানাবেন বলে জানিয়েছেন। শনিবার রাতে বাঘা যতীন পার্কের সামনে দাঁড়িয়ে সুজয় বলেন, ‘কমিশনের চরম গাফিলতির জন্য আমার নাম বাদ চলে গেল। খসড়া তালিকায় আমার নাম, বাবা, মায়ের নাম সবকিছুই ঠিক ছিল। সেখানে আমার নাম বাদ দিয়ে, অভিভাবকদের নাম পরিবর্তন করে দেওয়া হল।’ সুজয়ের সংযোজন, ‘কী কারণে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল, সেটা আমাকে জানানো হয়নি। আমার মতো অনেকে যাঁরা এসআইআর শুনানিতে ডাক পেয়েছিলেন, তাঁরা নাম কেটে যাওয়ার কারণ জানতে পারবেন না।’

গোটা বিষয়টিতে বড় ষড়যন্ত্র হয়েছে বলে মন্তব্য করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তাঁর কথায়, ‘সব স্ক্রুটিনি করে দেখা হবে। কারও নাম বাদ দিতে দেব না।’ যদিও নাম বাদ যাওয়া নিয়ে পালটা তৃণমূলকে দুষেছেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি বলছেন, ‘নাম বাদ দেওয়ার পেছনে যদি কেউ ষড়যন্ত্র করে থাকে, তবে তা তৃণমূল প্রভাবিত সরকারি কর্মচারীরা করেছেন। নাম বাদ গেলেও নির্বাচন কমিশনে আবেদন করার পথ খোলা রয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা করব।’

## দুর্ঘটনায় মৃত্যু

**ইসলামপুর, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** শনিবার ইসলামপুর থানার রামগঞ্জের চিল্লাখানা এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় হোসেন আলি (২২) নামে এক তরুণের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রামগঞ্জ বাজার থেকে বাইকে বাড়ি ফিরছিলেন হোসেন। চিল্লাখানা এলাকায় পৌঁছাতেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুর্ঘটনায় তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করেন। তাঁকে রামগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

*বৃষ্টিভেজা শিলিগুড়ি শহর। শনিবার রাতে। ছবি : সুশান্ত পাল*

## সংক্রমণ কমায় স্বস্তি

**রাজগঞ্জ, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** শুক্রবার একসঙ্গে আটজনের শরীরে হেপাটাইটিসের সংক্রমণ মেলায় এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। তবে শনিবার সেই আশঙ্কার মেঘ অনেকটাই কেটে যায়। এদিন নতুন করে রক্তের কোনও নমুনা পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়নি। রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা আটজন সন্দেহভাজন রোগীর রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়। সেই পরীক্ষার রিপোর্টে দেখা গিয়েছে যে, প্রত্যেকের বিলিরুবিনের মাত্রা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে। তবে গত শুক্রবার হেপাটাইটিস এ ধরা পড়া পাঁচ বছরের এক শিশুকে এদিন রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে এই হাসপাতালে হেপাটাইটিসে আক্রান্ত মোট তিনজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

# কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ শুরু

*শিলিগুড়ি মহিলা কলেজে পৌঁছাল কেন্দ্রীয় বাহিনী। শনিবার। -সংবাদচিত্র*

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

**২৮ ফেব্রুয়ারি :** আঁটোসাঁটো নিরাপত্তায় প্রস্তুত নির্বাচন কমিশন। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হতেই শনিবার বিকেল থেকে রাস্তায় নেমে পড়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। শিলিগুড়ি থেকে ইসলামপুর, চোপড়া থেকে খড়িবাড়ি- সব জায়গাতেই ছবিটা ছিল এক।

কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী শনিবার রাতেই শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছায় এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। শনিবার শিলিগুড়ি থানা এলাকার জন্য এক কোম্পানি বাহিনী এসে পৌঁছেছে। তাঁদের শিলিগুড়ির মহিলা মহাবিদ্যালয়ে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে, নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকার জন্য প্রথম দফায় এক কোম্পানি এবং ৩০ জনের কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি দল শনিবার মধ্যরাতেই এনজেপি স্টেশনে এসে পৌঁছাবে। সেখান থেকে তাঁদের নিয়ে আসা হবে জাবড়াভিটা পলিটেকনিকে। সেখানেই তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এনজেপি এলাকায় বাকি বাহিনী ৮ মার্চ আসার কথা রয়েছে। আগামী সপ্তাহ থেকেই এই বাহিনী রুটমার্চ শুরু করে দেবে।

এদিন বিকেলে খড়িবাড়ি জেআর হিন্দি হাইস্কুলে এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসে। এই দলে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর একজন ইনস্পেকটর, ৩ জন এসআই এবং নয়জন এএসআই পদমর্যাদার অফিসার। ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রে ১৭,৩১৭ জন ভোটারের নথি যাচাই ও নিষ্পত্তি এখনও বাকি। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির গেরোয় এইসব ভোটারদের নিয়ে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়, সেজন্য প্রস্তুত নির্বাচন কমিশন। এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রবিবার থেকেই রুটমার্চ করবে বলে জানিয়েছেন খড়িবাড়ির ওসি মনতোষ সরকার। এদিকে খড়িবাড়ি ব্লক নির্বাচন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলের মধ্যেই ব্লকের ৯৮টি ভোট গ্রহণকেন্দ্রে ভোটারদের সুবিধার্থে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শনিবার বিকেলে মালবাজার থেকে ফাঁসিদেওয়ায় এসে পৌঁছায় এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। ওই জওয়ানদের ফাঁসিদেওয়ার লিচুবাগানের কৃষক বাজারে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সন্ধ্যায় রুটমার্চ করে বাহিনী। প্রশাসন সূত্রে খবর, রবিবার থেকেই ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানরা রুটমার্চ শুরু করতে পারেন।

শনিবার থেকে ইসলামপুরেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ শুরু হয়েছে। এদিন ইসলামপুরের বিডিও অফিসের সামনে থেকে রুটমার্চ শুরু হয়। চোপড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী চোপড়ায় পৌঁছেছে। রবিবার আরও এক কোম্পানি বাহিনী আসার কথা। চোপড়া, ঘিরনিগাঁও ও দাসপাড়া সহ একাধিক জায়গায় রুটমার্চ হয় এদিন।

## তালিকায় ক্ষোভ

**চোপড়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়াবাড়ি এলাকায় শনিবার সন্ধ্যায় ভোটার তালিকা ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম বিবেচনাধীন দেখে বিএলও-র বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন অনেকে। তা নিয়ে উত্তেজনা ছড়াতেই উপপ্রধান ও পুলিশ গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। উপপ্রধান জিল্লুর রহমান বলেন, ‘অম্বিকানগরের ৯০ নম্বর বুথের কিছু মানুষ ভুল বোঝাবুঝির জেরে বিএলও-র বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পুলিশের উপস্থিতিতে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়।’

## হাতির হানা

**নকশালবাড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** নকশালবাড়ি বেঙ্গাইজোত এলাকায় হানা দিল হাতি। একাধিক সর্ষেখেত তছনছ করে দিয়েছে হাতির দল। শুক্রবার গভীর রাতে দুই নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের পাশে বেঙ্গাইজোতে হাতির দলটি ঢুকে পড়ে। টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চল থেকে ১৬টি হাতি বেরিয়ে আসে বলে বন দপ্তর জানিয়েছে। এদিন জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় হাতির উপস্থিতি নিয়ে মাইকিং করা হয়। বন দপ্তরের তরফে আপাতত জঙ্গলে প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছে।

# পাহাড় অচলের হুঁশিয়ারি

শমিদীপ দত্ত

**শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** বিচার না পেলে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি সহ গোটা পাহাড় অচল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিল সেবক রোডে মর্মান্তিক ঘটনায় মৃত শংকর ছেত্রীর পরিবার। গত বুধবার রাতে শংকরকে পিষে দিয়েছিল একটি গাড়ি। ঘটনায় গত সোমবার দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির চালক দেবাংশু পাল চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। চারদিনের পুলিশ হেপাজত শেষে তাঁকে ফের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকাল থেকে সরগরম ছিল কোর্ট চত্বর। এদিন সকাল থেকেই মহকুমা আদালতের সামনের গেটে ভিড় করে বিচারের দাবি জানাতে থাকেন শংকর ছেত্রীর আত্মীয়রা। সেখানেই শংকরের আত্মীয় সংগীতা ভুজেল পাহাড় ও সমতল অচল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। অভিযুক্তের বাড়ির সামনেও আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এদিকে, এদিন দেবাংশুকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে শংকরের পরিবারের সদস্যরা মহকুমা আদালতের মূল গেটের সামনে হাজির হয়ে যান। এই পরিস্থিতিতে খুব সন্তর্পণে দেবাংশুকে আদালতের লক আপে ঢোকানো হয়। দেবাংশুকে হুডি পরানো ছিল। একটি সাধারণ গাড়ি নেওয়া হয়। গাড়ির সামনে পুলিশের বোর্ড সরিয়ে দেওয়া হয়। ভেতরে দেবাংশুর সঙ্গে সাদা পোশাকে

*বিচার চেয়ে আদালতের বাইরে অবস্থান শংকর ছেত্রীর পরিবারের।*

পুলিশকর্মীরা ছিলেন। সেসময়ে শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস শংকরের পরিবারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ঠিক তখনই গাড়িটি লক আপ রুমের মুখে চলে যায়। এজলাসের ভেতরে দেবাংশুর আইনীজীবীর সঙ্গে শংকরের পরিবারের পক্ষের আইনজীবীর উত্তেজনামূলক সওয়ালজবাব চলে।

শংকরের পরিবারের পক্ষে খাতায়-কলমে একজন আইনজীবী থাকলেও আরও তিন আইনজীবী দেবাংশুর বিরুদ্ধে সওয়ালজবাব করতে থাকেন। যা নিয়ে প্রতিবাদ করেন দেবাংশুর পক্ষের আইনজীবী। এরপরই কলকাতা হাইকোর্টে মুখ্যমন্ত্রীর সওয়ালজবাবের প্রসঙ্গ টেনে আনেন ওই আইনজীবীদের মধ্যে থাকা অনুপ সরকার। তিনি বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর সাধারণ মানুষ হিসেবে সওয়ালজবাব করেছিলেন। আমরাও সেই বিষয়টাকেই তুলে ধরি।’ অনুপের কথায়, ‘দেবাংশুর পক্ষের আইনজীবী দাবি করেছিলেন, এটা নিছক একটা পথ দুর্ঘটনা। অভিযোগপত্রে খুনের প্রসঙ্গ লেখা নেই। আমরা প্রশ্ন তুলি, নিছক পথ দুর্ঘটনা হলে ওই তরুণ ঘটনাস্থল থেকে এক কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে থাকা পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে গিয়ে কেন আত্মসমর্পণ করলেন না? দুর্ঘটনার পর কেন গাড়ি দাঁড় করালেন না? আসলে এটা কোল্ড ব্লাডেড ক্রাইম।’

দেবাংশুর পক্ষের আইনজীবী চিন্ময় সাহা বলেন, ‘পুরো বিষয়টা একটা সাধারণ পথ দুর্ঘটনা। কিন্তু দেখানো হচ্ছে, ইনটেনশন নিয়ে করা হয়েছে। যদিও লিখিত অভিযোগ কিংবা এখনও পর্যন্ত পুলিশি তদন্তে সেটা উঠে আসেনি। সেই কারণে আমরা বেলের দাবি করেছিলাম। তবে বিচারক দেননি। আগামী মাসের ১৩ তারিখ ফের শুনানি আছে।’

এদিকে, শুক্রবার রাতে এক ব্যক্তি শংকরের দিদি মানু ছেত্রীকে হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ। মানু বলেন, ‘রাতে আমি বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ মুখ ঢাকা এক তরুণ এসে নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দেয়। এরপরই হুমকির সুরে বলে, আজকে আমরা যেন আদালতে না আসি।’ খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ করেছে পরিবার।

## তালিকায় নেই বিডিও’র নাম

**ময়নাগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডুর নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ায় প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রসেনজিৎ আলিপুরদুয়ার শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তাঁর বুথ নম্বর ১২/২১১। তবে ঠিক কী কারণে তাঁর নাম বাদ পড়ল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে জানতে বিডিও’র সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

## সংঘর্ষে জখম ৫

**চোপড়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাঞ্জিরি এলাকায় শনিবার সকালে জমি নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মহম্মদ খায়রুল ও মইনুদ্দিনদের মধ্যে আনারস বাগানের বিতর্কিত জমি নিয়ে সংঘর্ষের আকার নেয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় দু’পক্ষের ৫ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ৪ জনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# পরিযায়ীদের ফেরাতে ব্যস্ত তৃণমূল-বিজেপি

নীতেশ বর্মন

**শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া চালুর পর থেকেই উদ্বেগে রয়েছেন পরিযায়ী শ্রমিক ও তাঁর আত্মীয়রা। তালিকায় নাম থাকলেও উদ্বেগ কাটছে না অনেকের। এবার ভোট না দিলে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে আশঙ্কাও করছেন কেউ কেউ। আর এমন সব আশঙ্কা, উদ্বেগ থেকেই এবারের ভোটটা যাতে বাদ না যায়, সেকথা পরিবারের তরফে ভিনরাজ্যে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের জানানো হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ভোটের আগে পরিযায়ীদের ফিরিয়ে আনতে মরিয়া রাজনৈতিক দলগুলি। দার্জিলিংয়ে কমবেশি দশ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক আছেন। কাজেই পরিযায়ীদের ভোটদান অনেক কেন্দ্রে ভোটের অঙ্কে হেরফের ঘটাতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ভোটের মুখে পরিযায়ীদের ঘরে ফেরাতে এখন জোর টক্কর বিজেপি এবং তৃণমূলের। পরিযায়ীদের পরিবারকে খুঁজে তাঁদের বোঝাতে এলাকায় ঘুরবেন বলে ঠিক করেছেন কোনও কোনও রাজনৈতিক নেতা। আবার সরাসরি পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে ঠিক করেছেন কোনও কোনও নেতা। কারও উদ্দেশ্য যাতায়াত ভাড়া দিয়ে হলেও ঘরে ফেরানো।

মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে শুরু করে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির মতো জেলাগুলিতে ইতিমধ্যে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন বিজেপি নেতারা। তাঁরা পরিবারের কাছ থেকে ফোন নম্বর জোগাড় করছেন। কেউবা সেখান থেকেই শ্রমিকদের ফোন করছেন। বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলছেন, ‘বেঙ্গালুরু, চেন্নাইয়ে বিজেপি সরকার। সেখানকার উন্নয়ন দেখেছেন পরিযায়ীরা। কাজেই সেরকম উন্নয়ন তাঁরাও চান। সেটা বোঝাতেই পরিযায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা হচ্ছে।’

*ছবি : এআই*

তবে বিজেপির অভিযোগ, এ রাজ্যে কাজ নেই। তাই বাধ্য হয়ে ভিনরাজ্যে কাজে যেতে হচ্ছে। পালটা তৃণমূলের দাবি, বিজেপি শাসিত বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে চাকরির খোঁজে এ রাজ্যে চাকরির পরীক্ষা দিতে আসছেন অনেক তরুণ। প্রচুর ভিনরাজ্যের শ্রমিক এ রাজ্যে কাজ করেন। পরিযায়ীদের জন্য প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য সরকার। তাতে প্রত্যেক জেলা থেকে কয়েক হাজার করে আবেদন জমা পড়েছে।

তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়ের কথায়, ‘অনেক পরিযায়ী শ্রমিকই ঘরে ফিরতে চেয়ে যোগাযোগ করছেন। আমরা তাঁদের ঘরে ফেরাতে সাহায্য করব।’

চেন্নাইয়ে নির্মাণ শ্রমিকের কাজের সঙ্গে যুক্ত কোচবিহারের পরিমল বর্মন বলছেন, ‘ভোটের সময়ে ঘরে ফেরাতে নেতারা যোগাযোগ করছেন। এবার ভোট দেওয়ার আগ্রহ রয়েছে আমারও।’

এদিকে, দার্জিলিং জেলা সিপিএমের সম্পাদক সমন পাঠক বলছেন, ‘আমরা ক্ষমতায় ফিরে রাজ্যে কাজ দিতে চাই, যাতে ভিনরাজ্যে যেতে না হয় রাজ্যের মানুষকে। সেই দাবিতেই পরিযায়ীরা ভোট দেবেন বলে আমরা আশাবাদী।’ আর দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সুবীন ভৌমিকের বক্তব্য, ‘পরিযায়ীদের নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে। আমরা চাই ঘরে ফিরে তাঁরাও ভোটে অংশ নিক।’

**সায়েন্স ফিকশনের জল্পনা পেরিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে প্রযুক্তির এই ক্রমবিবর্তনের পরবর্তী ধাপ—'আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স' বা এজিআই নিয়ে বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। বর্তমানের সীমাবদ্ধ এআই-এর বিপরীতে, এজিআই মানুষের মতোই বহুমুখী ও স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা রাখবে। উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের আধুনিকায়ন থেকে শুরু করে জাতীয় অর্থনীতির আইটি পরিকাঠামো—সর্বত্রই এই প্রযুক্তি আনতে পারে আমূল রূপান্তর। তবে একইসঙ্গে কর্মসংস্থান ও নিয়ন্ত্রণের মতো গুরুতর চ্যালেঞ্জও তৈরি হতে পারে। প্রযুক্তির এই জোয়ারে ভেসে না গিয়ে, সুপরিকল্পিত শিক্ষা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে একে আত্মস্থ করাই হবে আগামীর মূলমন্ত্র। পরিবর্তন অনিবার্য, এখন কেবল আমাদের প্রস্তুতির পালা।**

# হয়তো সবল করবে রুগ্ন চা শিল্পকেও

**ইন্দ্রনীল দত্ত**

গত শতাব্দীর সায়েন্স ফিকশন বা কল্পবিজ্ঞানের গল্পে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার স্বপ্ন আমরা দেখেছি, তা আজ আর কোনও কল্পনা নয়, বরং দৈনন্দিন এক অনিবার্য বাস্তব। বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা এখন বিপুল হারে কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটছে কেবল এআই-এর উৎকর্ষের কারণে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে প্রচলিত এআই প্রযুক্তি কেবল ইতিহাস হয়ে যাবে, যার স্থান দখল করবে 'আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স' বা এজিআই। জেমস ক্যামেরুনের বিখ্যাত 'টার্মিনেটর' সিরিজের রোবটগুলোর উদ্দেশ্য ছিল একমাত্রিক। বর্তমানে আমরা যে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করি, সেটিও মূলত সেই একমাত্রিক কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে। কোনওটি ছবি সম্পাদনায় দক্ষ, কোনওটি আবার মিউজিক কম্পোজিশনে পটু। কিন্তু এজিআইয়ের ধারণাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অনেক বেশি বিস্তৃত, যা কেবল যন্ত্রের প্রাক-নির্ধারিত সীমাবদ্ধতায় আটকে থাকবে না।

## ডোমেইন-মুক্ত বুদ্ধিমত্তা ও অসীম সক্ষমতা

এজিআই কোনও নির্দিষ্ট ডোমেইনে সীমাবদ্ধ থাকবে না। মানুষের মস্তিষ্ক যেমন একইসঙ্গে গাড়ি চালানো, সাঁতার কাটা বা কবিতা লেখার মতো ভিন্নধর্মী দক্ষতায় পারদর্শী হতে পারে, এজিআইও ঠিক তেমনটিই। যদি আপনার কাছে একটি এজিআই সিস্টেম থাকে, তবে সে নিজে থেকে দাবা খেলার কৌশল আয়ত্ত করে গ্র্যান্ড মাস্টার পর্যায়ের দক্ষতা দেখাতে পারবে। পরক্ষণেই তাকে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শের দায়িত্ব দিলে সে চিকিৎসাশাস্ত্রের যাবতীয় তথ্য পড়ে ও বিশ্লেষণ করে দক্ষ চিকিৎসকের মতো রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের পথ বাতলে দেবে। অর্থাৎ, এজিআই-কে আলাদা করে নতুন কোনও কাজের জন্য বারবার প্রোগ্রামিং করতে হবে না; সে সময়ের প্রয়োজনে নিজেই নিজেকে শিখিয়ে নেবে। এই স্বয়ংক্রিয় শেখার ক্ষমতা ও সর্বজনীন দক্ষতা প্রযুক্তির জগতের সবচেয়ে বড় বিপ্লব হয়ে উঠতে চলেছে।

## অভিজ্ঞতার সেতুবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণের জটিল সমীকরণ

মানুষের বুদ্ধিমত্তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অর্জিত জ্ঞানের স্থানান্তর। পাড়ার ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন হিসেবে অর্জিত নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা যেমন অফিসের জটিল টিম পরিচালনায় কাজে লাগানো যায়, এজিআইও তেমনি একটি ক্ষেত্রের জ্ঞান অন্য ক্ষেত্রে ব্যবহারের অসামান্য সক্ষমতা অর্জন করবে। বর্তমানের সাধারণ এআই-এর এই ক্ষমতা নেই। এই জায়গাটিতেই বিশেষজ্ঞরা অশনিসংকেত দেখছেন। তাঁদের আশঙ্কা, মানুষ যে পদ্ধতিতে চিন্তা ও চেতনাকে শানিত করে, এজিআই যদি সেই পদ্ধতি পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পারে, তবে অদূরভবিষ্যতে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের পক্ষে কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। মানুষ যখন আর যন্ত্রের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে না, তখন তা কেবল একটি প্রযুক্তির ত্রুটি নয়, বরং সভ্যতার অস্তিত্ব সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

## রুগ্ন চা শিল্পের পুনরুজ্জীবনে এজিআই-এর ভূমিকা

আমাদের উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হল চা শিল্প। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে নানা প্রতিকূলতায় এই শিল্প আজ অনেক সমস্যায়। এজিআই হয়তো এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলতে পারবে। এজিআই কেবল তথ্য বিশ্লেষণ নয়, বরং চা বাগানের মাটির স্বাস্থ্য, আর্দ্রতা, সূর্যালোক এবং কীটপতঙ্গের উপদ্রব সংক্রান্ত হাজারো ফ্যাক্টরকে রিয়েল-টাইমে বিশ্লেষণ করতে পারবে। ঠিক কোন সার বা কীটনাশক নির্দিষ্ট কোন খণ্ড জমিতে প্রয়োগ করলে ফলন সর্বোচ্চ হবে বলে সে জানাতে পারবে। আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা বিশ্লেষণ করে কখন কোন ধরনের চা (ব্ল্যাক, গ্রিন বা স্পেশালিটি টি) উৎপাদন করা লাভজনক হবে, সে বিষয়ে এজিআই বাগান মালিকদের একেবারে নির্ভুল ব্যবসায়িক দিশা দিতে সক্ষম। শুধু তাই নয়, শ্রমিকদের কাজের ধরন ও উৎপাদনশীলতা পর্যালোচনার মাধ্যমে সে এমন এক কর্মপদ্ধতি তৈরি করে দিতে পারে, যা অপচয় কমাবে এবং চা শিল্পের লাভের মুখ দেখাবে। এজিআই-এর এই পূর্বাভাসভিত্তিক বিশ্লেষণ কেবল বাগানের ফলন বাড়াবে না, বরং বিপণন ব্যবস্থায় বিপ্লব এনে উত্তরবঙ্গের এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

## সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

মুদ্রার উলটো পিঠও আছে। বিশেষজ্ঞদের আরেকটি অংশ মনে করছেন, এজিআই মানবসভ্যতার অনেক দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান নিয়ে আসবে। চিকিৎসাবিজ্ঞান, জলবায়ু পরিবর্তন রোধ কিংবা মহাকাশ গবেষণার মতো জটিল ক্ষেত্রগুলোতে এজিআই যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে পারে। সৃজনশীল কাজকর্মেও এটি শিল্পীদের জন্য আরও শক্তিশালী এক সহযোগী হিসেবে কাজ করবে, যা আখেরে মানবসভ্যতারই কল্যাণ বয়ে আনবে। পর্যটনশিল্পের প্রসারে পর্যটকদের পছন্দ-অপছন্দ বিশ্লেষণ করে কাস্টমাইজড ভ্রমণ পরিকল্পনা তৈরি করা থেকে শুরু করে স্থানীয় হস্তশিল্পের বিশ্বব্যাপী প্রচার- সবই হবে এজিআই-এর আঙুল হেলনে।

## আগামীর হাতে উত্তর

তাহলে এজিআই কবে নাগাদ আমাদের জীবনে যুক্ত হচ্ছে? গুগল ডিপমাইন্ডের সিইও ডেমিস হাসাবিস দাবি করেছেন, আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যেই আমরা এর বাস্তব রূপ দেখতে পাব। যদিও অনেকের মতে এটি একটু অতি-আশাবাদী বক্তব্য এবং কিছুটা বেশি সময় লাগতে পারে। তবে মূল বিষয়টি হল, বিশ্বের বড় বড় প্রযুক্তি সংস্থা এজিআই নিয়ে যে গবেষণায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাই সময়টা আজ হোক বা কাল, এজিআই

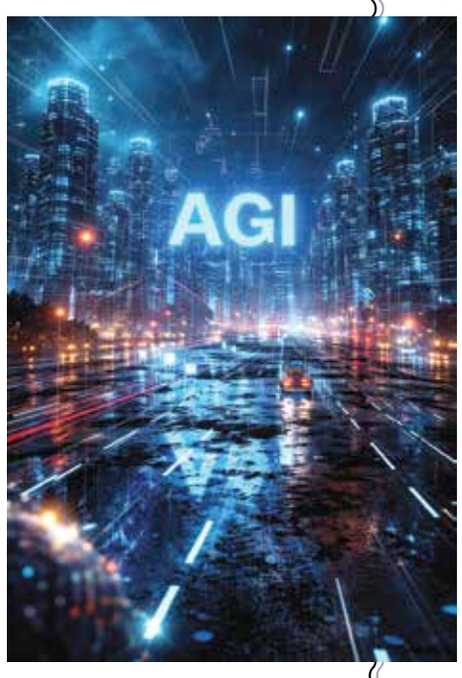


আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। সেই দিনটিই নির্ধারিত করবে, এজিআই সত্যিই মানবসভ্যতার উন্নয়নের হাতিয়ার হয়ে উঠবে নাকি এটি সভ্যতার সবচেয়ে বড় সংকট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। আমরা কি প্রযুক্তির এই নতুন জোয়ারে ভেসে যাব, নাকি একে নিয়ন্ত্রণ করে উন্নতির পথে এগিয়ে নেব- সেই উত্তরটি কেবল সময়ের গর্ভেই লুকিয়ে আছে।

*(লেখক অক্ষরকর্মী)*

# ভারতীয় অর্থনীতিতে সংকট নাকি রূপান্তরের সূচনা?

**সোমা দে সরকার**

কল্পবিজ্ঞানের চলচ্চিত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একসময় ছিল মানুষের কল্পনার বিস্তার মাত্র। কিন্তু গত কয়েক বছরে সেই প্রযুক্তিই বাস্তব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। চিকিৎসা নির্ণয় থেকে আর্থিক লেনদেন, অনলাইন পরিষেবা থেকে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা—সব ক্ষেত্রেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই তার কার্যকারিতা প্রমাণ করেছে। এখন প্রযুক্তিবিদরা আরও এক ধাপ এগিয়ে 'আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স' বা এজিআই-এর সম্ভাবনার কথা বলছেন। এই প্রযুক্তির লক্ষ্য হল মানুষের মতো শেখা, যুক্তি করা এবং নতুন পরিস্থিতিতে নিজে থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করা। অর্থাৎ এটি কেবল পূর্বনির্ধারিত নির্দেশ পালন করবে না, বরং নতুন সমস্যার সমাধান নিজেই খুঁজে নিতে পারবে। প্রযুক্তির এই অগ্রগতি কেবল একটি বৈজ্ঞানিক সাফল্য নয়, বরং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে—যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কর্মসংস্থান, উৎপাদনশীলতা এবং বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষমতার ভারসাম্য। শিল্পবিপ্লব যেমন উৎপাদনের পদ্ধতি বদলে দিয়েছিল, তেমনি এই বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রযুক্তি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির কাঠামোকেও নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারে।

## ভারতীয় আইটি শিল্প : অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ

ভারতের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান শক্তি হল তথ্যপ্রযুক্তি খাত। বছরে ২০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি সফটওয়্যার ও প্রযুক্তি পরিষেবা রপ্তানি করে এই শিল্প দেশকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করেছে এবং লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি করেছে। বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, পুনে বা গুরুগ্রামের মতো শহরগুলো আজ বৈশ্বিক প্রযুক্তি মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে মূলত এই শিল্পের কারণেই। দক্ষ মানবসম্পদ এবং তুলনামূলক কম খরচে পরিষেবা প্রদান—এই দুইয়ের সমন্বয়ে ভারত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তির অংশীদার হয়ে উঠেছে। এই খাতের সাফল্যের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে এক বিস্তৃত মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যার ভোগব্যয় আবাসন, পরিবহণ, শিক্ষা এবং খুচরো বাজার সহ বহু খাতকে সচল রেখেছে। একইসঙ্গে স্টার্ট-আপ সংস্কৃতির বিস্তার, ডিজিটাল পরিষেবার সম্প্রসারণ এবং সরকারি পরিষেবার আধুনিকীকরণেও এই শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ফলে আইটি শিল্পের স্থিতিশীলতা শুধু একটি শিল্পের প্রশ্ন নয়; এটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক গতিশীলতা এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত।

## এজিআই ও কর্মসংস্থানের নতুন সমীকরণ

এই প্রেক্ষাপটে এজিআই-এর সম্ভাব্য আগমন নতুন বাস্তবতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। সফটওয়্যার কোড লেখা, ত্রুটি সংশোধন বা তথ্য বিশ্লেষণের মতো কাজ যদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করা যায়, তবে প্রচলিত কর্মসংস্থানের ধরন বদলে যাওয়া স্বাভাবিক। বিশেষ করে যেসব কাজ পুনরাবৃত্তিমূলক এবং নিয়মভিত্তিক, সেগুলোর ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা কমে গিয়ে প্রযুক্তি সহায়ক বা তদারকি-নির্ভর হয়ে উঠতে পারে। সম্প্রতি Citrini Research-এর 'Global Intelligence Crisis' শীর্ষক এক বিশ্লেষণে সতর্ক করা হয়েছে যে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই উন্নত এআই ও এজিআই-সদৃশ প্রযুক্তি জটিল কোডিং ও সফটওয়্যার ডিবাগিংয়ের বড় অংশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হতে পারে। এর ফলে দীর্ঘদিনের 'বিলিং-নির্ভর' পরিষেবা মডেল নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। এই পরিবর্তনের প্রভাব আইটি সংস্থার সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর অর্থনীতিতে ছড়িয়ে পড়বে। আইটি কর্মীদের আয় কমে গেলে ভোগব্যয় হ্রাস পেতে পারে, যার প্রভাব আবাসন, খুচরো ব্যবসা এবং পরিষেবা খাতে পড়বে। একইসঙ্গে সফটওয়্যার রপ্তানি কমে গেলে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ওপর চাপ তৈরি হতে পারে। তবে এই পরিস্থিতিকে একমাত্রিক সংকট হিসেবে দেখা বাস্তবসম্মত নয়, কারণ প্রযুক্তিগত পরিবর্তন বরাবরই কর্মক্ষেত্রকে পুনর্গঠন করেছে, সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করেনি।

## রূপান্তরের সম্ভাবনা ও নতুন কর্মক্ষেত্র

প্রযুক্তির ইতিহাস দেখায়, প্রতিটি বিপ্লবই নতুন সুযোগের জন্ম দেয়। কম্পিউটার ব্যবহারের বিস্তার যেমন বহু পুরোনো কাজের ধরন বদলে দিয়েছে, তেমনি নতুন শিল্প ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করেছে। এজিআই-এর ক্ষেত্রেও একই সম্ভাবনা রয়েছে। এআই-চালিত সিস্টেমের নকশা, তথ্য সুরক্ষা, নৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, জটিল প্রযুক্তি অবকাঠামোর তদারকি এবং উদ্ভাবনভিত্তিক সফটওয়্যার উন্নয়নের মতো ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদের প্রয়োজন আরও বাড়বে। পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি এবং উৎপাদন খাতেও এআই-নির্ভর পরিষেবার চাহিদা বাড়বে, যেখানে ভারতীয় প্রযুক্তিকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। অর্থাৎ মানুষের ভূমিকা সরাসরি প্রতিস্থাপিত না হয়ে আরও উন্নত ও সৃজনশীল স্তরে স্থানান্তরিত হতে পারে। ভারত যদি তার বিপুল তরুণ প্রযুক্তি কর্মীবাহিনীকে নতুন দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করতে পারে, তবে এই পরিবর্তনই নতুন অর্থনৈতিক শক্তির ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে।

## বৈশ্বিক অর্থনীতি ও ভারতের কৌশলগত অবস্থান

ভারতীয় আইটিশিল্প শুধু দেশের অর্থনীতির জন্য নয়, বিশ্ব অর্থনীতির জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো। বহু আন্তর্জাতিক ব্যাংক, বিমান সংস্থা, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি সংস্থা ভারতীয় প্রযুক্তি পরিষেবার ওপর নির্ভরশীল। ফলে এই খাতে বড় ধরনের পরিবর্তন বৈশ্বিক পরিষেবা ব্যবস্থার ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে। যদি ভারতীয় প্রযুক্তি পরিষেবার কাঠামো দ্রুত বদলে যায়, তবে তার প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যাপী কর্পোরেট কার্যক্রম এবং বিনিয়োগ প্রবাহেও প্রতিফলিত হবে। একই সঙ্গে এজিআই প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহারের প্রশ্নে নতুন ক্ষমতার সমীকরণ তৈরি হতে পারে। যেসব দেশ গবেষণা, তথ্য এবং প্রযুক্তিগত অবকাঠামোয় এগিয়ে থাকবে, তারাই ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক নেতৃত্ব নির্ধারণ করবে। ভারতের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ—কারণ দক্ষ মানবসম্পদ থাকা সত্ত্বেও গবেষণা ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ বাড়ানো এখন সময়ের দাবি।

## সতর্কতা ও প্রস্তুতির মধ্যেই ভবিষ্যতের পথ

এজিআই-এর সম্ভাবনা যেমন আশার আলো দেখায়, তেমনি তা সতর্কতার প্রয়োজনীয়তাও স্মরণ করিয়ে দেয়। অযথা আতঙ্ক সৃষ্টি না করে বাস্তবতাকে স্বীকার করে পরিকল্পনা নেওয়াই হবে সবচেয়ে কার্যকর পথ। দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তি শিক্ষায় বিনিয়োগ এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে ভারত এই পরিবর্তনকে নিজের পক্ষে কাজে লাগাতে পারে। অতীতে যেমন তথ্যপ্রযুক্তিশিল্প দেশের অর্থনৈতিক উত্থানের ভিত্তি তৈরি করেছে, তেমনি ভবিষ্যতেও নতুন প্রযুক্তি সেই অগ্রগতিকে আরও বিস্তৃত করতে পারে। প্রযুক্তি নিজে কখনোই একমাত্র নিয়ন্ত্রক নয়; মানুষের সিদ্ধান্ত, নীতি এবং দূরদর্শিতাই তার প্রকৃত দিকনির্দেশ করে। তাই এজিআই-এর যুগে প্রবেশের এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি হল প্রস্তুতি, আত্মবিশ্বাস এবং সুপরিকল্পিত অভিযোজন—যাতে পরিবর্তনের এই স্রোত ভারতীয় অর্থনীতিকে দুর্বল না করে, বরং আরও শক্তিশালী করে তোলে।

*(লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক)*

## তফাত যেখানে

### আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)

- নির্দিষ্ট কাজ বা নির্দিষ্ট ডোমেইনের জন্য তৈরি (যেমন : ভাষা অনুবাদ, ছবি শনাক্তকরণ)
- নির্দিষ্ট ডেটা দিয়ে ট্রেনিং করালে সেই কাজেই দক্ষ হয়; নতুন কাজের জন্য নতুনভাবে ট্রেনিং দরকার
- পূর্বনির্ধারিত নিয়ম, প্যাটার্ন এবং অ্যালগরিদমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে
- বর্তমানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে (চ্যাটবট, ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট, রেকমেন্ডেশন সিস্টেম)
- মানুষের সহায়ক হিসেবে কাজ করে, কিন্তু মানুষের মতো পূর্ণাঙ্গ যুক্তি ও বোঝার ক্ষমতা নেই

### আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স (এজিআই)

- মানুষের মতো যে কোনও ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ করতে সক্ষম, ডোমেইন-মুক্ত
- নিজে থেকে নতুন জ্ঞান শিখতে পারে এবং এক ক্ষেত্রের জ্ঞান অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে
- নতুন পরিস্থিতিতে স্বাধীনভাবে যুক্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে
- এখনও গবেষণার পর্যায়ে; বাস্তবে সম্পূর্ণ এজিআই এখনও তৈরি হয়নি
- মানুষের মতো বহুমুখী চিন্তা, সমস্যা সমাধান ও সৃজনশীলতার ক্ষমতা দেওয়াই লক্ষ্য



সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ইজরায়েল ও আমেরিকার যৌথ হামলায় ফের বারুদস্তূপে পরিণত হয়েছে গোটা মধ্যপ্রাচ্য। ইরানের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভয়াবহ এই হামলার আঁচ গিয়ে পড়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, বাহরিন ও কুয়েতের মতো উপসাগরীয় দেশগুলিতেও। এই পরিস্থিতিতে ওই অঞ্চলে কর্মরত বিপুল সংখ্যক প্রবাসী ভারতীয়র নিরাপত্তা নিয়ে দেশে চরম উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। যুদ্ধ পরিস্থিতি আরও ঘোরতর হওয়ার আশঙ্কায় প্রবাসে থাকা প্রিয়জনের চিন্তায় ঘুম উড়েছে উত্তরবঙ্গ সহ গোটা ভারতের।

# মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আগুন

## প্রবাসীদের নিয়ে দুশ্চিন্তা নয়াদিল্লির

ইরানের ছোড়া রকেটের ধ্বংসাবশেষে নজর খুদের।

ইরানের পালটা হামলায় বিধ্বস্ত ইজরায়েল। পথে টহলদারিতে পুলিশ।

**তেহরান, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** রাতের নিস্তব্ধতা চিরে ধেয়ে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে মিসাইল। কান ফাটানো বিস্ফোরণে কেঁপে উঠছে তেহরানের মাটি। আকাশ ছেয়ে গিয়েছে আগুনের লেলিহান শিখা আর ঘন কালো ধোঁয়ায়। লক্ষ্য একটাই— সরাসরি ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের ডেরা গুঁড়িয়ে দেওয়া। হ্যাঁ, কোনও প্রচ্ছন্ন হুমকি বা কূটনৈতিক হুঁশিয়ারি নয়, এবার একেবারে সোজাসুজি আঘাত। আমেরিকা এবং ইজরায়েলের যৌথ সামরিক আগ্রাসনে কার্যত নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে ইরান। দেশজুড়ে জারি হয়েছে চরম জরুরি অবস্থা।

শনিবার রাতে নেতানিয়াহুর বক্তব্যে খামেনেইকে নিয়ে নতুন জল্পনা ছড়িয়েছে। নেতানিয়াহুর দাবি অনুযায়ী, খামেনেই আর বেঁচে নেই। যদিও ইরানের বিদেশমন্ত্রক আগেই দাবি করেছে, প্রেসিডেন্ট নিরাপদেই রয়েছেন।

এতদিন ইজরায়েল আর ইরানের মধ্যে যে স্নায়ুযুদ্ধ বা 'শ্যাডো ওয়ার' চলছিল, তা এবার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে সর্বগ্রাসী চেহারায়। হোয়াইট হাউসে ফিরেই ডোনাল্ড ট্রাম্প যে রণমূর্তি ধারণ করেছেন, তাতে একটা বিষয় জলের মতো পরিষ্কার— এবার আর শুধু চোখ রাঙানি বা নিষেধাজ্ঞা নয়, তাঁর সোজা লক্ষ্য 'রেজিম চেঞ্জ' বা সরকার ফেলে দেওয়া। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই রোমহর্ষক সামরিক অভিযানের নাম দিয়েছেন 'অপারেশন এপিক ফিউরি'। ট্রাম্প রাখঢাক না করেই ঘোষণা করেছেন, এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল ইরানের সামরিক মেরুদণ্ড চিরতরে ভেঙে দেওয়া এবং সে দেশের কট্টরপন্থী ইসলামিক শাসনব্যবস্থার পতন ঘটানো। রাজধানী তেহরানে খামেনেইয়ের দপ্তরে মার্কিন-ইজরায়েলি যৌথ বিমানহানা বুঝিয়ে দিচ্ছে, তারা এবার একেবারে সাপের মাথাতেই আঘাত করতে বদ্ধপরিকর।

কিন্তু প্রশ্ন হল, হাজার মাইল দূরের তেহরানে বোমা পড়লে উত্তরবঙ্গ বা ভারতের আমজনতার কী যায় আসে? চায়ের দোকানের আড্ডায় এই প্রশ্ন উঠতেই পারে। উত্তরটা লুকিয়ে আছে আপনার-আমার পকেটে এবং রান্নাঘরে। পারস্য উপসাগরে এই যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ার সোজা অর্থ হল, বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের বাজারে হুহু করে দাম বাড়া। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম আকাশছোঁয়া মানেই, কাল সকালে পেট্রোল পাম্পে গিয়ে আপনার মাথায় হাত পড়বে। আর তেলের দাম বাড়লে লরি ভাড়াও বাড়বে, যার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়বে আলু-পেঁয়াজ থেকে শুরু

- আমেরিকা, ইজরায়েলের হামলায় তেহরান সহ ৫টি শহর রণক্ষেত্রে পরিণত
- ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র খামেনেইয়ের দপ্তরে আঘাত হেনেছে
- বাহরিন, কাতার ও কুয়েতের মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান
- ইরানের শাসনব্যবস্থা বদলের ডাক ট্রাম্পের

করে নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসের দামে। এক ধাক্কায় বাড়বে মূল্যস্ফীতি।

শুধু অর্থনীতি নয়, ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকেও চরম বিপাকে পড়তে চলেছে নয়াদিল্লি। মধ্যপ্রাচ্যে বা গালফ দেশগুলোতে কর্মরত রয়েছেন প্রায় ৯০ লক্ষ ভারতীয়। এই বিশাল সংখ্যক প্রবাসীর নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে রীতিমতো চিন্তার ভাঁজ পড়ছে সাউথ ব্লকের কপালে। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে এঁদের দেশে ফেরানোর যে বিশাল চাপ তৈরি হবে, তা সামলানো চাট্টিখানি কথা নয়। তাছাড়া, ইরানের চাবাহার বন্দরে ভারতের যে কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগ এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের যে করিডর তৈরির স্বপ্ন, তা এই মার্কিন বোমার আঘাতেই কার্যত ধূলিসাৎ হওয়ার জোগাড়।

ট্রাম্পের এই আগ্রাসী নীতি আর ইজরায়েলের বেপরোয়া মনোভাব ইরানকে কোণঠাসা করলেও, তারা যে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না, তা বলাই বাহুল্য। আমেরিকা-ইজরায়েলের হামলার প্রাথমিক ধাক্কা সামলে পালটা প্রত্যাঘাত শুরু করেছে ইরান। ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডস জানিয়েছে, তারা 'চরম প্রতিশোধ' নিতে ইজরায়েল ও মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলির ওপর শয়ে শয়ে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছুড়েছে। ইরানের নিশানায় ছিল বাহারিনে অবস্থিত মার্কিন পঞ্চম নৌবহরের সদর দপ্তর, কুয়েতের আল-সালেম, কাতারের আল-উদেইদ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের আল-ধাফরা বিমানঘাঁটি। বাহারিন সরকার নিশ্চিত করেছে যে তাদের দেশে মার্কিন নৌঘাঁটিতে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। লেবাননের হিজবুল্লা ও ইয়েমেনের হুথিদের মতো ইরানের মদতপুষ্ট সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলি গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর ফলে লোহিত সাগরের মতো গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথ পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে পড়তে পারে, যার জেরে বিশ্ব বাণিজ্যে আছড়ে পড়বে এক ভয়ংকর সুনামি।

একটা দেশলাইয়ের কাঠি গোটা জঙ্গল পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। 'অপারেশন এপিক ফিউরি' ঠিক সেই জ্বলন্ত কাঠিটাই ছুড়ে দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের বারুদের স্তূপে। ক্ষমতার অন্ধ দম্ভে আমেরিকা ও ইজরায়েল যে সর্বনাশা খেলায় মেতেছে, তার মাশুল গুনতে হতে পারে গোটা বিশ্বকে। আপাতত সবার নজর এখন সেদিকেই— এই ধ্বংসলীলা কোথায় গিয়ে থামবে, নাকি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে এটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধেরই অশনি সংকেত? সাধারণ মানুষের বুকে এখন একটাই ভয়— বিশ্বনেতাদের এই ইগোর লড়াইয়ে না আবার বলির পাঁঠা হতে হয় খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষকেই!

### কোথায় খামেনেই

**তেহরান, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** শনিবার তেহরানে ইজরায়েল ও আমেরিকার যৌথ হামলার নিশানায় ছিলেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেই ও প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেসকিয়ান। ইজরায়েল এই দাবি করলেও ইরান জানিয়েছে, দু-জনেই নিরাপদে আছেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের দাবি, খামেনেইকে নিরাপদ ডেরায় সরানো হয়েছে। তবে হামলায় ইরানের বেশ কয়েকজন শীর্ষ সেনাকর্তা ও রাজনৈতিক নেতার মৃত্যু হয়েছে।

### রুশ বার্তা

**মস্কো, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** ইরানে আমেরিকা ও ইজরায়েলের হামলাকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' বলে আখ্যা দিয়ে তা অবিলম্বে বন্ধের দাবি জানাল রাশিয়া। মস্কোর মতে, এই পদক্ষেপে পশ্চিম এশিয়া আরও অস্থিতিশীল হবে। নরওয়ে ও বেলজিয়ামও সামরিক অভিযানের সমালোচনা করে কূটনৈতিক সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে।

### প্রতিরোধে বাধ্য

**আম্মান, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** কুয়েতের আলি আল সালেম বিমানঘাঁটি লক্ষ্য করে শনিবার সকালে ছোড়া ইরানের বেশ কিছু ব্যালিস্টিক মিসাইল সফলভাবে প্রতিহত করেছে দেশটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। অন্যদিকে, জর্ডনও তাদের ভূখণ্ডে আসা দুটি ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপতিত করেছে। হতাহতের খবর না থাকলেও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি এখন চরম সতর্কতায় রয়েছে।

## সুরক্ষিত দুবাইয়েও আগুনের গোলা

**নিউজ ব্যুরো**

**২৮ ফেব্রুয়ারি :** মধ্যপ্রাচ্যে ফের ঘনীভূত হচ্ছে যুদ্ধের কালো মেঘ। ইরান এবং ইজরায়েলের মধ্যে সংঘাত এখন আর কেবল দুটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, তা ধীরে ধীরে গোটা উপসাগরীয় অঞ্চলকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলায় ইরানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির খবর সামনে এসেছে।

ইজরায়েলের প্রায় ২০০টি যুদ্ধবিমান ইরানের প্রায় ৫০০টি সামরিক ও কৌশলগত ঘাঁটিতে আঘাত হেনেছে। সংবাদমাধ্যমের দাবি অনুযায়ী, এই ভয়াবহ হামলায় অন্তত ২০১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৭৪৭ জন আহত হয়েছেন। এই যুদ্ধ পরিস্থিতি ভারতীয়দের কাছে এক গভীর উদ্বেগের বিষয়। কারণ কর্মসংস্থানের তাগিদে এখানকার বহু মানুষ বর্তমানে ওই অঞ্চলে বসবাস করছেন।

হামলার প্রভাব শুধুমাত্র ইরানেই আটকে নেই। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, বাহরিন, কুয়েত এবং কাতারের মতো দেশগুলিতেও আছড়ে পড়েছে সংঘাতের ঢেউ। দুবাইয়ের মতো সুরক্ষিত শহরের পাম জুমেইরাহ এলাকায় বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বেশ কয়েকজনের আহত হওয়ার খবর মিলেছে। বাহরিনে মার্কিন নৌবাহিনীর সদর দপ্তরেও মিসাইল হামলা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যে এখন আক্ষরিক অর্থেই বারুদের গন্ধ। একদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নির্দেশে ইরানের বুকে ভয়ংকর যৌথ সামরিক

হামলা 'অপারেশন এপিক ফিউরি'। অন্যদিকে, প্রত্যাঘাতে মরিয়া তেহরান। তাদের 'অপারেশন ট্রুথফুল প্রমিস ৪'-এর নিশানায় এখন গোটা আরব দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলি। বাদ যায়নি বাহরিনে অবস্থিত মার্কিন নৌবাহিনীর 'ফিফথ ফ্লিট' হেডকোয়ার্টারও। আর দুই মহাশক্তির এই রেষারেষির ঠিক মাঝখানে পড়ে কার্যত মৃত্যুর প্রহর গুনছেন বাহরিনের সবচেয়ে বড় প্রবাসী গোষ্ঠী ভারতীয়রা।

গত তিন বছর ধরে বাহরিনে কর্মরত হরিয়ানার আইটি কর্মী আসিফের গলায় স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ। তিনি জানাচ্ছেন, বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ সরকারি অ্যালার্ট আসতেই শুরু হয় হুড়োহুড়ি। মার্কিন ডিফেন্স সিস্টেম বেশ কিছু ইরানি মিসাইল মাঝপথেই ধ্বংস করলেও, মানামার আকাশে কুণ্ডলী পাকানো কালো ধোঁয়া বুঝিয়ে দিচ্ছে পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ।

এই ঘোরালো যুদ্ধ পরিস্থিতি প্রবাসী ভারতীয়দের মনে চরম শঙ্কার জন্ম দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে, বিশেষ করে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার, কুয়েত এবং বাহরিনে প্রচুর সংখ্যক ভারতীয় কাজ করেন। যুদ্ধের আঁচ এই দেশগুলিতে সরাসরি এসে পড়ায় তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই চরম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন দেশে থাকা পরিজনরা। উদ্ভূত পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কাতার, ইজরায়েল এবং ইরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসগুলি তাদের নাগরিকদের জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে।

## যুদ্ধের কোপে বাতিল মধ্যপ্রাচ্যের ফ্লাইট

**নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযান 'অপারেশন এপিক ফিউরি'-র জেরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে। এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইজরায়েল নিজেদের আকাশসীমা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ায় মাঝ-আকাশ থেকে ফিরতে বাধ্য হল এয়ার ইন্ডিয়ার তেল আভিভগামী একটি যাত্রীবাহী বিমান। উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে মধ্যপ্রাচ্যগামী প্রায় সমস্ত উড়ান বাতিল করেছে এয়ার ইন্ডিয়া ও ইন্ডিগোর মতো ভারতীয় উড়ান সংস্থাগুলি।

জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে নয়াদিল্লি থেকে ইজরায়েলের তেল আভিভের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল এয়ার ইন্ডিয়ার 'এআই-১৩৯' উড়ানটি। বিমানটি সৌদি আরবের আকাশসীমায় পৌঁছানোর পরেই ইজরায়েলের আকাশপথ বন্ধের খবর আসে। যাত্রী ও ক্রুদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পাইলট তৎক্ষণাৎ ইউ-টার্ন নেন এবং বিমানটিকে মুম্বইয়ে নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন। মিসাইল ও ড্রোন হামলার আশঙ্কায় উড়ান সংস্থা ইন্ডিগো ইতিমধ্যেই 'হাই অ্যালার্ট' জারি করেছে। রিয়াধ, জেদ্দা এবং দোহার মতো গালফ রুটগুলির প্রায় সব উড়ান আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।

সংঘাতের কারণে ইরান, ইরাক এবং ইজরায়েলের আকাশসীমা 'নো-গো এরিয়া' বা নিষিদ্ধ অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে ইউরোপ ও আমেরিকাগামী আন্তর্জাতিক উড়ানগুলির ওপরেও। অসামরিক বিমান চলাচলে পাইলটদের 'জিপিএস জ্যামিং' নিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। সংঘাতপূর্ণ এলাকা এড়িয়ে ঘুরপথে যাওয়ার ফলে গন্তব্যে পৌঁছানোর সময় এবং বিমানের জ্বালানি খরচ—দুইই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে একধাক্কায় টিকিটের দাম বাড়ার পাশাপাশি আমেরিকাগামী ভারতীয় বিমানগুলিকে বাধ্য হয়ে ইউরোপে নেমে নতুন করে জ্বালানি ভরতে হচ্ছে।

অসামরিক বিমান চলাচলে এই আকস্মিক বিপর্যয়ের জেরে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন মধ্যপ্রাচ্যে কর্মসূত্রে থাকা কয়েক লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়। উড়ান বন্ধ থাকায় তাঁদের দেশে ফেরা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

## বিমান দুর্ঘটনার বলি ২০

**লা পাজ, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বলিভিয়ার এল আল্টো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে মহাসড়কের ওপর। শুক্রবার সেখানে একটি সামরিক কার্গো বিমান বিধ্বস্ত হয়ে অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়। জখম ৩০ জন।

আইনি লড়াই জেতার পরদিন হনুমান মন্দিরে কেজরিওয়াল-সিসোদিয়া।

## শক্তি প্রদর্শনে নামছেন কেজরি

**নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** 'ডর কে আগে জিত হ্যায়'।

নরম পানীয়র বিজ্ঞাপনে বহুল প্রচলিত ক্যাচলাইনটিই এখন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল তথা ঝাড়ুবাহিনীর স্লোগান। আবগারি দুর্নীতি মামলার চোরাবালি থেকে সসম্মানে বেরিয়ে আসার পর এবার মোদি-শা-র দর্পচূর্ণ করতে মরিয়া আপ। রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতের ক্লিনচিট পাওয়ার পর দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবার জাতীয় রাজনীতির আঙিনায় নয়া অবতারে হাজির হতে চলেছেন। রবিবার ১ মার্চ দিল্লির যন্তরমন্তরে এক বিরাট সমাবেশের ডাক দিয়েছে আপ। দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী তথা আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজের হুংকার, এই সমাবেশ শুধু উৎসব নয়, বরং বিজেপির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এক গণ-বিস্ফোরণের আকার নেবে।

১ মার্চের সমাবেশে কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়া, অতিশী সহ আপের শীর্ষ নেতা-নেত্রীদের পাশাপাশি হাজির থাকবেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার জমানায় চাকরি থেকে ছাঁটাই হওয়া কয়েক হাজার ডিটিসি বাস মার্শাল, মহল্লা ক্লিনিকগুলির চিকিৎসক এবং নার্সরাও। দিল্লির নতুন বিজেপি সরকার তাঁদের পেটে লাথি মারলেও 'কট্টর ইমানদার' কেজরিওয়াল যে তাঁদের পাশেই আছেন, সেই বার্তাই দেবেন তাঁরা। তবে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, অরবিন্দ কেজরিওয়াল নিজেকে শুধু দিল্লির গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখতে চান না। বরং জাতীয় রাজধানীর সীমানা ছাড়িয়ে এবার জাতীয় স্তরে বিজেপি-বিরোধী মুখ হয়ে উঠতে চাইছেন। সৌরভ ভরদ্বাজের কথায়, 'কেজরিওয়াল এখন জাতীয় রাজনীতিতে অনেক বেশি সক্রিয় হবেন। জাতীয় রাজনীতিতে কেজরিওয়ালের শূন্যস্থান পূরণ করার মতো সাহস কারও নেই।'

আপ শিবিরের দাবি, কেজরিওয়ালের স্বচ্ছ ভাবমূর্তিতে কালি লাগানোই ছিল বিজেপির মূল নিশানা। কিন্তু দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর সেই ভাবমূর্তিতে কালি লাগা তো দূর, বরং তা এখন আরও উজ্জ্বল।

## মুসলিম মাওবাদীর দল কংগ্রেস : মোদি

**জয়পুর, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** কংগ্রেসকে মুসলিম-মাওবাদীদের দল বলে আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর তোপ, রাহুল গান্ধির দল এখন আর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস (আইএনসি) নেই, তা হয়ে গিয়েছে এমএমসি অর্থাৎ মুসলিম লিগ মাওবাদী কংগ্রেস। শনিবার রাজস্থানের আজমেঢ়ে এক জনসভায় এই ভাষাতেই কংগ্রেসকে

বিঁধেছেন মোদি। এআই সামিটের প্রসঙ্গ টেনে তিনি অভিযোগ করেন, যখন গোটা বিশ্ব ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তির প্রশংসা করছে, তখন কংগ্রেস বিদেশের অতিথিদের সামনে দেশের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করেছে।

নমোর সাফ কথা, 'বারবার হারতে হারতে কংগ্রেস হতাশ। তাই বিদেশের অতিথিদের সামনে নাটক করে ভারতকে অপমান করতেও তাদের বাধছে না।' তিনি দাবি করেন, যে মুসলিম লিগ দেশ ভাগ করেছিল, কংগ্রেস এখন সেই একই রাজনীতি করছে। সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন মাওবাদী তকমাও। এই অপরাধ দেশবাসী কোনওদিন ক্ষমা করবে না বলেও তিনি হুংকার দেন।

## ড্রোনের ছায়ায় ঢাকা পড়েছেন বস্তারবাসী

### ছত্তিশগড়ের বস্তারে মাওবাদী দমন অভিযানের নামে ড্রোনের নজরদারি আর সেনা শিবিরের কড়া বিধিনিষেধে আদিবাসী জীবন আজ বিপর্যস্ত; প্রতিনিয়ত বিঘ্নিত হচ্ছে মানবাধিকার ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা

**রায়পুর, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** ছত্তিশগড়ের বিজাপুর ও সুকমা জেলার গহিন অরণ্যে এখন অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। মাওবাদী দমনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিতে নিরাপত্তা বাহিনী যে নিশ্ছিদ্র নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, তার নীচে চাপা পড়েছে সাধারণ আদিবাসী জীবন। সবচেয়ে দৃশ্যমান এবং আতঙ্কের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিটি আদিবাসী ঘরের দেওয়ালে বড় বড় ইংরেজি অক্ষরে লেখা নম্বর। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, আকাশ থেকে ড্রোন যাতে প্রতিটি বাড়ি নিখুঁতভাবে শনাক্ত করতে পারে, সেই লক্ষ্যেই এই 'ডিজিটাল খাঁচা' তৈরি করা হয়েছে।

নজরদারি এখন কেবল ড্রোনের গুঞ্জনেই সীমাবদ্ধ নেই। চুটভাহি বা ভাট্টিগুডার মতো গ্রামগুলিতে পরিবার ধরে ধরে সকলের ছবি ও বায়োডেটা নিরাপত্তা ক্যাম্পে জমা রাখতে হচ্ছে। বাদ পড়ছে না শিশুরাও। হাটে-বাজারে যাওয়ার পথে কিংবা জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেলেও গ্রামবাসীদের অহরহ ঘরের নম্বর জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। নম্বর মনে রাখতে না পারলে, বিশেষ করে বয়স্কদের ক্ষেত্রে হেনস্তার শেষ নেই। পরিচয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের আটকে রাখা হচ্ছে সেনা ক্যাম্পে। এই প্রক্রিয়া সংবিধানপ্রদত্ত ব্যক্তিগত গোপনীয়তার

অধিকার এবং 'নির্দোষ হওয়ার আইনি ধারণা'র চরম লঙ্ঘন কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে।

আদিবাসীদের চিরাচরিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ছন্দ নিরাপত্তাবাহিনীর মর্জির ওপর নির্ভরশীল। বিয়ে, জন্ম কিংবা মৃত্যু— যে কোনও অনুষ্ঠানে আগেভাগে অতিথিদের তালিকা জমা দিতে হচ্ছে ক্যাম্পে। চুটভাহি গ্রামের বাসিন্দাদের মতে, সূর্যাস্তের পর চলাফেরায় অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এমনকি মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসার জন্য কবিরাজ ডাকতেও প্রয়োজন হচ্ছে সেনার অনুমতি। রায়গুড়াম গ্রামের রাকেশ মাডভির অভিযোগ, নিরাপত্তা কর্মীরা মাঝেমধ্যেই গ্রামবাসীদের স্মার্টফোন কেড়ে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন তারা কী ভিডিও দেখছেন কিংবা কারও সঙ্গে যোগাযোগ করছেন কি না।

একদিকে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর 'সর্বক্ষণ নজরদারি', অন্যদিকে মাওবাদীদের রক্তচক্ষুর দাপটে আদিবাসী পল্লি পরিণত হয়েছে যেন খোলা জেলখানায়। স্থানীয় তথ্য অনুযায়ী, মাওবাদীরা অনেক সময় সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বিচার ছাড়াই গ্রামবাসীদের হত্যা করছে এবং শিশুদের শিক্ষার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে রাষ্ট্র যেভাবে আদিবাসীদের গোষ্ঠীগত জীবনযাপনকে ধ্বংস করছে, তা নিয়ে ক্ষুব্ধ 'সর্ব আদিবাসী সমাজ'-এর সভাপতি প্রকাশ ঠাকুর। তাঁর মতে, বর্তমানে বস্তারের প্রতিটি আদিবাসীকে ঢালাওভাবে 'মাওবাদী' হিসাবে সন্দেহ করা হচ্ছে। রাষ্ট্র আর গেরিলাদের অবিশ্বাসের জোড়াফলায় ছিন্নভিন্ন দশা বস্তারবাসীর।

পৃথিবীর পাঠশালা

## বিড়াল পেল কোটি টাকার সম্পত্তি



বিত্তবান মানুষরা অনেক সময়ই তাঁদের সম্পত্তি ছেলেমেয়েদের নামে উইল করে যান। কিন্তু ইতালির মারিয়া আসুন্তা নামের এক বৃদ্ধা তাঁর প্রায় ১০০ কোটি টাকার বিশাল সম্পত্তি দিয়ে যান একটি সাধারণ পথবিড়ালকে। টোমাসো নামের ওই কালো বিড়ালটিকে তিনি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। মারিয়ার কোনও সন্তান ছিল না, তাই মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর সমস্ত জমি, বাড়ি এবং ব্যাংক ব্যালেন্স প্রিয় পোষ্যের নামে লিখে দেন। রাতারাতি টোমাসো হয়ে ওঠে বিশ্বের অন্যতম ধনী বিড়াল। তার দেখাশোনা করার জন্য মারিয়ার এক নার্সকে আইনি অভিভাবক নিয়োগ করা হয়। আলিশান বাড়িতে রাজকীয় জীবন কাটানো টোমাসোকে দেখলে আজ যে কোনও মানুষের ঈর্ষা হতে বাধ্য। কপাল একেই বলে।



## পায়রা যখন বিদেশি গুপ্তচর

বন্ড সিনেমার গুপ্তচরদের কথা তো শুনেছি, কিন্তু গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে যদি কোনও পায়রাকে থানায় আটকে রাখা হয়? ভারত ও পাকিস্তান সীমান্তে একাধিকবার এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। আকাশে ওড়া একটি সাধারণ পায়রাকে সন্দেহজনক মনে হওয়ায় সীমান্তরক্ষীরা তাকে আটক করে। পায়রাটির পায়ে গোলাপি রঙের ছোপ এবং একটি রিং পরানো ছিল, যাতে কিছু সাংকেতিক নম্বর লেখা ছিল। পুলিশ ঘাম ঝরিয়ে সেই কোডের পাঠোদ্ধার করার চেষ্টা করে, ধারণা করা হয় এটি হয়তো সীমান্তের ওপার থেকে পাঠানো কোনও গোপন বার্তা। পরে অবশ্য জানা যায়, সেটি আসলে পাকিস্তানের কোনও এক শৌখিন পায়রা পালনকারীর ফোন নম্বর। তবুও নিরাপত্তার খাতিরে ওই পাখিকে রীতিমতো কড়া পাহারায় রাখা হয়েছিল।



## আইফেল টাওয়ারের সঙ্গে বিয়ে

প্রেমে পড়লে মানুষ কতকিছুই না করে। কিন্তু তাই বলে ইটের বা লোহার তৈরি কোনও ইমারতের প্রেমে পড়া? আমেরিকার এরিকা নামের এক মহিলা এমনই এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন। তিনি প্রথম দর্শনেই প্যারিসের বিখ্যাত আইফেল টাওয়ারের প্রেমে পড়ে যান। শুধু প্রেম নয়, ২০০৭ সালে তিনি রীতিমতো অনুষ্ঠান করে ওই বিশাল লোহার কাঠামোকে বিয়ে করেন এবং নিজের পদবি বদলে এরিকা আইফেল রাখেন। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে অবজেক্ট সেক্সুয়ালিটি, যেখানে মানুষ কোনও জড় পদার্থের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে। এরিকা একা নন, বিশ্বে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা ব্রিজ বা দেওয়ালের মতো জড়বস্তুর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন। মানুষের মনের এই অদ্ভুত চলন আজও বিজ্ঞানীদের কাছে এক বড় ধাঁধা।

## সাগরের মাঝে শুয়োরের রাজত্ব

বাহামা দ্বীপপুঞ্জের নীল জল আর সাদা বালির সৈকত পর্যটকদের স্বর্গরাজ্য। কিন্তু সেখানে এমন একটি দ্বীপ আছে, যার আসল মালিক মানুষ নয়, একদল জংলি শুয়োর। এর নাম বিগ মেজর কে, তবে সবাই একে পিগ বিচ বলেই চেনে। এই দ্বীপের শুয়োরগুলো দিব্যি মানুষের মতো সমুদ্রে সাঁতার কাটে। পর্যটকদের নৌকা দেখলেই তারা খাবার পাওয়ার আশায় সাঁতরে নৌকার কাছে চলে আসে। কবে এবং কীভাবে এই শুয়োরগুলো জনমানবহীন এই দ্বীপে এল, তা নিয়ে অনেক গল্প চালু আছে। কেউ বলেন কোনও জাহাজডুবির পর তারা সাঁতরে দ্বীপে উঠেছিল, আবার কেউ বলেন নাবিকরা পরে খাবে বলে এদের এখানে ছেড়ে গিয়েছিল। কারণ যা-ই হোক, রোদ পোহানো সাঁতারু শুয়োরদের দেখতে আজ সেখানে মানুষের ঢল নামে।



# বিস্ফোরণে মৃত্যু ২১ শ্রমিকের

**হায়দরাবাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** ফের বিস্ফোরণ অন্ধ্রপ্রদেশের আতশবাজি কারখানায়। রাজ্যের কাকিনাড়া জেলার ওই কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ২১ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার বিকালে সামারলাকোটা মণ্ডলের ভেটলাপাল্লেম গ্রামের 'সূর্য ফায়ারওয়ার্কস' নামে কারখানায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই প্রবল ছিল যে, শ্রমিকদের মৃতদেহগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে পাশের ধানখেতে ছিটকে পড়ে।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় কারখানায় প্রায় ২০ জন কাজ করছিলেন। বিস্ফোরণে আরও ৬ জন গুরুতরভাবে দগ্ধ হন, যাঁদের শরীরের ৯০ থেকে ১০০ শতাংশই পুড়ে গিয়েছে। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা প্রশাসনের।

বর্তমানে কাকিনাড়া সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আহতরা। উদ্ধারকাজে গতি আনতে পুলিশ ড্রোন ব্যবহার করে আশপাশের খেত থেকে দেহাংশ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এসে পুলিশকে সাহায্য করেন সারের বস্তা দিয়ে তৈরি চাদরে ভরে দেহগুলি সরিয়ে নিতে। মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

# জয় নিশ্চিত, আত্মবিশ্বাসী

*প্রথম পাতার পর*

তিনি বারবার ব্লক সভাপতির মাধ্যমে গৌতমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেন। সাংবাদিকদের তিনি কী বলবেন, আদৌ কথা বলবেন কি না তা নিয়ে বারবার ফোনে যোগাযোগ করতে থাকেন। আইএনটিটিইউসি অফিসে শেষপর্যন্ত স্বপ্না সাংবাদিকদের এড়িয়ে যান। বেলা ২টোর কিছু পরে ব্লক সভাপতি এবং জেলা পরিষদ নেত্রী স্বপ্নাকে নিয়ে ইস্টার্ন বাইপাসের কানকাটা মোড়ে তৃণমূল পার্টি অফিসে পৌঁছান। সেখানে সাধারণ মানুষ দূরে থাক, দলের নেতা-নেত্রীদেরই সেভাবে ভিড় দেখা যায়নি। পার্টি অফিসের প্রতিটি চেয়ার এমনভাবে ধুলোয় ঢেকে ছিল, দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বেশ কিছুদিন পরে এই অফিস খোলা হয়েছে। এখানে পৌঁছে ফের স্বপ্না মেয়রের সঙ্গে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করেন। মেয়র এদিন বোর্ড সভায় ব্যস্ত থাকায়, তাঁর আপ্তসহায়কের সঙ্গে কথাবার্তা চলতে থাকে।

স্বপ্না বারবার সাংবাদিকদের বলেন, 'দাদা কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে। তার পরেই কথা বলছি।' প্রায় ৪০ মিনিট অপেক্ষার পরে গৌতম সেখানে পৌঁছান। স্বপ্নাই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির জন্য সেরা বাছাই বলে সাংবাদিক বৈঠকে গৌতম বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেন। তাঁকে বলা হয়, এখানে দলের নেতা-কর্মীরা আপনাকে প্রার্থী হিসাবে চাইছেন। গৌতম বলেন, 'আমি স্বপ্নাকে চাইছি।' তাঁর কথায়, 'স্বপ্না অনেক বড় ঝুঁকি নিয়ে রেলের চাকরি ছেড়ে তৃণমূলে ঢুকেছে। ওর অর্থনৈতিক অবস্থাও যে খুব সচ্ছল তা তো নয়। আমরা হলে এই ঝুঁকি নিতে পারতাম না। ও তৃণমূলে থেকে অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছাবে।' তিনি আরও বলেন, 'এখানকার ১৪টি ওয়ার্ডই আমাদের। জেলা পরিষদও আমাদের। তাই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে আমরা অন্তত ৭৫ হাজার ভোটে জিতব।'

স্বপ্নার বক্তব্য, 'এখানকার তৃণমূলের নেতা-কর্মী, সাধারণ মানুষ আমাকে আশীর্বাদ করলে আমি জিতব। আর মাথার ওপরে তো গৌতমদার আশীর্বাদ রয়েছে, তাই ভয় পাচ্ছি না।' প্রার্থীপদ ঘোষণা না হলেও স্বপ্না এদিনই কার্যত ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ময়দানে নেমে গেলেন। তিনি প্রয়োজনে এখানে ঘর নিয়ে থাকবেন বলেও জানিয়ে গিয়েছেন।

## ট্রাম্পের ভোল বদল

# বন্ধু এখন পাকিস্তান !

**ওয়াশিংটন, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কখন যে কে কার বন্ধু হয়, তা সত্যিই বোঝা দায়! এই যেমন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একদিকে আফগানিস্তানের তালিবান এবং পাকিস্তানের মধ্যে রীতিমতো 'খোলা যুদ্ধ' চলছে। চলছে বিমানহানা ও সীমান্ত-সংঘর্ষ। আর ঠিক এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতেই পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ট্রাম্প! সম্প্রতি তিনি সাফ জানিয়েছেন, পাকিস্তানের বর্তমান নেতৃত্বকে তিনি দারুণ সম্মান করেন এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক 'খুবই ভালো'।

অথচ এই ট্রাম্পই তাঁর প্রথম মেয়াদে পাকিস্তানকে 'মিথ্যাবাদী ও প্রতারক' তকমা দিয়ে বিপুল সামরিক অনুদান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এখানেই শেষ নয়, যে তালিবানদের বিরুদ্ধে আজ পাকিস্তান লড়ছে, ২০২০ সালে দোহা চুক্তির মাধ্যমে সেই তালিবানদেরই একপ্রকার বৈধতা দিয়েছিল এই ট্রাম্প প্রশাসন। আর আজ সেই আফগানদের বিরুদ্ধেই ইসলামাবাদকে পরোক্ষে সমর্থন জোগাচ্ছেন তিনি। একসময়ের কট্টর সমালোচক আজ পরম মিত্র! ট্রাম্পের এই চরম দ্বিচারিতা ও সুবিধাবাদী বিদেশনীতি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

## বালুরঘাটে অভিযুক্ত দুই পড়শি মহিলা

# নাবালিকাকে দিয়ে দেহব্যবসা

**সুবীর মহন্ত**

**বালুরঘাট, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** প্রতিবেশী নাবালিকাকে ঘুরতে যাওয়ার নাম করে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে ওষুধ খাইয়ে দেহব্যবসা করানোর অভিযোগ সামনে আসতেই পর্দা ফাঁস হয় দুই বোনের 'সেক্স র‍্যাকেটের'। নাবালিকার পরিবার বিষয়টি জানার পর শুক্রবার রাতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় বালুরঘাট শহরের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে। আদতে হিলির বাসিন্দা হলেও অভিযুক্ত দুই মহিলা কয়েক সপ্তাহ ধরে বালুরঘাট শহরের ওই পাড়ায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন। ওই ভাড়াবাড়ি থেকেই তাঁরা বালুরঘাট মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় দেহব্যবসার র‍্যাকেট চালাতেন বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনা সামনে আসতেই ওই রাতে ভাড়াবাড়ির সামনে প্রবল বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। বিক্ষোভের আঁচ পেয়েই ওই রাতে অভিযুক্ত এক মহিলা পালিয়ে যান। তবে একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। শনিবার তাঁকে বালুরঘাট আদালতে পেশ করা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এদিকে নির্যাতিতা কিশোরীর মা বালুরঘাট থানায় অভিযুক্ত দুই বোনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। ওই ঘটনায় বালুরঘাট থানার পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি ওই কিশোরীর শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়েছে।

বালুরঘাট শহরের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে সম্প্রতি একটি বাড়িভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন ওই দুই মহিলা। তাঁরা সম্পর্কে দুই বোন। দুই বোনের গতিবিধি নিয়ে এলাকাবাসীর প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল। তবে ভাড়াবাড়ি বা ওই এলাকায় তেমন কোনও কাণ্ড বাসিন্দাদের নজরে না আসায়, এতদিন কেউ কিছু বলেনি। কিন্তু শুক্রবার রাতে বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ওই এলাকার এক দম্পতির দূর সম্পর্কের আত্মীয় হন অভিযুক্ত দুই মহিলা। সেই সুবাদে তাঁদের বাড়িতে দুই মহিলার যাতায়াত রয়েছে। ওই দম্পতি সারাদিন কাজে বাড়ির বাইরে থাকেন। বাড়িতে সারাদিন একাই থাকে তাদের কিশোরী মেয়েটি। অভিযুক্ত মহিলাদের ওই কিশোরী ঠাকুরমা বলে ডাকে। আর সেই সুযোগে ওই দুই বোন, এই কিশোরীকে ফুসলিয়ে বালুরঘাট শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে দেহব্যবসা করানোর অভিযোগ ওঠে।

> পতিরামের একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওষুধ খাইয়ে ওকে দেহব্যবসায় নামানোর চেষ্টা করেছেন। ওই অভিযুক্ত মহিলাদের শাস্তি চাই।
>
> **নাবালিকার মা**

ওই কিশোরীর মা বলেন, 'আমরা কাজে চলে যাওয়ার পর ওঁরা মেয়েকে ঘুরতে নিয়ে যাবেন বলে নিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে অশালীন কাজকর্ম করেছেন। পতিরামের একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওষুধ খাইয়ে ওকে দেহব্যবসায় নামানোর চেষ্টা করেছেন। ওই অভিযুক্ত মহিলাদের শাস্তি চাই।'

স্থানীয় এক টোটোচালক বলেন, 'ওই অভিযুক্ত মহিলারা যেদিন থেকে এখানে এসেছেন, ওঁদের গতিবিধি সন্দেহজনক ছিল। ওঁরা আমার টোটো করে, ওই নাবালিকাকে নিয়ে বালুরঘাট হাসপাতাল পর্যন্ত গিয়েছিলেন। এরপর ওখান থেকে আরও দুজন মহিলাকে নিয়ে ওঁরা বাসে চেপে পতিরামের দিকে চলে যান।'

এলাকার এক গৃহবধূ বলেন, 'একজন নাবালিকাকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে যেভাবে ওকে বিপথে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল, তা ভেবেই শিউরে উঠছি। বালুরঘাট শহরের মধ্যে থেকে এভাবে র‍্যাকেট চালাচ্ছেন ওই মহিলারা। ওঁদের শাস্তি হোক।' বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে।



*একটি শরণার্থী শিবিরে পাকিস্তানি হামলার পর ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি। আফগানিস্তানে কান্দাহার প্রদেশে। -পিটিআই*

# রাজ্যসভার টোপে রফাসূত্রের খোঁজ

**চেন্নাই, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** তামিলনাড়ুতে বিধানসভা ভোটের মুখেও ডিএমকে-কংগ্রেসের জোট জট অব্যাহত। কে কত আসনে লড়াই করবে তা নিয়ে এখনও দুই শরিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব পুরোপুরি কাটেনি। এই জট ছাড়াতে শেষমেশ কংগ্রেসকে রাজ্যসভার আসনের টোপ দিয়েছে ডিএমকে। মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের দল হাত শিবিরকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ৬ মার্চের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারা যদি তা করতে না পারে তাহলে আপাতত একটি রাজ্যসভার আসন হাতছাড়া হতে পারে কংগ্রেসের। তামিলনাড়ুর মোট ৬টি রাজ্যসভা আসনে এবার ভোট হচ্ছে। ওই ৬টির মধ্যে ডিএমকের ছিল ৪টি এবং এআইএডিএমকে-র ১টি ও তাদের জোট শরিক টিএমসি-র ছিল ১টি।

**কংগ্রেসকে জোটশর্ত ডিএমকে-র**

বিধানসভায় শক্তির নিরিখে ডিএমকে ও তাদের জোট শরিকদের হাতে ৫টি আসন আসতে পারে। এআইএডিএমকের হাতে থাকবে একটি মাত্র আসন। কংগ্রেসের দাবি ছিল, ২টি রাজ্যসভার আসন ছাড়তে হবে তাদের। সেই সঙ্গে বিধানসভায় ৩৫টি আসন দিতে হবে তাদের। কিন্তু ডিএমকে এই দাবি মানতে নারাজ। স্ট্যালিনের দল জানিয়েছে, তারা বড়জোর ২৭-২৮টি বিধানসভা আসন এবং ১টি রাজ্যসভার আসন ছাড়তে পারে কংগ্রেসকে। কারণ অন্য জোট শরিকদেরও দেখতে হবে তাদের। দুই শরিকের এই টানাপোড়েন মেটাতে শনিবার বৈঠকে বসেন ডিএমকে এবং কংগ্রেস নেতারা।

ডিএমকের তরফে বৈঠকে ছিলেন টিআর বালু এবং স্ট্যালিন নিযুক্ত সাত সদস্যের কমিটি। অপরদিকে তামিলনাড়ু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কে সেলভা পেরুনথাগাই, এআইসিসি ইনচার্জ গিরিশ চোড়াঙ্কর, নিবেদিতা আলভা এবং পরিষদীয় দলনেতা রাজেশ কুমার। গত সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল। কংগ্রেসের একটি অংশ প্রকাশ্যেই বলাবলি করছেন, ডিএমকে তাঁদের শর্ত না মানলে অভিনেতা বিজয়ের টিভিকের সঙ্গে তাঁরা গাঁটছড়া বাঁধবেন। যদিও দলের একটা বড় অংশ সেই পথে হাঁটতে নারাজ। শেষমেশ ডিএমকের জোটশর্ত মেনে কংগ্রেস আদৌ এগোবে কি না সেটাই এখন দেখার।

# বাহাদুরে হিমঘরের বন্ড নিয়ে তুলকালাম

**জলপাইগুড়ি ব্যুরো**

**২৮ ফেব্রুয়ারি :** আলুর বন্ড বিলি শুরু হতেই অশান্তির আঁচ জলপাইগুড়িতে। শনিবার সকালে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি হিমঘরের সামনে তুমুল বিক্ষোভ দেখিয়ে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ালেন আলুচাষিরা। প্রায় তিন ঘণ্টা জলপাইগুড়ি থেকে চাউলহাটিগামী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে রাখেন কৃষকরা। এদিনই আলুর দাম বৃদ্ধি এবং হিমঘরের আলুর বন্ডের কালোবাজারির অভিযোগ তুলে ধূপগুড়ি-শিলিগুড়ি ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান সিপিএম প্রভাবিত কৃষকসভার নেতা-কর্মীরা। জলঢাকা সেতু সংলগ্ন এলাকায় প্রায় এক ঘণ্টা ধরে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ চলে। জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শৌভনিক মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বাহাদুরের ওই হিমঘরের সামনে আরও ফোর্স মোতায়েন করা হচ্ছে।

আলুর বন্ড বিলি শুরু হতেই সমস্যা তৈরি হয় সদর ব্লকের বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি হিমঘরে। শুক্রবার গভীর রাত থেকে ওই হিমঘরের সামনে আলুর বন্ড নেওয়ার জন্য কৃষকদের লাইন পড়ে যায়। এদিন ভোর হতে সেখানে জড়ো হন অন্তত ২০০০ মানুষ। শুক্রবার ওই হিমঘর থেকে ২০০ জনকে আলুর বন্ড দেওয়া হয়েছিল। বন্ড পেতেই শুক্রবার রাত থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েন বহু কৃষক। এদিন সকালে হিমঘরের গেটের সামনে আরও মানুষ জড়ো হতেই হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে র‍্যাফ নিয়ে হিমঘরের সামনে পৌঁছান পুলিশকর্তারা। পুলিশের সঙ্গে বচসা এবং ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় আলুচাষিদের। এরই মধ্যে হিমঘরের গেট ধাক্কা দিয়ে খুলে ভেতর ঢুকে পড়েন প্রায় ৩০০ কৃষক।

দ্রুত গেট বন্ধ করে দেয় হিমঘর কর্তৃপক্ষ। এদিকে, তখনও বাইরে কয়েক হাজার মানুষ বন্ডের জন্য দাঁড়িয়ে চিৎকার করছেন। এরই মধ্যে হিমঘর কর্তৃপক্ষ মাইকে ঘোষণা করে, ভেতরে যাঁরা ঢুকে পড়েছেন এদিন তাঁদেরই বন্ড দেওয়া হবে। বাইরে যাঁরা আছেন তাঁদের এদিন বন্ড দেওয়া হবে না। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন গেটের বাইরে থাকা আলুচাষিরা। হিমঘরের গেটের সামনে চাউলহাটিগামী রাজ্য সড়কে অবরোধ শুরু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবলচন্দ্র ঘোষ। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই দাবিপত্রে আইসি স্বাক্ষর করার পর অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। আইসি বলেন, 'দাবিপত্র নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।' বাহাদুর এলাকার আলুচাষি জয়চরণ রায় বলেন, 'এই হিমঘরের পাশের জমিটা আমার। রাত দুটো থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। সকালে কিছু লোক ধাক্কাধাক্কি করে গেট খুলে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এখন জানতে পারছি আমার যারা রাত থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছি তারা বন্ড পাব না। এটা হতে পারে না।'

# অজিত-মৃত্যুর তদন্ত রিপোর্ট

**মুম্বই, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** দৃশ্যমানতার অভাব এবং বারামতী এয়ারফিল্ডের পরিকাঠামোগত ত্রুটির কারণেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত অজিত পাওয়ারের বিমানটি। শনিবার এয়ারক্রাফ্ট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)-র তরফে ওই দুর্ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়েছে। গতমাসে অজিত পাওয়ারের চার্টার্ড বিমানটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দ্বিতীয়বার জরুরি অবতরণের চেষ্টার সময় ওই বিপত্তি ঘটে। কীভাবে ওই দুর্ঘটনা ঘটল তা নিয়ে ইতিমধ্যে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলা হয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে। সম্প্রতি পাওয়ার পরিবারের সদস্য রোহিত পাওয়ার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছিলেন। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিও তুলেছিলেন। কিন্তু এএআইবি-র প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে সেই অভিযোগ খারিজ করা হয়েছে।

# সাজা ঘোষণা

**কিশনগঞ্জ, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** শুক্রবার কিশনগঞ্জের বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক দীপচাঁদ পান্ডে এক নাবালিকাকে অপহরণের মামলায় দুজনকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করেছেন। আসামি মহম্মদ রাজ্জাককে ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ লাখ ১৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আরেক আসামি ছোটু মোদককে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন বিচারপতি।

# টাস্ক ফোর্স মেয়রের

*প্রথম পাতার পর*

শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে একের পর এক অবৈধ নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ আসতে থাকে। কারও প্রতিবেশীর নির্মাণ তাঁর জমিতে ঢুকে গিয়েছে তো কেউ বিল্ডিং প্ল্যান ছাড়াই নির্মাণ তৈরি করেছে বলে অভিযোগ। কেউ কেউ আবার একাধিকবার অভিযোগ করার পরেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে নালিশ করেন। একের পর এক অভিযোগ শুনে মেয়র আধিকারিকদের ওপর রেগে যান। এর কিছুক্ষণ বাদেই পুরনিগমের বোর্ড মিটিং ছিল। সেখানেও বিরোধীরা অবৈধ নির্মাণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সিপিএম কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরা অবৈধ নির্মাণ নিয়ে মোশন আনেন। মৌসুমির দাবি অনুযায়ী, টক টু মেয়রে একের পর এক অবৈধ নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ আসছে। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। মৌসুমিকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপি কাউন্সিলার মঞ্জুশ্রী পাল তাঁর ওয়ার্ডে শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে একটি অবৈধ নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ তোলেন। পুরনিগমের রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে সেখানে হোটেল তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ মঞ্জুশ্রীর। তিনি নিজে এবং স্থানীয়রা একাধিকবার পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগে অভিযোগ করলেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমেই গত বাম বোর্ড এবং বাম প্রশাসক বোর্ডকে নিশানা করেন গৌতম। বাম আমলেই নদীর চর দখল করে অবৈধ নির্মাণ হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন। গৌতমের আরও দাবি, অশোক ভট্টাচার্য মেয়র এবং প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালীন ৩০টিরও কম বেআইনি নির্মাণ ভাঙা হয়েছিল। পরে বিরোধীদের অভিযোগকে একপ্রকার গুরুত্ব দিয়েই বোর্ড সভা থেকে বিল্ডিং বিভাগের জন্যে টাস্ক ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন তিনি। পাশাপাশি পুর কমিশনারকে বিল্ডিং বিভাগের অভিযোগের অডিট করতে বলেন। এদিন মৌসুমির বক্তব্য, 'বিল্ডিং বিভাগ নিয়ে ভূরিভূরি অভিযোগ আসছে। টক টু মেয়র শুনলেই বোঝা যায় কত অভিযোগ রয়েছে।'

# খামেনেই নেই, দাবি নেতানিয়াহুর

*প্রথম পাতার পর*

এক বিশেষ বিবৃতিতে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী জানান, তাঁদের নিখুঁত ও জোরালো হামলায় তেহরানে খামেনেইয়ের অত্যন্ত সুরক্ষিত বাসভবন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সমস্ত পারিপার্শ্বিক ইঙ্গিত প্রমাণ করে যে, খামেনেই মৃত। স্যাটেলাইট ইমেজেও খামেনেইয়ের কম্পাউন্ডে ব্যাপক ধ্বংসলীলা এবং কালো ধোঁয়া উড়তে দেখা গিয়েছে।

এই বিস্ফোরক দাবির পাশাপাশি নেতানিয়াহু ইরানের সাধারণ জনগণকে বর্তমান শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার এবং রাস্তায় নেমে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এই মুহূর্তটিকে ইরানিদের মুক্ত হওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তবে, ইরানের বিদেশমন্ত্রক ইজরায়েলের এই দাবিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের দাবি, খামেনেই এবং রাষ্ট্রপতি দুজনেই সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদে আছেন, যদিও হামলার পর থেকে খামেনেইকে আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। এই সামরিক অভিযানের জেরে ইরানের অভ্যন্তরে ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত অন্তত ২০১ জন নিহত এবং ৭৪৭ জন আহত হয়েছেন। একটি স্কুলেই হামলায় ৮৫ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর মিলেছে। বেসামরিক প্রাণহানি এড়াতে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী ইফাহান শিল্পাঞ্চলে হামলার আগে কর্মীদের দ্রুত সরে যাওয়ার সতর্কতা জারি করেছিল।

পালটা জবাব দিতে ইরানও পিছপা হয়নি। তারা উপসাগরীয় অঞ্চলে কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার এবং বাহরিনে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে।

পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, তাঁরা ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র শিল্পকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবেন। তিনি ইতিমধ্যে মিত্র দেশগুলোর রাষ্ট্রনেতা এবং ন্যাটো প্রধানের সঙ্গে কথা বলেছেন। অন্যদিকে, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়িপ এর্দোগান এই হামলাকে ইরানের সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন বলে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

সব মিলিয়ে ইরান-ইজরায়েল সংঘাত এখন গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে এক ভয়াবহ আঞ্চলিক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

# কাজ না করে বেলচা হাতে ছবি

**আলিপুরদুয়ার, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ শোভাগঞ্জ এলাকার ভারতনগরে ঢুকতেই রাস্তার শুরুতে চোখে পড়ে একটি বড় নীল বোর্ড। তাতে স্পষ্ট লেখা- কমল দাসের বাড়ি থেকে তপন দাসের বাড়ি পর্যন্ত ২৩০ মিটার রাস্তা পেভার্স ব্লক বসিয়ে উন্নয়ন ও কংক্রিট দ্বারা মেরামত করা হবে। নির্মাণ ব্যয় ৮ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬৬১ টাকা। কাজ শুরুর তারিখ ১৬ জানুয়ারি, ২০২৬ এবং শেষের তারিখ ১ মার্চ, ২০২৬। কাগজে উন্নয়নের রূপরেখা স্পষ্ট। কিন্তু মাটিতে? স্থানীয়দের অভিযোগ, গত দেড় মাসে রাস্তায় একটি পাথরও পড়েনি। কাজের কোনও দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। নির্ধারিত সময়সীমা প্রায় শেষের পথে, অথচ বাস্তবে প্রকল্প কার্যত শূন্য।

এরই মধ্যে শনিবার সকালে হঠাৎ একদল মানুষ হাজির হয় এলাকায়। শ্রমিকদের আনা হয়, কোদাল-বেলচা সাজানো হয়, আর সেই অবস্থায় তোলা হয় ছবি। গোটা দৃশ্য সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন বাসিন্দারা। প্রশ্ন ওঠে- এখানে কি সত্যিই কাজ শুরু হচ্ছে, নাকি শুধুই ছবি তুলে জিও ট্যাগিং দেখানোর প্রস্তুতি? প্রশ্ন উঠতেই দলটি দ্রুত এলাকা ছেড়ে চলে যায় বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা কৌশিক বসু বললেন, 'এখন সরকারি কাজে জিও ট্যাগিং বাধ্যতামূলক। যেখানে কাজ হয়, সেখান থেকেই ছবি তুলে আপলোড করতে হয়। কিন্তু কাজ ছাড়াই শুধু ছবি তুললে সেটাকে কী বলা হবে?' তাঁর প্রশ্ন, 'সাড়ে আট লক্ষ টাকার কাজ কি শুধু ছবিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে?'

বাসিন্দাদের ক্ষোভের কারণ শুধু কাজ না হওয়া নয়, রাস্তার বাস্তব অবস্থাও ভয়াবহ। নোনাই নদীর একেবারে পাশ দিয়ে যাওয়ায় একাধিক জায়গায় রাস্তা ধসে গিয়েছে।

# নাম দেখতে পেলেন না

*প্রথম পাতার পর*

বিতর্ক হলেও শেষপর্যন্ত এসআইআর ও নির্বাচনে বাংলাকেই নেতৃত্ব (লিড) দিতে হবে। যাতে রেকর্ড সংখ্যক মানুষ নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন।'

২০২৫-এর ২৭ অক্টোবর এসআইআর শুরুর আগে রাজ্যের ভোটার সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫২৯। এর মধ্যে পুরুষ ৩ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩ হাজার ৮৬৫ এবং মহিলা ছিলেন ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ ৩১ হাজার ৮৮৭ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৭৭৭। তবে গত ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় বাদ যায় ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৯ নাম।

বাদ পড়া নামের মধ্যে ছিল ২৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৫২ মৃত ভোটার। শুনানিতে অনুপস্থিতের সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ ২০ হাজার ৩৯। স্থানান্তরিত হওয়ায় খুঁজে পাওয়া যায়নি ১৯ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৬ জনকে। এরপর তথ্যগত অসংগতির কারণে চিহ্নিত প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ ভোটারের দাবি নিষ্পত্তি করতে শুনানি শুরু হয়। পরে এনিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হলে এরমধ্যে ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জনের নথি নিষ্পত্তি আপাতত বিচারাধীন।

চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী প্রথম দফায় বাদ প্রায় ৫৮ লক্ষের পাশাপাশি দ্বিতীয় দফায় সাড়ে ৫ লক্ষের মতো নাম বাদ পড়ল। শতাংশের বিচারে যা অবশ্য অস্বাভাবিক নয়। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক শনিবার বলেন, 'আমি চাই বিচারাধীন ৬০ লক্ষের বেশি যে নামের তালিকা রয়েছে তার দ্রুত নিষ্পত্তি হোক। তারপর যাঁরা যোগ্য হবেন, তাঁরা ভোট দিতে পারেন।' কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন পর্যন্ত যত নথি নিষ্পত্তি হবে, তা অতিরিক্ত তালিকা হিসেবে বিবেচিত হবে।

তবে ৬০ লক্ষের নিষ্পত্তি ভোটের আগে শেষ করা যাবে কি না, তা স্পষ্ট করেননি মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক। তবে তিনি বলেন, 'প্রকৃত কোনও ভোটারের নাম বাদ গেলে অবশ্যই অভিযোগ জানাবেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের শুনানি অল্প সময়ে হওয়ায় ভুল হতেই পারে। ভুল হয়ে থাকলে ফর্ম-৬-এ আবার আবেদন করতে পারবেন।'

ভোটার তালিকা প্রকাশকে ঘিরে আইনশৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কায় ইতিমধ্যে স্পর্শকাতর এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী রুটমার্চ শুরু করেছে। তবে শনিবার রাত পর্যন্ত বড় গণ্ডগোলের খবর মেলেনি। মনোজ বলেন, নির্বাচন ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্যের। সেই লক্ষ্মণরেখা মেনেই কাজ করছে কমিশন। এসআইআর-এ প্রচুর অসংগতির অভিযোগ করে তৃণমূলের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে দাবি করা হয়েছে, দল পুরো পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে।

চূড়ান্ত তালিকা নিয়ে মন্তব্যে সতর্ক বিজেপিও। দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের ব্যাপারে আমরা আস্থা রাখছি কমিশনের ওপরে। আমাদের অবস্থান- নো এসআইআর, নো ভোট। বিজেপির দেওয়া ফর্ম-৭ (নাম বাতিলের দাবিতে) ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, জমা দিতে বাধা দিয়েছে তৃণমূল। তার নিষ্পত্তি করতে হবে।'

## পরের ভাবনা আগেই ভাবতে হবে

# রং খেলার ঝক্কি



হোলি খেলা পর্যন্ত সব ঠিক থাকে, আনন্দও থাকে। তারপর হাত, মুখ থেকে সেই রং ঘষে ঘষে তুলতে গিয়ে কালঘাম ছুটে যায় সকলের। কখনও চোখে রং পড়ে গিয়ে সমস্যাও হয়। এনিয়ে মেকআপ আর্টিস্ট এবং চিকিৎসকরা বেশ কিছু টিপস দিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে হোলির রংবাজি সামলানোর উপায় জানাচ্ছেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

### পিচকারি তাক

দৃশ্যটা খুব চেনা। ছোটরা বাড়ির ছাদ বা অলিগলিতে পিচকারি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পিচকারি তাক করা রাস্তার দিকে। কেউ সেখান দিয়ে গেলেই রং ছিটিয়ে বলবে ‘হ্যাপি হোলি’। তারপর বন্ধুরা একেকজনকে জাপটে ধরে মুখে-গালে লাগিয়ে দেবে আবির। কেউ বা আবিরের প্যাকেট ধরেই ছুড়ে দেয় বন্ধুর দিকে।

### বাদুড়ে রং

এসব তো কমন। তবে সেই বাদুড়ে রং-এর কথা কারও কারও মনে থাকতে পারে। না চাইলেও জোর করে সেই রং ঘষে দেওয়া হয় অনেকের মুখে। আর হোলির দিনে এই নিয়ে বারণ করলেও কথা শোনার পাত্রপাত্রী মেলা ভার। কিছু বললেই তাদের মুখে সেই একই রব ‘বুরা না মানো হোলি হ্যায়’।

### তেল মেখে রং

তবে মেকআপ আর্টিস্ট সুস্মিতা বর্মন দিলেন টোটকা। বললেন, ছোটবেলায় মায়েরা তেল মাখিয়ে রং খেলতে পাঠাতেন। শরীর পিচ্ছিল হয়ে থাকায় সেই রং তুলে ফেলতে সুবিধা হত। বড় হয়েও সেই একই জিনিস মেনে চলতে হবে। সুস্মিতার কথায়, তৈলাক্ত ময়েশ্চারাইজার মুখে ভালো করে লাগিয়ে নিতে হবে। মুখের মেকআপ কোনওভাবেই ড্রাই করা যাবে না। শুষ্ক ত্বক থেকে রং ওঠানো বেশি সমস্যার। শুরুতে তৈলাক্ত ময়েশ্চারাইজার লাগানোর পর শেষে যে সেটিং স্প্রে ব্যবহার করা হবে সেটাও অয়েলি টেক্সচারের হলে রং অনেকটা সহজেই উঠে যাবে।

### ছোটদের শেখান

তবে রং খেলতে গিয়ে হঠাৎ করে চোখে রং চলে গেলে কী করণীয়? কোন রং লাগালে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে? ছোটদেরই হাতে পিচকারি তুলে দেওয়ার আগে কীভাবে সাবধান করা উচিত তা নিয়ে কিছু পরামর্শ দিলেন চিকিৎসকরা।

### গোলাপজল

চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ প্রবীণ কুমার ভুপালিকা বলছেন, রং খেলতে গিয়ে হঠাৎ করে



চোখে রং চলে গেলে প্রথমেই জল দিয়ে চোখ ধুয়ে নিতে হবে। চোখ আঙুল ঘষে কচলানো যাবে না একদমই। এতে কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ২-৩ মিনিট চোখে জল দিয়ে চোখ ধুয়ে নেওয়াটাই শ্রেয়। বাড়িতে গোলাপজল থাকলে সেটা একটু লাগিয়ে নিলে জ্বালাপোড়া কমে যেতে পারে।

### ছাড়বেন না

ভেষজ এবং লাল রং ছাড়া যে কোনও রং চোখ এবং ত্বকের ক্ষতি করতে পারে। কেমিক্যাল দেওয়া এই রংগুলো ক্ষতিকারক। চিকিৎসক বললেন, ৬ বছরের ছোট বাচ্চাদের হাতে পিচকারি দিয়ে বিনা নির্দেশে রং খেলতে ছেড়ে না দেওয়াটাই শ্রেয়।

### ভেষজ রং

বিশিষ্ট ডাঃ শেখর চক্রবর্তীর কথায়,‘ভেষজ রং চোখে পড়লে তেমন একটা সমস্যা হয় না, তবে রাসায়নিক রং পড়লে ক্ষতিটা মারাত্মক পর্যায় পর্যন্তও পৌঁছাতে পারে। তবে হোলির সময় অত ভেবে কেউ রং দেয় না। তাই কখনও চোখে রং ঢুকে গেলে প্রথমেই চোখ ভালো করে ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিতে হবে। বারবার করে চোখ ধুয়ে নিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তারপরেও যদি চোখে সমস্যা থেকে যায় তাহলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অথবা চিকিৎসককে দেখিয়ে নেওয়া উচিত। বিভিন্ন চোখের ড্রপ থাকে যেগুলো লাগালে আরাম পাওয়া যায়। এরপরেও সমস্যা না মিটলে চিকিৎসকের আরও পরামর্শ নিতে হবে। এখন সবাইকেই বারবার করে বলা হয় ভেষজ রং ব্যবহার করতে কারণ রাসায়নিক রং থেকে শুধু চোখ নয় বরং চুল-ত্বকেরও প্রচুর ক্ষতি হয়। তাই রাসায়নিক রং থেকে বিরতই থাকা উচিত।



### শরীরে রং

ছোটদের প্রসঙ্গে চিকিৎসক বলেন ছোটদের হাতে পিচকারি তুলে দেওয়ার সময় তাদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত চোখে-মুখে রং না দিয়ে শরীরে রং দিক। ছোটদের পিচকারি থেকে বিরত না রেখে বরং এগুলো শিখিয়ে দিলে তারাও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে না।



### রং খেলার প্রস্তুতি

- বাড়ির ছোটদের তেল মাখিয়ে রং খেলতে পাঠাতে হবে
- ওদের সঙ্গে থাকতে হবে, একা ছেড়ে দেওয়া যাবে না
- বড়দেরও তৈলাক্ত ময়েশ্চারাইজার মুখে ভালো করে লাগিয়ে নিতে হবে
- তৈলাক্ত ময়েশ্চারাইজার লাগানোর পর সেটিং স্প্রে অয়েলি টেক্সচারের হলে ভালো
- কখনও চোখে রং ঢুকে গেলে প্রথমেই চোখ ভালো করে ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিতে হবে





হোলি স্পেশাল ড্রেস বাছাই। শনিবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

# বর্ণে ছন্দে দোলের সঙ্গে হোলি ধামাকা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

**শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** শিলিগুড়ির বিভিন্ন প্রান্তে এবারও দোল উদযাপন উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বাঘা যতীন পার্কে প্রতি বছরই দোল উৎসবের আয়োজন করে অন্য আলো সংস্থা। এদিন সংস্থার সম্পাদক দেবাশিস দে বলেন, ‘এবার বাঘা যতীন পার্কে আমাদের অষ্টম বর্ষ অনুষ্ঠান হচ্ছে। ‘ওরে গৃহবাসী’ গানের মধ্যে দিয়ে শিল্পীরা মাঠ প্রদক্ষিণ করে অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন। নাচ-গান, লাইভ পেন্টিং, লাইভ ভাস্কর্য তৈরি করা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান থাকছে। বিভিন্ন খাবারের স্টল বসবে মাঠে।

হোলির উৎসব মানেই দাগাপুর এলাকার বসুন্ধরায় প্রচুর মানুষের জমায়েত। এবছর প্রায় ৬০-৬৫টি দল নাচ-গান-চিত্রাঙ্কন সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে। সুজিত রাহা বলছিলেন, ‘কলকাতা থেকেও শুধুমাত্র ভালোবাসার টানেই শিল্পীরা ছুটে আসেন বসুন্ধরার দোল উৎসবে। এবছরও বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় ৩ তারিখ আসছেন বসুন্ধরায়। এখানে গান গাইবেন, সেই গানে শহরের কিছু শিল্পীর নাচের কথাও রয়েছে বলে সুজিত রাহা জানালেন।

শান্তিনিকেতনের আবহ ডাবগ্রামে ফুটিয়ে তুলবে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খাওয়াদাওয়ার মধ্যে দিয়ে জমে উঠবে বসন্ত উৎসব। ফুচকা, ঘুগনি, দই-চিঁড়া সহ নানা খাবারের স্টলও থাকবে সেখানে। পুরুষরা পাঞ্জাবি-পায়জামা এবং মহিলারা শাড়ি পরে আসবেন অনুষ্ঠানে। সুষ্ঠুভাবে যাতে এই অনুষ্ঠান হয় সেদিকেও নজর রাখা হবে বলে জানান সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মদন ভট্টাচার্য। বিকেল চারটে পর্যন্ত চলবে অনুষ্ঠান।

দোল উৎসবের একটু আগে ২ তারিখেই আবিরের রংয়ে রঙিন হয়ে উঠবে দাদাভাই মাঠ। সৌমী সংস্থার উদ্যোগে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সেদিন দোল উৎসবের আনন্দে মেতে উঠবে সকলে। সেই অনুষ্ঠানের নাচ-গানের মহড়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

দোলের দিনে বসন্ত উৎসব যেমন সবার নজর কাড়ে তেমনই আরও একধরনের অনুষ্ঠানও নজর কাড়ে যাকে বলা হয় ‘হোলি কার্নিভাল’। উত্তরায়ণে ৪ তারিখ দুপুর থেকেই শুরু হয়ে যাবে অনুষ্ঠান। মোট ১১টি ডিজে থাকছে থাকছে সেখানে। টুমরোল্যান্ড মিউজিক ফেস্টিভালের আদলে স্টেজ তৈরি করা হয়েছে।

- বাঘা যতীন পার্কের অনুষ্ঠানে থাকছে নাচ-গান, লাইভ পেন্টিং, লাইভ ভাস্কর্য
- বসুন্ধরায় ৬০-৬৫টি নাচ-গান-চিত্রাঙ্কন দলের সঙ্গে থাকবেন সংগীতশিল্পী ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়
- শান্তিনিকেতনের আবহ ডাবগ্রামে ফুটিয়ে তুলবে সেখানকার সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন

আয়োজকদের কথায় উত্তরবঙ্গে প্রথম ওপেন এয়ারে আবির দিয়ে ফায়ার ক্র্যাকার শো হবে এখানে। অনুষ্ঠানের পরিচালক সোমনাথ সাহা বলছিলেন রেইন ডান্স, ফোম ডান্স সহ নানা অ্যাক্টিভিটির ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এখানে এন্ট্রি ফি রয়েছে। আর টেবিল বুকিং করতে চাইলে ৫ জনের টেবিল ন্যূনতম ১৫,০০০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। বাগডোগরার টাউনশিপেও আয়োজিত হচ্ছে জমজমাট হোলি ফেস্টিভাল।

# পরিত্যক্ত, তবুও ঠায় দাঁড়িয়ে বেহাল ট্রাফিক বুথ

নিতাই সাহা

**শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** হাসমিচক থেকে সেবক মোড় পর্যন্ত যান নিয়ন্ত্রণে সিপিএমের দলীয় কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবন লাগোয়া এলাকায় তৈরি করা হয়েছিল ট্রাফিক বুথ। এখন ওই বুথে ২৪ ঘণ্টা ঝোলে তালা। দীর্ঘদিন ব্যবহার না হওয়ায় ভেতরের অবস্থাও শোচনীয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবি, প্রায় চার বছর ধরে ট্রাফিক বুথটি এভাবেই পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। শুধু এই বুথটি নয়, হিলকার্ট রোড, সেবক রোড ও বর্ধমান রোডে এমন অনেক ট্রাফিক বুথ রয়েছে, যেগুলি বর্তমানে একপ্রকার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ সহ সিভিক ভলান্টিয়াররা সেসব ট্রাফিক বুথের দিকে ফিরেও তাকান না। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, যদি কাজেই না আসে, তবে কেন তৈরি করা হয়েছিল, ট্রাফিক বুথগুলিকে কেন সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে না?

শহর শিলিগুড়ির নৌকাঘাট মোড় থেকে এয়ারভিউ মোড়ের দিকে যাওয়ার পথে একাধিক ট্রাফিক বুথ নজরে পড়ে। যেগুলি বর্তমানে ব্যবহার হয় না বললেই চলে। প্রথমত, জলপাই মোড় লাগোয়া এলাকায় থাকা একটি ট্রাফিক বুথ বহুদিন ধরেই বন্ধ বলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন। সেখান থেকে কিছুটা দূরেই রয়েছে আরও একটি ট্রাফিক বুথ। যা ভেঙে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পরিস্থিতি এমন যে বুথের ভেতরে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। এখান থেকে সোজা এয়ারভিউ মোড় হয়ে কিছুটা এগিয়ে গেলে, আরও একাধিক ট্রাফিক বুথ নজরে আসে। এই বুথটিও পরিত্যক্ত অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে। পানিটাঙ্কি মোড় থেকে শুরু করে চেকপোস্টের রাস্তাতেও এমন একাধিক ট্রাফিক বুথ নজরে আসে। ওইসব ট্রাফিক বুথগুলি বর্তমানে কর্তব্যরত পুলিশকর্মী সহ সিভিক ভলান্টিয়ারদের কাজে না এলেও সেগুলিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন জ্বলজ্বল করতে দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তবে কি শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনী প্রচারের জন্যেই দিন প্রতিদিন শহরের বিভিন্ন পথে ট্রাফিক বুথের সংখ্যা বাড়ছে। যদিও তা নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ সাধারণ মানুষ।

শহরের জলপাই মোড় এলাকার ব্যবসায়ী নন্দ কিশোর বলেন, ‘বহুদিন ধরেই এখানকার ট্রাফিক বুথ বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। কখনও খোলা হয় না। কাজেই যদি না লাগে, তাহলে এটা রেখে কী লাভ।’ অনিল বিশ্বাস ভবন লাগোয়া এলাকার ব্যবসায়ী বিশু ঘোষ বলেন, ‘ট্রাফিক বুথটি আগে খোলা হত। কিন্তু প্রায় চার বছর ধরে খোলা হয় না। কেন খোলা হয় না, তা অবশ্য জানি না।’

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘প্রতিটি ট্রাফিক বুথই পিপিপি মডেলে তৈরি। বেশ কিছু ট্রাফিক বুথ খুব পুরোনো হয়ে গিয়েছে। কিছু ভেঙেও গিয়েছে। সেসব খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার কাজ শুরু হয়েছে। আধুনিকীকরণের চেষ্টা রয়েছে।’



হোলি উপলক্ষ্যে পিচকারি কেনা। শনিবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সুশান্ত পাল

## গ্রেপ্তার তিন

**শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** বালি-পাথর বোঝাই তিনটি ডাম্পার সহ তিন চালককে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন প্রবীণ সিংহ, কেন্দ্বেলু বর্মন ও সুরেন ওরাওঁ। তিনজনই মাটিগাড়ার বাসিন্দা। মাটিগাড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে গোপন সূত্র মারফত খবর আসে, অবৈধভাবে বালি-পাথর তুলে তিনটি ডাম্পারে সেগুলো শহরের দিকে পাচার করা হচ্ছে। এরপর পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই ডাম্পারগুলো একে একে আটক করে। কাগজপত্র চাইলে দেখাতে পারেননি চালকরা। এরপরই তিন চালককে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

## শোভাযাত্রা

**শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** রায় সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শনিবার শিলিগুড়ি রাজবংশী ক্ষত্রিয় ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রাটি পায়েল মোড় থেকে শুরু হয়। চেকপোস্ট এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্য প্রফুল্ল রায় বলছেন, ‘গত ১৪ তারিখ আমরা জন্মজয়ন্তী পালন করেছিলাম। তবে পরীক্ষা চলার কারণে শোভাযাত্রা বের করা যায়নি। আজ আমরা রাজবংশী সংস্কৃতিকে সামনে রেখে এই শোভাযাত্রার আয়োজন করেছি।’

## বিজ্ঞান দিবস

**শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে শনিবার জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করা হয়েছে। এদিন বিজ্ঞানকেন্দ্রে সিভি রমণের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সাংসদ রাজু বিস্ট। অনুষ্ঠানে মেয়েরা কীভাবে বিজ্ঞানের প্রতি আরও বেশি আগ্রহী হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানকেন্দ্রের প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর ঋতব্রত বিশ্বাস।

## প্রতিবাদ

**শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** প্যারাটিচারদের মাসিক ভাতা দেওয়ার তারিখ পিছানোর প্রতিবাদ জানাল এবিটিএ। সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু বলছেন, ‘শিলিগুড়ি সমগ্র শিক্ষা মিশনের তরফে সম্প্রতি একটি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, প্যারাটিচারদের মাসিক ভাতা প্রতিমাসের ৫ বা ৬ তারিখে দেওয়া হবে। এর ফলে তাঁরা সমস্যায় পড়বেন। কারণ মাসের প্রথমে অনেককেই ইএমআই দিতে হয়। মাসিক ভাতার দিন পিছোলে তাঁদের সমস্যা হবে। প্যারাটিচারদের সুবিধার্থে মাসের প্রথম দিন যাতে ভাতা দেওয়া হয়, সেই দাবি জানাচ্ছি।’

## নেত্রী প্রয়াত

**শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** প্রয়াত হলেন বাম আন্দোলনের নেত্রী নিয়তি চক্রবর্তী। শনিবার বিকেলে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যনগরের বাড়িতে তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। তিনি ছিলেন শিলিগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক গৌর চক্রবর্তীর স্ত্রী। তাঁর পরিবারে রয়েছেন এক ছেলে এবং এক মেয়ে। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন সিপিএম নেতা জীবেশ সরকার, তৃণমূলের বাবলু পাল। রবিবার তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

## বিবেকানন্দ স্কুলের হীরক জয়ন্তী

**শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে আগামী ১১ মার্চ থেকে শুরু হতে চলেছে নানা অনুষ্ঠান। এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে হীরক জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। সারাবছর চলবে নানা কর্মসূচি। পুনর্মিলন উৎসবেরও আয়োজন করা হবে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। শনিবার জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে এ কথা জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সভাপতি বিশ্বজিৎ রায়, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মহীতোষ দাস।

বিশ্বজিৎ রায় বলেন, ১৯৬৭ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হয়। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কারণে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানসূচি কিছুটা পিছিয়েছি। ১১ মার্চ থেকে অনুষ্ঠান শুরু হবে। মহীতোষ দাস বলেন, প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসব করা হবে। তার আগে আমরা প্রাক্তনীদের নিয়ে একটা মিটিং করব। সাড়ম্বরে সমাপ্তি অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হবে।

## গ্রেপ্তার দুষ্কৃতী

**শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** ছিনতাইয়ের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম সোমি কুমার। তাঁকে এদিন শিবমন্দির থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ১৬ তারিখ সন্ধ্যায় ঠিকনিকাটা এলাকায় এক তরুণী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় দুইজন তরুণ এসে ওই তরুণীর গলার সোনার চেন ছিনতাই করে পালিয়ে যান। এরপর ওই তরুণী লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে এদিন ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। ওই সোনার চেনের খোঁজে তদন্ত করছে পুলিশ।

# মদ সহ ধৃত তরুণ

**শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** জংশন এলাকায় হাতবদল করার সময় সিকিমের মদ সহ গ্রেপ্তার করা হল এক তরুণকে। ধৃতের নাম উৎপল রায়। তিনি শালবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে গোপন সূত্র মারফত পুলিশের কাছে খবর আসে, এক ব্যক্তি জংশন এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছেন। এরপর পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই তরুণকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তাঁর ব্যাগে মদ পাওয়া হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, আসন্ন হোলিকে কেন্দ্র করেই অভিযুক্ত মদ জোগাড় করেছিলেন। যদিও সিকিমের মদ ওই তরুণ পেলেন কী করে, তা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ। শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

# আকর্ষণীয় রিটার্ন দিতে পারে জমি-বাড়িতে লগ্নি

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : আবাসন ক্ষেত্রে লগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ। লগ্নির আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অবশ্যই নেবেন।

**কৌশিক রায়**
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

ভারতের মতো জনবহুল দেশে জমি-বাড়ির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। দামও বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। যা বিনিয়োগের জন্য বড় সুযোগ তৈরি করেছে। মুদ্রাস্ফীতিকে হার মানাতে লগ্নিকারীদের জন্য ক্রমশ আকর্ষণীয় হচ্ছে জমি-বাড়িতে লগ্নি। এই ক্ষেত্রে লগ্নি দীর্ঘমেয়াদে বড় সম্পদ তৈরি করতে পারে।

সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুসারে দেশের অন্যান্য শহরগুলির তুলনায় কলকাতার রিয়েল এস্টেট মার্কেট এখন বেশি রিটার্ন দিচ্ছে। কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে হাজার হাজার কোটি টাকা লগ্নি করছে বিভিন্ন নামীদামি রিয়েল এস্টেট সংস্থা। কলকাতা ছাড়িয়ে জমি-বাড়ি ব্যবসা প্রসারিত হয়েছে রাজ্যের অন্যান্য ছোটবড় শহরেও। হাতে বড় লগ্নিযোগ্য তহবিল থাকলে এই ক্ষেত্রে লগ্নির সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, আবাসন ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি প্রভাব ফেলে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার, জনসংখ্যা, সরকারি নীতি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আবাসনের দামের ওঠা-নামা।

জমি বা বাড়ির দাম বাড়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় ইস্যুও প্রভাব ফেলে। যেমন সেই জায়গার আইনশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্কুল-হাসপাতাল-বাজারের অবস্থান ইত্যাদি। এর পাশাপাশি জমি-বাড়ি কেনার আগে জমি-বাড়ির প্রকৃত তথ্য, আইনি জটিলতা, ব্যাংক থেকে ঋণ ইত্যাদিও খতিয়ে দেখতে হবে।

এদেশে রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা হয়--

## ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর

ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরের প্রপার্টি ব্যবহৃত হয় মূলত কারখানা, ওয়্যারহাউস, লজিস্টিক পার্ক এবং স্পেশাল ইকনমিক জোন (সেজ) তৈরি করতে। সরকার এখন মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ায় এই ক্ষেত্রে চাহিদা লাগাতার বাড়ছে।

**মূল্য-** ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টির দাম নির্ভর করে ওই এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা, দক্ষ শ্রমিকের জোগান এবং পরিকাঠামো উন্নতির ওপর। ডেডিকেটেড ফেড করিডর এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাস্টার নির্মাণে সরকার বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ায় ওই অঞ্চলের প্রপার্টির দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

**ভাড়া-** ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টি মূলত লং টার্ম লিজ এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে ভাড়া দেওয়া হয়। তাই এই ভাড়ায় ওঠানামা কম। ফলে নিশ্চিত আয়ের গ্যারান্টি পাওয়া যায়।

**বিনিয়োগের সুযোগ-** জিএসটি এবং ন্যাশনাল লজিস্টিক পলিসি চালু হওয়ার পর ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টিতে লগ্নি বাড়ছে। 'আত্মনির্ভর ভারত' প্রকল্পও এক্ষেত্রে চাহিদা বাড়াতে বড় ভূমিকা নিয়েছে।

## কমার্সিয়াল সেক্টর

এই সেক্টরের প্রপার্টি মূলত অফিস, রিটেল আউটলেট, হসপিটালিটি সেক্টরের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর্থিক বৃদ্ধি, ব্যবসার গতিপ্রকৃতি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রবণতা এই ক্ষেত্রে বড় প্রভাব ফেলে।

**মূল্য-** অর্থনীতি নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় কমার্সিয়াল প্রপার্টির দাম লাগাতার বাড়ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুম্বইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, দিল্লির কনটপ্লেস, বেঙ্গালুরুর সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট ইত্যাদি। বিগত কয়েক বছরে অফিস স্পেসেরও চাহিদা বাড়ছে।

**ভাড়া-** রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টির তুলনায় কমার্সিয়াল প্রপার্টির ভাড়া সবসময় বেশি। জায়গাভেদে ভাড়াও কম-বেশি হয়। ভালো জায়গায় কমার্সিয়াল প্রপার্টির ভাড়া আকর্ষণীয় হতে পারে।

**বিনিয়োগের সুযোগ-** যেসব জায়গা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে এবং যেসব জায়গায় জনসমাগম বেশি বা যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো, সেইসব জায়গার কমার্সিয়াল প্রপার্টিতে লগ্নি লাভজনক হতে পারে।

## রেসিডেন্সিয়াল সেক্টর

বিগত কয়েক বছরে দেশের রেসিডেন্সিয়াল রিয়েল এস্টেট বাজার অনেক ওঠানামার সাক্ষী থেকেছে। যে যে বিষয়গুলি এই সেক্টরে বড় প্রভাব ফেলেছে সেগুলি হল, নগরায়ণ, জনসংখ্যার পরিবর্তন, ক্রয় ক্ষমতায় পরিবর্তন এবং রিয়েল এস্টেট রেগুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট, ২০১৬-এ সংশোধন ইত্যাদি।

**মূল্য-** মুম্বই, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, কলকাতা সহ দেশের বড় বড় শহরে গত কয়েক বছরে রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টির দামে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। কিছু কিছু জাগায় চাহিদা কম এবং জোগান বেশি হওয়ায় দাম কমেছেও। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মতো সরকারি প্রকল্পের জন্য রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টির দাম লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে।

**ভাড়া-** চাহিদা বাড়ায় দেশের সমস্ত ছোট-বড় শহরে রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টির ভাড়া বেড়েছে। তবে গত কয়েক বছরে যেভাবে দাম বেড়েছে সেই অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রেই ভাড়া সেভাবে বাড়েনি। আগামীদিনে তাই ভাড়া বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

**বিনিয়োগের সুযোগ-** করোনা অতিমারির পর দেশজুড়ে রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টিতে বিনিয়োগ বেড়েছে। বিশেষত আমজনতার সাধ্যের মধ্যে থাকা বাড়ি বা ফ্ল্যাট এবং মাঝারি দামের বাড়িতে বিনিয়োগ বাড়ছে। এর পাশাপাশি ওই সব ফ্ল্যাট বা বাড়িতে বিভিন্ন অ্যামেনিটিজের সুবিধা থাকলে তার চাহিদা বেড়েছে, সঙ্গে বেড়েছে বিনিয়োগও।

# শেয়ার সাজেশান

**কিশলয় মণ্ডল**

বিশ্ব জুড়ে ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার সার্বিক প্রভাবে ফের অন্ধকার নামল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। চলতি সপ্তাহে ৫ দিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স ১৫২৭.৫২ পয়েন্ট নেমে ৮১২৮৭.১৯ পয়েন্ট এবং নিফটি ৩৯২.৬ পয়েন্ট নেমে ২৫১৭৮.৬৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে।

শেয়ার বাজারের এই অস্থিরতা আগামী কয়েক সপ্তাহ বজায় থাকবে। তবে দীর্ঘমেয়াদে এখনও ভারতীয় শেয়ার বাজার লগ্নির জন্য আদর্শ হতে পারে। প্রতিটি পতনে গুণগত মানে ভালো শেয়ারে অল্প অল্প করে লগ্নি করা যেতে পারে। পরিস্থিতির উন্নতি হলে ফের স্বমহিমায় ফিরবে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

এই পতনের নেপথ্যে অন্যতম কারণ হল আমেরিকা-ইরান আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়া। যা দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত বাধলে বিশ্ব অর্থনীতিতে তা গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। এই সংঘাতে জড়াতে পারে আরও কয়েকটি দেশ। অশোধিত তেলের দাম বাড়বে। ফলে সতর্ক লগ্নিকারীরা শেয়ার বিক্রি করেছেন। তাই সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে সংশোধন হয়েছে। ভারতেও এর প্রভাব পড়েছে। এর পাশাপাশি বিদেশি লগ্নিকারীদের শেয়ার বিক্রি, মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা টাকার দাম কমে যাওয়া, ট্রাম্পের ফের ট্রারিফ হুমকি ইত্যাদি বিষয়গুলিও শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সব মিলিয়ে নতুন বছরের শুরুতেই ফের অনিশ্চয়তায় ডুবেছে শেয়ার বাজার।

শুক্রবার চলতি অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টারে জিডিপি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রত্যাশা ছাপিয়ে জিডিপি বৃদ্ধির হার হয়েছে ৭.৮ শতাংশ। প্রথম এবং দ্বিতীয় কোয়ার্টারে এই হার ছিল ৭.৮ শতাংশ এবং ৮.২ শতাংশ। জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭.৮ শতাংশ হওয়ার গুরুত্ব আরও গভীর। কারণ এই সময় ট্রাম্পের চাপানো ৫০ শতাংশ ট্যারিফ ধাক্কা দিয়েছিল দেশের অর্থনীতিতে। ইতিবাচক জিডিপি পরিসংখ্যান ভারতীয় শেয়ার বাজারে পতন ঠেকাতে বড় ভূমিকা নিতে পারে। সব মিলিয়ে অনিশ্চয়তা ক্রমশই বাড়ছে। এখন পরিস্থিতিতে বাড়তি সতর্কতা এবং ধৈর্যই এই কঠিন সময়ে লগ্নিকারীদের পথচলার পাথেয় হতে পারে। ভালো মানের শেয়ারে দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। এককালীন লগ্নি না করে ধাপে ধাপে লগ্নি করতে হবে। দৈনন্দিন লেনদেন থেকে বিরত থাকতে হবে। যে কোনও হঠকারী সিদ্ধান্ত বড় লোকসানের মুখে ফেলতে পরে লগ্নিকারীদের।

অন্যদিকে সোনা-রুপোর দাম সামান্য বেড়েছে। ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা কমলে ফের স্থিতিশীল হতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দাম।

### এ সপ্তাহের শেয়ার

- **কেনস টেকনলজি :** বর্তমান মূল্য-৩৮৫৬.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৭০৫/৩২৯৫, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩৬৫০-৩৮০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৫৮৫১, টার্গেট-৬২০০।
- **ওয়্যারি এনার্জি :** বর্তমান মূল্য-২৭০৯.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৮৬৫/১৮৬৩, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-২৫০০-২৬৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৭৯৩০, টার্গেট-৪০০০।
- **রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ :** বর্তমান মূল্য-১৩৯৩.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬১২/১১১৪, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৩৫০-১৩৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৮৮৬২৯১, টার্গেট-১৫৭০।
- **ভোল্টাস :** বর্তমান মূল্য-১৫৬১.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৫৮২/১১৯০, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১৫০০-১৫৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫১৬৬১, টার্গেট-১৭০০।
- **ভিবিএল :** বর্তমান মূল্য-৪৫১.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৬৮/৪১৯, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৪২০-৪৪৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৫২৬৬৭, টার্গেট-৫৭৫।
- **এনটিপিসি :** বর্তমান মূল্য-৩৮১.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৮৮/৩০৬, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩৭০-৩৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৭০৩১৫, টার্গেট-৪৩৫।
- **জাইদাস লাইফ :** বর্তমান মূল্য-৯২১.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০৫৯/৭৯৫, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৮৭০-৯০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯২৭৪৪, টার্গেট-১১৭০।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

# পতন অব্যাহত বাজারে

## প্রায় সব সেক্টরেই প্রভাব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার

**বোধিসত্ত্ব খান**

২৫২০০-এর নীচে নেমে গিয়েছে নিফটি। সেনসেক্স ৮১০০০ টিকিয়ে রাখতে পারবে কি না, সেই নিয়েও সন্দেহ তৈরি হয়েছে। বছরের প্রথম দুটি মাসে নিফটি এবং সেনসেক্স যথাক্রমে ৩.৬৪ শতাংশ এবং ৪.৬২ শতাংশ পতন দেখে ফেলেছে।

যেখানে বিশ্ববাজারের মধ্যে ইউরোপের ক্যাক, ড্যাক, ফুটসি এবং এশীয় বাজারগুলির মধ্যে জাপানের নিক্কেই ২২৫ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কসপি নিয়মিতভাবে দারুণ উত্থান দেখে চলেছে। সেই জায়গায় ভারতীয় শেয়ার বাজার কেন নৈরাশ্যে ডুবে রয়েছে তা বলা মুশকিল। নতুন সিরিজ অনুযায়ী প্রকাশিত ভারতের জিডিপি দাঁড়িয়েছে ৭.৮ শতাংশ (তৃতীয় কোয়ার্টার ফিসকাল ইয়ার ২০২৫-২৬)। বিগত বছরের সমতুল্য কোয়ার্টারে তা ছিল ৭.৪ শতাংশ। ভারতের সিপিআই মূল্যবৃদ্ধি ২.৭৫ শতাংশ। ডব্লিউপিআই মূল্যবৃদ্ধি ২.৮১ শতাংশ। আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রুড অয়েলের দাম চলছে ৬৭ থেকে ৭২.৫ ডলার প্রতি ব্যারেল। অর্থাৎ এই সময় ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তবু বাজারের এই অবস্থা কেন?

শুক্রবারও এফআইআই-রা ৭৫৩৬.৩৬ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছে। ফলে গোটা ফেব্রুয়ারি মাসেও এফআইআই-রা মূলত নেট বিক্রেতা হয়ে রয়ে গেলেন। এমনিতেই অ্যানথ্রপিকের একের পর এক ঘোষণা, বিশ্বজুড়ে আইটি সেক্টরের বিভিন্ন কোম্পানির তাঁর নতুন কোম্পানি ব্লকের ৪০০০ কর্মীকে একদিনে ছাঁটাই করে দিয়েছেন এই বলে যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারাই তাঁর কোম্পানির অধিকাংশ কাজ হয়ে যাবে। এই খবরে আরও আতঙ্ক ছড়িয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারের বিভিন্ন সেক্টরে। শুক্রবার নিফটি রিয়েলটির পতন দেখে ২.২৬ শতাংশ।

এখন মানুষ রিয়েলটির পারফরমেন্স মাপার চেষ্টা করছে আইটি সেক্টরের

মাধ্যমে। দারুণ ধাক্কা খেয়েছে নিফটি অটো (-১.৮৬ শতাংশ), নিফটি এফএমসিজি (-১.৬৯ শতাংশ), নিফটি ব্যাংক (-১.০৮ শতাংশ)। আইটি কর্মীরা যেহেতু ভারতের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপভোক্তা হিসেবে পরিগণিত হন, ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ফলে বিভিন্ন আইটি কোম্পানি তাদের কর্মীর সংখ্যা ছাঁটাই করতে পারে বলে আশঙ্কা ছড়িয়েছে নানা মহলে। এবং এর ফলে বাড়ি, গাড়ি কেনা, ব্যক্তিগত ঋণ নেওয়ার প্রবণতা কমে যাওয়া, এই আশঙ্কা থেকেই এই সেক্টরগুলিতে দারুণ পতন এসেছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। তাছাড়া অ্যানথ্রপিকের সিইও সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে এসে একটি পডকাস্টে বলে গিয়েছেন, 'এআই সুনামি আসতে চলেছে।' এতে আতঙ্ক যে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

শুক্রবার যে কোম্পানিগুলির শেয়ারদরে বেশি পতন আসে তার মধ্যে রয়েছে ক্যাপিটাল মার্কেট স্টকস অর্থাৎ স্টক এক্সচেঞ্জ, ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, টেক ফিন কোম্পানি, কমোডিটি এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি। শুক্রবার এঞ্জেল ওয়ান ৫.৪ শতাংশ, বিএসই লিমিটেড ৩.৩৫ শতাংশ, ক্যামস ৪.৩৭ শতাংশ, নুভামা ওয়েলথ ২.৮১ শতাংশ এবং ইউটিআই এএমসি ৪.০৭ শতাংশ পতন দেখে।

যে কোম্পানির শেয়ারগুলি শুক্রবার তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর দেখে তার মধ্যে রয়েছে আইআরসিটিসি, ব্রিগেড এন্টারপ্রাইজেস, ইমামি, সুজলন, কোফর্জ, সোনাটা, বাটা ইন্ডিয়া, ওলা ইলেক্ট্রিক প্রভৃতি। ইরান-আমেরিকার দ্বন্দ্ব আরও অস্বস্তিকর অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছে বলে খবর। যেহেতু ইরানের কাছে অবস্থিত স্ট্রেট অফ হরমুজ দিয়ে বিশ্বের মোট ২৫ শতাংশ তেল রপ্তানি হয়। ফলে যে কোনও যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম দারুণ বৃদ্ধি পেতে পারে যা ভারতীয় অর্থনীতির জন্য বিপজ্জনক।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন।

লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

# প্ল্যাটফর্ম

**শুধু ট্রেনে ওঠানামার জায়গা নয়—এটি স্মৃতি, অপেক্ষা, উদ্বাস্তু জীবন, ক্ষমতা, প্রতিবাদ ও নতুন সম্ভাবনার এক বহুমাত্রিক প্রতীক। কখনও ইতিহাসের নীরব সাক্ষী, কখনও জীবনের অনিশ্চিত সীমানা, আবার কখনও ডিজিটাল যুগে প্রতিভা প্রকাশের মুক্তমঞ্চ। অতীতের ধোঁয়াটে স্মৃতি থেকে বর্তমানের সোশ্যাল মিডিয়া—এ চিরকালই মানুষের বেঁচে থাকা, লড়াই, সৃজন ও আত্মপ্রকাশের এক অনন্ত জীবনস্রোতের অবিচ্ছেদ্য অংশ।**

## এক অনন্ত জীবনস্রোতের সন্ধান

শুভময় সরকার

ট্রেন ছুটিতেছে, দুইপাশে কত কিছু পিছনে চলিয়া যাইতেছে, মিনি কেবল ভোঁস ভোঁস করিয়া ঘুমাইতেছে, কিছুই দেখিতে পাইতেছে না – এ'রকম একটি লাইন পড়েছিলাম ছোট বয়সের কোনও এক গল্পে। কার লেখা, কী গল্প কিছুই আজ আর মনে নেই, এমনকি লাইনগুলোও নিখুঁতভাবে স্মরণে নেই কিন্তু মনে আছে মিনির ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোনোর কথা। অবচেতন মনে হয়তো সেটা কোথাও ঘাপটি মেরে ছিল, নইলে আজও কেন ট্রেনে আমার ঘুম আসে না, রাতের ট্রেনেও প্রায় নিদ্রাহীন কাটে...! মনে হয় কত গ্রাম, বন্দর, জনপদ, বাজার, হাট, নদীকে পেছনে ফেলে আসছি। এক নদী পেরোতে না পেরোতেই পরের নদীর জন্য অপেক্ষা, এক জনপদ পেরোতে না পেরোতেই অন্য জনপদের অপেক্ষা। কত গল্প রয়ে যায় সেইসব নদী, বন্দর, জনপদ

**প্ল্যাটফর্ম বললেই যে ছবিটা ভেসে ওঠে, সে ছবির সঙ্গে কিছু শব্দ, চিৎকার ভেসে না এলে ছবিটাই অসম্পূর্ণ। সেই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অপেক্ষা আর চলমানতার এক অদ্ভুত মেলবন্ধন।**

ঘিরে, কত না-জানা কাহিনী, কত লোককথা, মিথ...! তারপর যেতে যেতে এক স্টেশনের সঙ্গে দেখা, আরেকটু নিখুঁতভাবে বললে – প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে দেখা...! আর প্ল্যাটফর্ম বললেই যে ছবিটা ভেসে ওঠে, সে ছবির সঙ্গে কিছু শব্দ, চিৎকার ভেসে না এলে ছবিটাই অসম্পূর্ণ। সেই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অপেক্ষা আর চলমানতার এক অদ্ভুত মেলবন্ধন। একটু বৃহত্তর পরিসরে রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম যেন এক সমান্তরাল জীবনস্রোত, যাপনপ্রবাহ।

আমার স্কুল জীবন কেটেছে রেল অনুষঙ্গে। স্কুল চত্বর থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে রেলস্টেশন। যদিও শহরের মূল স্টেশন ছিল না সেটা, তবে শহর ছাড়ার সময় দূরপাল্লা এবং লোকাল, সব ট্রেনই ছুঁয়ে যেত এই স্টেশন। তখন প্ল্যাটফর্ম-টিকিটের কড়াকড়ি নেই, ছিল না নিরাপত্তার এমন শক্ত বাঁধন। আমরা বন্ধুরা টিফিনবেলায় ঝালমুড়ি কিংবা ছোলামাখা চিবোতে চিবোতে চলে যেতাম স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে। বসন্ত দিনের হাওয়ায় হাওয়ায় তখন জীবনের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছে। আনাড়ি হাতের কাঁপা কাঁপা আঙুলে 'তামাকপূর্ণ শ্বেতশলাকা'র অস্বচ্ছন্দ চলাফেরা। বন্ধুরা মেতে উঠছি বয়ঃসন্ধির স্বভাবসুলভ আলোচনায়। ট্রেন আসে, ট্রেন যায়, যাত্রীদের ওঠা-নামা, অপেক্ষা আর ব্যস্ততা দেখতে দেখতে আমি আবিষ্কার করতে থাকি এক নতুন জগৎ, যে জগৎ পরবর্তী জীবনে আমায় ভাবতে শিখিয়েছে, আমি অনুভব করতে শিখেছি জীবনের সেই অন্তর্নিহিত স্রোতকে, ছন্দকে। অনুভব করলাম 'জিন্দেগি বড়ি হোনি চাহিয়ে, লম্বি নেহি'...!

এরপর কেটে গিয়েছে দীর্ঘ সময়। সেই 'তামাকপূর্ণ শ্বেতশলাকা'র ধোঁয়া বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তরে ভেঙে ভেঙে গিয়েছে। বদলে যাচ্ছিল চারপাশ। সব কিছুর মতো তার রং, রূপ বদল হলেও আজও রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম আমার কাছে এক প্রবহমানতার চিহ্ন। আমায় বিস্মিত করে কিন্তু ক্লান্ত করে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এদেশের মাটিতে যাত্রীবাহী রেলের যাত্রা অজান্তেই অন্য এক জীবনস্রোতের সন্ধান দিয়েছিল, যে জীবন অনিশ্চয়তা থেকে নিশ্চয়তার মাঝে, নিরাশ্রয়তা থেকে আশ্রয়সন্ধানের মাঝে মধ্যবর্তী এক পরিসর, যেখানে রয়ে যায় লড়াই, সংগ্রাম,অস্থায়ী এক জীবনের ভরসা, আশ্রয় এবং নতুন জীবনের অপেক্ষা।

প্রিয় কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক-এর সঙ্গে এক আলাপচারিতার সুযোগ হয়েছিল। আমার একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন '...আমি যে বেঁচে আছি, আমার বাঁচাটা বিশিষ্ট। এই যে আমার বিশিষ্ট বাঁচা, এটা কিন্তু কোনও গর্বের ব্যাপার নয়, বাঁচা মানেই বিশিষ্ট...'! সেই আলাপচারিতার প্রাসঙ্গিক অংশটুকুই উল্লেখ করলাম কারণ প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকাটাই বিশিষ্ট আর সেই বেঁচে থাকাকে, বেঁচে থাকার লড়াইকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি, আজও করি প্রতিনিয়ত। রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম ইতিহাসের এক নীরব সাক্ষী দেশভাগ-পরবর্তী সময়ের এই বঙ্গজীবনে কিংবা আরেকটু বিস্তারে বললে এই উপমহাদেশে। স্বাধীনতা এবং তৎপরবর্তী দেশভাগ, উদ্বাস্তুস্রোত এই উপমহাদেশের ইতিহাসে এক গভীর ক্ষতচিহ্ন। দেশভাগ নেহাতই এক ভূখণ্ডের ভাগাভাগি তো নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ছিন্নমূল মানুষের কান্না, হাহাকার, আত্মপরিচয়ের লড়াই, এক শেষ থেকে নতুন এক শুরুর সংগ্রাম।

*এরপর চোদ্দোর পাতায়*

## এপার ওপার...

উমাদাস ভট্টাচার্য

দু'-একটা প্ল্যাটফর্ম নামফলক নিয়ে কোনও কোনও মানুষের গভীরে থেকে যায়। থেকে যায় দু'-একটা গাছও। ছায়া নিয়ে। থেকে যায় সাইকেল স্ট্যান্ড। থেকে যায় লাইনের ধারে দুর্বল ঘরের বাইরে দুর্বলতর দড়িতে ঝোলানো ভেজা শাড়ি কিংবা শিশুর কোনওকালের রং ঘষে যাওয়া হাফহাতা রঙিন জামা। অনেক বছর পেরিয়ে সেসব প্ল্যাটফর্মে আর কখনও নামা হয় না। লাইন পেরিয়ে দেখা করে আসা হয় না সাইকেল স্ট্যান্ডের চিরকালীন কাঁচাপাকা চুলের ভবানীদার সঙ্গেও। বৃষ্টি শুরু হলেই ভবানীদা এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সাইকেলগুলোর ওপর প্লাস্টিক চাদর বিছাতে বিছাতে বিড়বিড় করত। এইসব বৃষ্টির দিনে কেউ ট্রেন থেকে নেমে চাদরে ঢাকা মাঝখানে রেখে যাওয়া সাইকেল নিতে এলে আবার নতুন করে ঢাকা দেওয়ার কাজ শুরু করতে হত ভবানীদাকে। ভবানীদা যত চিড়বিড় করত স্ট্যান্ডের পাশের কালো ঘুপচি পানের দোকানে বসে বিজনদা জোরে জোরে বিড়ি টেনে উত্তেজিত করত ভবানীদাকে। আবার সারাদিন ভবানীদাকে জ্বালিয়ে মারা বিজনদা মাঝরাতের আগে শেষ ট্রেন থেকে নেমে আসা শেষ লোকটা সাইকেল নিয়ে চলে গেলে ভবানীদার সঙ্গে শেষ বিড়িটা টানতে টানতে ঘরমুখো হত। প্ল্যাটফর্মের বাইরেও প্ল্যাটফর্ম থাকে। সেই প্ল্যাটফর্ম বেয়ে সত্যি প্ল্যাটফর্মে পা রাখে আনকোরা কেউ। ভয়ে ভয়ে। প্রথম প্রথম। কানে কানে কেউ কেউ বলে,

--প্রথম প্রথম ওরকম হয়...

--কিছু হবে না তো?

সেই কেউ কেউ বলে ওঠে

--হয়নি তো...

আনকোরা বিশ্বাস করে আবার করে না। শুধু ফিশফিশ করে বলে,

--আমাকে সন্ধের আগে ফিরতে হবে।

আবার সেই কেউ কেউ শেষ স্টেশনে নামার আগে তাড়া দেয়

--হবে হবে সব হবে... অভ্যাস হয়ে যাবে...

আনকোরার অভ্যাস হয়ে যায়। শেষ স্টেশনের বাইরে এক বাড়িতে জড়ো হওয়া। সেখান থেকে নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়া। বাড়ির লোকেরও অভ্যাস হয়ে যায়। আনকোরার অভ্যাস হয়ে যায় দশটা পাঁচটায়। বাড়ির লোকেরও অভ্যাস হয়ে যায় মাঝে মাঝে সন্ধ্যা গড়িয়ে যাওয়ার। টিভির। ফ্রিজের। জানলা-দরজায় রঙিন পর্দার। আনকোরা ক্রমশ অভ্যস্ত পা রাখে প্ল্যাটফর্মে। হড়কানোর ভয় পায় না। ভয়ের মেঘ সরে যায় চোখ থেকে। হাসিতে জড়তা থাকে না। মিশে যায় জনারণ্যে নির্দেশ অনুযায়ী। আনকোরা আর আনকোরা থাকে না। সেও নতুন কাউকে বলে কানে কানে

--হবে হবে...সব অভ্যাস হয়ে যাবে...

শেষ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক হয় না। পুরোনো আনকোরা নতুন আনকোরা একসঙ্গে আটকে যায় একদিন। মিইয়ে যাওয়া চেহারায় হঠাৎ জেগে ওঠা ব্রণ নিয়ে ফিরে আসে ওরা রাত ভোর করে ডাউন কাটোয়া লোকাল ধরে। অনেক রাতে। পরদিন নাকি তার পরদিন নাকি আরও কিছু পরদিন পেরিয়ে ওরা একে একে আবার নতুন করে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ায়। প্ল্যাটফর্ম কাউকে ধারণ করে আবার কাউকে ধারণ করে না। প্রাণপণে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছাতে চাইলেও প্ল্যাটফর্ম আড়ালে থেকে যায় কখনো-কখনো। বাদ লা এটা জানার আগেই ফিনিশ। বাদ লা মানে বাদল ধর। খাকি ফুলপ্যান্টের উপর হাফহাতা সাদা জামা। বট গাছের পাশ দিয়ে যে রেললাইনটা সোজা উত্তরে চলে গিয়েছে তার থেকে একটা লাইন বেঁকে গিয়ে ঢুকেছে থার্মালের কোল হ্যান্ডলিং প্ল্যান্টে। বাহান্ন কিংবা পঞ্চান্নর কয়লাবোঝাই ওয়াগন এক এক করে টিপলার-এর সামনে এলে আসুরিক সাঁড়াশি ওয়াগন উলটে খালি করে আবার সোজা করে দিলেও তার আনাচে-কানাচে তখনও থেকে যেত কয়লার টুকরোটাকরা।

*এরপর চোদ্দোর পাতায়*

**প্ল্যাটফর্ম কাউকে ধারণ করে আবার কাউকে ধারণ করে না। প্রাণপণে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছাতে চাইলেও প্ল্যাটফর্ম আড়ালে থেকে যায় কখনো-কখনো। বাদ লা এটা জানার আগেই ফিনিশ।**

## আমার এই দেহখানি তুলে ধরো

রঙ্গন রায়

সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে সবকিছুকেই এখন বলা হয় 'কনটেন্ট'। সে শর্টফিল্ম হোক, গান হোক, স্ট্যান্ডআপ কমেডি হোক, এডুকেশনাল ভিডিওই হোক আর ভ্রমণের ভ্লগ অথবা সাহিত্য– সবই কনজিউমার এবং ক্রিয়েটরের কাছে 'কনটেন্ট'। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।' আর এই ডিজিটাল যুগের রাজত্বে, শিল্পীরাও এখন রাজা। আপনার যদি থাকে স্মার্টফোন আর সৃষ্টিশীল মনন, তবে আপনিও 'কনটেন্ট ক্রিয়েটর'। সোশ্যাল মিডিয়া এসে বিনোদন জোগানো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির যে মৌরসি পাট্টা ছিল– তাকে এক অর্থে ধূলিসাৎই করে দিয়েছে। সবার হাতেই আছে এখন উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম। আর এই কনটেন্ট ক্রিয়েশনে, প্ল্যাটফর্মের সঠিক ব্যবহারে— তরাই-ডুয়ার্স কিংবা পাহাড় অঞ্চল মোটেই পিছিয়ে নেই। জলপাইগুড়ির রাজবাড়িদিঘি থেকে কোচবিহারের সাগরদিঘি কিংবা মালদার আম বাগান থেকে আলিপুরদুয়ারের চা বাগান—সর্বত্র, সর্বত্রই সোশ্যাল মিডিয়া জাদুকাঠির স্পর্শ। আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা শুধু দর্শক হয়ে বসে নেই আর। প্রতিভা বিকাশের এলাহি রাজসূয় যজ্ঞের মঞ্চটা বুঝতে আপনাকে একবার ইউটিউবের অলিতেগলিতে উঁকি মারতে হবে। মারতে হবে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামেও।

দেখা যাক, কীভাবে আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা স্মার্টফোনকে অস্ত্র করে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে তথাকথিত গ্ল্যামার দুনিয়াকে। শুরুটা করা যাক 'আরজে প্রিয়াংকা'কে দিয়েই। এই যুগে দাঁড়িয়ে, একটিও অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ না করেও যে নিখাদ হাসির ফোয়ারা ছোটানো যায়, চেনাজানা শহরের রোজনামচাকেই হাসির মোড়কে মুড়ে পরিবেশন করা যায়, সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন শিলিগুড়ির মেয়ে প্রিয়াংকা। তাঁর সেই অভাবনীয় 'ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন' আর অদ্ভুত সব কমিক টাইমিং-এ মজে আছে আজ উত্তর থেকে দক্ষিণ। প্রিয়াংকার ইউএসপি কিন্তু কোনও মেকি আভিজাত্য নয়, বরং সেটা তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো বিরক্তি, বন্ধুদের নিয়ে মজা, পাড়ার মাসিমা-কাকিমাদের গসিপ, শিলিগুড়ির ট্রাফিক জ্যাম— সবকিছুকেই তিনি যেভাবে কমেডির ছাঁচে ফেলেন, তা এক কথায় মাস্টারক্লাস। ভাষায় স্বকীয় উত্তরবঙ্গের টান, অদ্ভুত রসবোধ, আর নিজেকে নিয়ে মজা করবার ক্ষমতা— এটাই আর পাঁচজন কনটেন্ট ক্রিয়েটরের চেয়ে আলাদা করে দেয় তাঁকে। আপনি একবার যদি তাঁর ভিডিওর লুপে ঢোকেন, তো সেখান থেকে রামগরুড়ের ছানা হয়ে বেরিয়ে আসা আপনার সাধ্যি নয়!

আর হাসির কথা যখন উঠলই, তখন 'সিনেবাপ'-এর নাম না নিলে লেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কোচবিহারের ছেলে মৃন্ময় যখন প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে খাস উত্তরবঙ্গীয় টানে 'রোস্টিং' শুরু করেছিল, অনেকে হয়তো নাক সিটকেছিলেন। কিন্তু আজ? আজ সে বাংলার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অন্যতম পরিচিত মুখ। মৃন্ময়ের সেই 'বুলবুলদা' বা মধ্যবিত্ত জীবনের নানা খুঁটিনাটি নিয়ে, সিনেমা নিয়ে শ্লেষ মেশানো হাস্যকৌতুক— বাংলার ড্রয়িংরুমের অবিচ্ছেদ্য অংশ এখন।

মৃন্ময়ের সিগনেচার স্টাইলটা কী জানেন? ওর সেই 'ফিলগুড' ফ্যাক্টরটা। ও যখন কথা বলে, মনে হয় পাশের বাড়ির কোনও চ্যাংড়া ছেলে পাড়ার রকে বসে খিল্লি করছে। আর খিল্লি করতে করতেই সে উত্তরবঙ্গে বসে বুঝিয়ে দিচ্ছে, কলকাতার টালিগঞ্জ না হলেও চলে। বিনোদনের সাম্রাজ্য গড়া যায়— শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়াকে ভরসা করেই।

**জলপাইগুড়ির রাজবাড়িদিঘি থেকে কোচবিহারের সাগরদিঘি কিংবা মালদার আম বাগান থেকে আলিপুরদুয়ারের চা বাগান—সর্বত্র, সর্বত্রই সোশ্যাল মিডিয়া জাদুকাঠির স্পর্শ। এই প্ল্যাটফর্মে ছেলেমেয়েরা শুধু দর্শক হয়ে বসে নেই আর।**

আবার সুরের দিকে কান দিলেও মনটা জুড়িয়ে যায়। আমাদের এই উত্তরের নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব সংস্কৃতি যে কতটা সমৃদ্ধ, তা নতুন করে মনে করিয়ে দিচ্ছেন প্রীতম রায়। তাঁর 'প্রীতম রায় ক্রিয়েশনস' এখন লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদস্পন্দন। রাজবংশী গানগুলো যে শুধু গ্রামগঞ্জের আসরে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা প্রীতম প্রমাণ করে দিয়েছেন। তাঁর চ্যানেলে যখনই কোনও নতুন গান আসে, তখন দেখা যায় ভিউজ-এর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে মাটির সুরের মেলবন্ধন— একেই তো বলে বিবর্তন! 'তুমি দিও না গো বাসর ঘরের বাত্তি নিভাইয়া'র মতো গানগুলো যখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ট্রেন্ডিং হয়, তখন আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য আনন্দ হতে বাধ্য। সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্ম এভাবেই ব্রাত্যকে এনেছে আলোয়, আঞ্চলিকতাকে দিয়েছে আন্তর্জাতিক পরিচিতি। প্রীতম এবং শ্রেয়া অধিকারীর মিউজিক ভিডিওয় তাঁদের অসাধারণ জুটি কিংবা তাঁদের চ্যানেলের মৌলিক গীতিকার শুভঙ্কর বর্মন ও ঈপ্সিতা বর্মনের গান আজ আর শুধু কোচবিহার বা জলপাইগুড়ির নয়, তা এখন বিশ্ব-রাজবংশী তথা বাংলার সম্পদ।

এই হাসি আর গানের মাঝে যদি একটু সিরিয়াস কিন্তু চটপটে জ্ঞানের কথা শুনতে চান, তবে আপনাকে যেতে হবে জলপাইগুড়ির মুখুজ্জে মশাইয়ের ঠেকে। আজকের দিনে যখন জ্ঞান দেওয়া মানেই একঘেয়ে লেকচার বলে ধরে নেওয়া হয়, তখন মুখুজ্জে মশাই প্রথা ভেঙেছেন। বাংলার শব্দভাণ্ডারের নানান অদ্ভুত তথ্য, বেদপুরাণের নানান মজার গল্প নিয়ে তিনি যখন মুখ খোলেন, তখন সেখানে শুধুই শুষ্ক তত্ত্ব থাকে না, থাকে এক অদ্ভুত পরিমিতি আর অপূর্ব রসবোধ।

*এরপর চোদ্দোর পাতায়*

# এখানে ভালোবাসা শেখানো হয়

**শুভ্রদীপ চৌধুরী**




এআই

এল ফোর পয়েন্ট জিরো মেশিনটি আবিষ্কারের পর চারপাশে কেলেঙ্কারি কাণ্ড শুরু হয়েছে।

আবিষ্কার এতদিন মানুষকে আনন্দ দিয়েছে, চমকে দিয়েছে, আর দিয়েছে অনেক অনেক সুবিধে। অথচ এল ফোর পয়েন্ট জিরো মেশিনটি মানুষকে ফেলে দিয়েছে বিরাট সমস্যায়। নিশ্চয়ই ভাবছেন, এটা আবার কী মেশিন? আবিষ্কারটাই বা করল কে? এই মেশিনের কাজ কী? এক এক করে উত্তর দিই, এল ফোর পয়েন্ট জিরো মেশিনটি ভালোবাসা নির্ণয় করতে পারে।

এই যুগান্তকারী মেশিনটি আবিষ্কার করেছেন মাননীয় পঞ্চানন দে। টানা সতেরো বছর সুনামের সঙ্গে তিনি টাইপ শিখিয়েছেন। টাইপের দিন যেতেই খুলেছিলেন স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস। দুম করে একদিন অনলাইন ক্লাস উড়ে এসে জুড়ে বসল। পঞ্চাননবাবু  বুঝলেন, আবার নিজেকে পালটে নিতে হবে। তিনি দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সময়ের দাবি মেনে এই এল ফোর পয়েন্ট জিরো মেশিনটি আবিষ্কার করেন।

এবার এই মেশিনের কাজ নিয়ে দু'চার কথা বলি, ধরুন আবির নিধিকে ভালোবাসে। নিধি আবিরের কথা বিশ্বাস করে না। নিধিকে দোষ দেওয়া যায় না। বিজ্ঞানের প্রচণ্ড অগ্রগতির দিনে শুধুমাত্র মুখের কথা কেন বিশ্বাস করবে মানুষ! হাজার হাজার বছর ধরে প্রচুর প্রেম ভেঙে গিয়েছে, যাচ্ছে, যাবে, শুধুমাত্র বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের ঝামেলায়।

এইসব ভয়ংকর সমস্যার সমাধান মাত্র দুই সেকেন্ডে এল ফোর পয়েন্ট জিরো মেশিন করে দিতে পারে। এর জন্য মেশিনের দু'পাশে পরীক্ষা প্রার্থী দুজনকে দাঁড়াতে হবে। চোখ স্ক্যান করে মেশিন সহজেই বলে দেবে, দুজনের ভালোবাসা সত্যি নাকি মিথ্যে! শুধু ইয়েস আর নো নয়। ভালোবাসলে ঠিক কত পার্সেন্ট ভালোবাসে, সেটাও বলে দেবে।

এই সময়ের মানুষের প্রথম গুণ হল, সবাইকে সন্দেহ করা। দ্বিতীয় গুণ প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা। তৃতীয় গুণ, ভালো জিনিসকে সহজে পাত্তা না দেওয়া। এল ফোর পয়েন্ট জিরো মেশিনটিও মানুষের তিন গুণের সামনে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন পরীক্ষা দিতে লাগল। আরেকটি ইনফরমেশন দিই। মেশিনটি প্রথমে বাংলায় উত্তর দিত। কেটে কেটে  উচ্চারণ করত, মহাশয়, ভালোবাসা একটা  আগুনের নাম। আপনার চোখে হৃদয়কে উষ্ণ করার মতো আগুন দেখা যাচ্ছে না। কিংবা, মহাশয়া, সত্যিকারের ভালোবাসা অনুভবে বোঝা যায়। আপনার চোখে সেই অনুভবের ছিটেফোঁটা নেই। আপনি ভালোবাসা সীমার বাইরে অবস্থান করছেন।

মেশিনের মুখে এসব কথা শুনে, মানুষের সন্দেহ বাড়ল এবং নিশ্চিত হল, এসব লোক ঠকানো কারবার। ফলে এল ফোর পয়েন্ট জিরো মুখ থুবড়ে পড়ল। পঞ্চাননবাবু হাল ছাড়লেন না। তিনি ঠাকুরদার মুখে শুনেছিলেন, 'মানুষ তাকেই বেশি সন্দেহ করে যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।' এক ভোরে পঞ্চাননবাবু স্বপ্নে দেখলেন প্রয়াত ঠাকুরদা ফিরে এসেছেন। গায়ে তাঁর ধবধবে ফতুয়া, ময়ূরপঙ্খী ধুতি। মাথায় চপচপে তেল। চোখে গোল ফ্রেমের চশমা। হাসি হাসি মুখে ঠাকুরদা বললেন, 'যাকে তাকে তেল না দিয়ে রোজ নিজের মাথায় তেল দিলে আজ এই অবস্থা হত না।' পঞ্চাননবাবু মাথা নামিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'এবার থেকে প্রতিদিন মাথায় তেল দেব।' ঠাকুরদা ঠোঁট উলটে মাথা নেড়ে বললেন, 'যন্ত্র বাংলা ভাষায় কথা বললে মানুষ তো হাসবেই।  মাতৃভাষাটাকে আমরা কি আর গুরুত্ব দিই!' পঞ্চাননবাবু করুণ সুরে বললেন, 'তবে?'ঠাকুরদা চোখ বড় বড় করে বললেন, 'এইটুকু বুঝতে পারো না গর্ধব! যন্ত্রের মুখে ইংরেজি জুড়ে দিতে হবে। ইংরেজি শুনলেই সাধারণ, অসাধারণ সমস্ত প্রকার মানুষের মনের মধ্যে ঝাড়বাতি জ্বলে ওঠে।'

পঞ্চাননবাবু কিছু একটা বলতে গিয়েও মস্ত একটা ধমক খেলেন। ভ্রূ কুঁচকে, স্থির চোখে তাকিয়ে ঠাকুরদা বললেন, 'বুঝেছি, তুমি সাধারণ মানুষ ইংরেজি বুঝতে পারবে কি না এসব নিয়ে ভেবেছ। আচ্ছা, আজকাল সাধারণ মানুষের কথা কে ভাবে? এইসব হাবিজাবি বিষয় নিয়ে ভাবতে যাবেই বা কেন? বলি, অফিস..কাছারিতে কোন কাজটা বাংলায় হয়? সেসব নিয়ে জোর গলায় কেউ কি কিছু বলেছে? বলেনি। তার কারণ, না পারলেও, না বুঝলেও মানুষ ইংরেজি শুনতে ভালোবাসে। যন্ত্রটা ইংরিজি বললেই দেখবে যন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস মানুষের মনে থাবা মেরে বসবে।' ঠাকুরদা কয়েক সেকেন্ড থেমে আবার বলতে লাগলেন, 'অনেক বকলাম। রাগ কোরো না। সুস্থ মানুষের মনে রাগ রাখতে নেই। মনে রাখবে, আমাদের বংশ, আবিষ্কারের বংশ। আমার ঠাকুরদা যদুমোহন দে রেডিও আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। পুরোপুরি না হলেও প্রায় আবিষ্কার বলাই যায়। সামান্য দু'এক ধাপ বাকি ছিল। পরপর কয়েক রাত জাগা। ক্লান্ত হয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম থেকে উঠে তিনি খবর পেলেন দিন কয়েক আগে রেডিও আবিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ঠাকুরদা হতাশ হলেন না। টেলিভিশন আবিষ্কারের দিকে মন দিলেন। সেই কাজে সফল হবার আগেই তিনি চলে গেলেন। আমি নিজে তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করার পর খবর পেলাম বড় বড় শহরে রঙিন টেলিভিশন ঘরে ঘরে চলে এসেছে। বুঝলে পঞ্চানন, সময় আমাদের আজীবন বিচ্ছিরি দৌড় করায়। হারবে, কিন্তু খেলা ছাড়বে না। দেখবে একদিন সময় ঘাবড়ে যাবে। আর ঠিক তখনই তুমি জিতবে।'

**রসরঙ্গ**

এই স্বপ্ন দেখার পর পঞ্চাননবাবু মেশিনের মুখের ভাষা বাংলার বদলে ইংরেজি করে দিলেন। বিরাট কাজ হল। মেশিনের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এতটাই ছড়িয়ে পড়ল যে বিদেশ থেকে কয়েকজন বিজ্ঞানী ছুটে এলেন। এল ফোর পয়েন্ট জিরো  দেখে তাঁরা মুগ্ধ হলেন। কাগজে সেই খবর ফলাও করে বেরিয়ে গেল। এরপর দেশের মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করল।

বিশ্বাসের পরেই শুরু হল, কেলেঙ্কারি কাণ্ড। মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার প্রেমিক-প্রেমিকা হতাশ হল। প্রেম নেই। মেশিন যান্ত্রিক স্বরে আউড়ে যেতে লাগল, 'নো ডেটা ফাউন্ড'। বহু সংসার ভেঙে যাবার উপক্রম হল। সমাজের কাঠামো, নির্ভরশীলতা, মূল্যবোধ সব খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে পড়ল। মেশিনের মনিটরে ইংরেজিতে বারবার ফুটে উঠল, এক, যাকে ভালোবাসা ভাবছেন তা আসলে মোহ। দুই, প্রেম নেই, অভ্যাসটুকু বেঁচে আছে। তিন, শুধুই মায়া। নিউজ চ্যানেলে টকশো হতে লাগল, 'ভালোবাসা কোথায় গেলে', 'ভালোবাসা নিরুদ্দেশ', 'ফিরে এসো প্রেম'। পাড়ায় পাড়ায় এই বিষয়ে বিতর্ক সভা হতে লাগল। পক্ষে ও বিপক্ষ দুই পক্ষ সহমত জানাল না, প্রেম নেই। সে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। কবে চলে গিয়েছে কেউ জানে না। ভালোবাসতে পারছে না কেউ। সঞ্চালকেরা চোখের জল মুছে ধরা গলায় বলতে লাগলেন, 'আমরা আশা ছাড়ব না। হতাশ হব না। ভালোবাসা  ফিরে আসবেই। এই প্রত্যাশা রেখে অনুষ্ঠান শেষ করছি।'

মাঝরাতে এক মস্ত বিপ্লবী এসে দাঁড়ালেন এল ফোর পয়েন্ট জিরোর সামনে। মেশিন জানাল, তার চোখে আর ভালোবাসা নেই। মনিটরে ফুটে উঠেছে সিংহাসনের ছবি ও ক্ষমতার কথা। বিপ্লবী পঞ্চাননবাবুকে দিয়ে তার সমস্ত তথ্য মুছে ফ্যাকাশে মুখে ফিরে গেলেন। ঠিক একইভাবে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন সুপারস্টার নায়ক, উঠতি নায়িকা, পড়তি ভিলেন, মুরগির পাইকার, র‌্যাশন ডিলার, মন্ত্রী, হাফ নেতা, কলেজ পড়ুয়া প্রেমিক–প্রেমিকার দল। পাড়ার ক্লাবেরা দায়িত্ব নিয়ে দেওয়াল লিখন আর পোস্টারে ভরিয়ে দিল এইসব লিখে, 'আজই ভালোবাসতে শুরু করুন, নইলে পরে পস্তাবেন।' 'বেঁচে থাকতেই ভালোবাসুন।'

শোনা গেল এমন চললে খুব তাড়াতাড়ি একটা টিকা আসতে চলেছে বাজারে। ভালোবাসার সেই টিকাকরণ চলবে পাঁচ বছরের ঊর্ধ্বে প্রত্যেকের জন্য। কিছু প্রতিষ্ঠান জোর গলায় দাবি করল এমন জনবিরোধী মেশিন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। বুদ্ধিজীবীরা প্রেস কনফারেন্স করে এই মেশিনের আগ্রাসন রুখতে সুনাগরিকদের অনশন কর্মসূচি নেওয়ার আহ্বান জানালেন। সমস্ত রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই মেশিনের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করল। দিকে দিকে মিছিল পথসভা বাড়তে লাগল।

এমন এক রাতে পঞ্চাননবাবুকে অবাক করে এল ফোর পয়েন্ট জিরোর সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁর স্ত্রী লাবণ্যদেবী। পঞ্চাননবাবু চমকে গেলেন, 'আমার ভালোবাসার প্রতি তোমার বিশ্বাস নেই লাবণ্য?' লাবণ্যদেবী হাসলেন, 'ছিল, মেশিনটা আবিষ্কারের আগে বিশ্বাস ছিল।' এই প্রথম পঞ্চাননবাবু ঘাবড়ে গেলেন। মাথা নীচু করে তিনি বললেন, 'মেশিন যা খুশি বলুক, আমি তোমায় ভালোবাসি লাবণ্য।' লাবণ্যদেবীর মুখে হাসি ফুটল, 'আমি জানি। আমি তোমার চোখের ভাষা বুঝি। তবে এমন ভয়ংকর সত্যি বলা মেশিন রেখো না, নষ্ট করে দাও। বরং এমন কিছু করো যাতে ভালোবাসা ফিরে আসে।' পঞ্চাননবাবু বললেন, 'তুমি যা বলছ তাই হবে। তবে মানুষের মনে ভালোবাসা ফিরিয়ে আনব কী করে?' লাবণ্যদেবী চাপা গলায় বললেন, 'ভালোবাসার জায়গা নিয়েছে হিংসে। তুমি হিংসে, রাগ, দম্ভ এসব সরিয়ে দাও। আমার মনে হয়, তাহলেই ভালোবাসা ফিরে আসবে।'

পরদিন কাগজে বেরিয়ে গেল, এল ফোর পয়েন্ট জিরো মেশিনটি আর কাজ করছে না। এই খবরটা বহুদিন পর মানুষকে বিরাট আনন্দ দিল। পাড়ায় পাড়ায় বিজয় মিছিল ঘুরতে লাগল। সমস্ত রঙের আবির ভাসতে লাগল বাতাসে। এই আনন্দের মাঝে পঞ্চাননবাবুর দুটি খবর দিয়ে লেখাটি শেষ করি। এক নম্বর খবর, সেই টাইপ শেখানো, স্পোকেন ইংলিশ শেখানো ঘরের সামনে ছোট্ট একটা সাদা রঙের সাইনবোর্ড লাগিয়েছেন পঞ্চাননবাবু। তাতে লাল রঙে লেখা, এখানে ভালোবাসা শেখানো হয়। নীচে খান তিনেক মোবাইল নম্বর ও একটি মেল আইডি। দুই নম্বর খবর, অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সেই ঘরের সামনে আরও একটা বোর্ড ঝুলতে দেখা গেল। তাতে বড়বড় করে লেখা 'হাউসফুল'।

## এপার ওপার...

*তেরোর পাতার পর*

ঘটাং ঘটাং শব্দে ওয়াগনগুলো ফিরে যাওয়ার পথে গা-ঝাড়া দিয়ে থার্মালের বাইরে এসে যে সামান্য সময় অদৃশ্য নির্দেশে দাঁড়াত সেটুকু সময়ের মধ্যেই লাইনের পাশে ঝাঁটা ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় ওয়াগনের চৌকো ঘুলঘুলিতে প্রবেশ করিয়ে দিত নিজেদের। নীচে অপেক্ষায় থাকা মানুষের মাথায় মাথায় নামিয়ে দিত ঝুড়িতে ঝাঁটিয়ে জড়ো করা ওয়াগনের কোনাকাঞ্চিতে লুকিয়ে থাকা কয়লার টুকরো এমনকি গুঁড়ো। এই গুঁড়ো কয়লার ভাগ শহরের কেন্দ্রে বসে থাকা সাদা জামার পকেটেও পৌঁছে যেত। একটুও কালো দাগ পড়ত না। বদলে বরাভয়। বদলে অদৃশ্য ডু নট ডিস্টার্ব বোর্ড। কয়লা দখলের একচ্ছত্র মালিক ছিল বাদল ধর। মালিক হওয়ার আগে ও বাদ লা ছিল। ওর আগে ছিল মণীশ। মণীশের ঝুপড়ি ছিল লাইনের পাশে। ক্ষমতা পেলে ওদের ঝুপড়ি বাড়ি হয়। তিনতলা না হলেও অন্তত দোতলা। কেউ টপকে দিতে এলেও যাতে তাকে উপরে উঠতে হয়। কষ্ট করতে হয় টার্গেটে পৌঁছাতে। মণীশের একতলা দোতলায় ভোগের সব উপকরণ সবসময় মজুত থাকত। হাতের কাছে সব থাকতে হবে। কোনও কিছুর জন্য যেন ওপর নীচ করতে না হয়। এমনকি রান্নার ঘরও প্রতি তলায়। একতলা থেকে খেতে খেতে সিঁড়িতে শেষ হয়ে গেলে ওপরে উঠে একই ব্র্যান্ডের বোতল দোতলায় ফ্রিজ থেকে বের করে চুমুক দিত। নাকি মণীশরা জানত, মৌরসি পাট্টা চিরকালীন নয় ওদের জীবনে। তাই পরেরজন সামনে এসে দাঁড়ানোর আগে শেষ মুহূর্তটুকু শুষে নিতে হবে। দোতলায় সান্টাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল মণীশের বৌ। নিজে সামনে ছিল। পেছনে সান্টা। এসব লাইনে বৌকেও বিশ্বাস করে না কেউ। বৌয়ের পেছনে সান্টাকে দেখেই মণীশের ডানহাত চেম্বার শক্ত করে ধরেছিল। সান্টার হাতে ছিল মেয়ের বিয়ের কার্ড।

মণীশ কি একটু নরম হয়েছিল? মণীশের বৌ সরে গিয়েছিল সান্টার সামনে থেকে। আর তখনই মণীশের বুক এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গিয়েছিল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সারা অঞ্চল জেনেছিল অন্য খবর। সান্টা নয় বাদ লা এখন থেকে কয়লা গুঁড়োর মালিক। কীভাবে কেউ জানেনা। শুধু জেনেছিল সান্টা নেমে এসে ওর ডানহাত বাদ লার মোটরসাইকেলে উঠেছিল। তারপর আর সান্টাকে দেখা যায়নি। আজও না কালও না। আর এসব কথা কেউ পাঁচ কান না করলেও দশকান হয়েই থাকে। সেদিন থেকেই বাদ লা বাদল ধর। বাদল ধর মাধ্যমিক পাশ ছিল আর তাই শহরের সাদা জামার শক্ত প্ল্যাটফর্মে জায়গা পেয়েছিল। মণীশ মণীশ হওয়ার আগে লাইনের পাশে ওয়াগনের নীচে ওর ঝুরির কোটা ছিল। সেখানে ফিরে দাঁড়িয়েছিল মণীশের বৌ। বাদল ধরের বাড়ি উঠছিল লাইনের পাশে। একতলা দোতলা থেকে তিনতলা। দোতলার ব্যালকনি উঠোনের মতো ছড়িয়ে পড়ছিল একটু একটু করে। তিনতলায় থাম উঠে দাঁড়াচ্ছিল একে একে। শান্ত মাথার বাদলের প্ল্যাটফর্ম বিস্তৃত হচ্ছিল রেললাইনের পাশ থেকে শহরের সাদা জামার প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত। সকাল সকাল আপ কাটোয়া লোকালে উঠে বাদল একদিন আবিষ্কার করেছিল অচেনা চারজন ওকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকের পকেটে হাত। শান্ত ঠান্ডা মাথার বাদল উলটোদিকের দরজা দিয়ে ঝাঁপ দিতে দিতেই নাকের ডগায় ডাউন লোকালের গন্ধ পায়। ওর উলটোদিকের প্ল্যাটফর্মে আর ওঠা হয়ে ওঠে না। আপ ডাউনের মাঝখান দিয়ে অনন্তকাল ছুটেও রেহাই পায়নি বাদল ধর। দু'দুটো প্ল্যাটফর্মের একটাও ধারণ করেনি বাদলকে। সেদিন বিকেলে ওর ডেডবডি যখন ওর অর্ধসমাপ্ত বাড়ির সামনে এসে শুয়েছিল তখন শহরে সাদা জামার কণ্ঠে শান্তির জন্য সুস্থ মানুষদের এক প্ল্যাটফর্মে জড়ো হওয়ার ডাক শোনা যাচ্ছিল। ডাক তো কতই আসে। জড়োও তো হয় কত লোক। দিনে হাঁটে। রাতে জাগে। একই প্ল্যাটফর্মে। দুই কিশোরী আর মা চলতি টোটোকে থামিয়ে বলেছিল

--চলো ... যেখানে মিছিল পাব সেখানেই নেমে যাব...

ক্রোধ জেদ সংক্রামিত হয়ে জড়ো হয়েছিল একই প্ল্যাটফর্মে। হাথরস কিংবা কামদুনি। উন্নাও কিংবা মানিকচক। পার্ক স্ট্রিট, ব্যারাকপুর কিংবা আরজি কর। সেইসময় বিশ্বাসে ভর করে অন্ধকার আকাশে উড়তে উড়তে এক জায়গায় জড়ো হচ্ছিল কফিনগুলো। ওরা হয়তো এখনও ওপর থেকে খুঁজে চলেছে ওদের জন্য তৈরি হওয়া প্ল্যাটফর্ম। কিংবা সেই মাস্টারমশাই যিনি বিশ্বাস করেছিলেন তার সামনে ব্যারিকেড করে দাঁড়িয়ে থাকা উর্দির আড়ালে সবাই তার ছাত্র। দিনের আলোয় ভর দুপুরে এখন বদল হয় বিশ্বাসের প্ল্যাটফর্ম। বদল হয় পতাকার। বদল হয় প্রতীকেরও।

> **ক্রোধ জেদ সংক্রামিত হয়ে জড়ো হয়েছিল একই প্ল্যাটফর্মে। হাথরস কিংবা কামদুনি। উন্নাও কিংবা মানিকচক। পার্ক স্ট্রিট, ব্যারাকপুর কিংবা আরজি কর।**

## জীবনস্রোতের সন্ধান

*তেরোর পাতার পর*

আর এসবের নীরব সাক্ষী এই রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মগুলো। সেদিনের উদ্বাস্তুবোঝাই ট্রেনগুলো সীমান্তরেখা পেরিয়ে যখন গন্তব্যে পৌঁছেছিল বা পৌঁছাতে পেরেছিল (শরণার্থীদের অনেক ট্রেনই শেষ অবধি রক্তাক্ত লাশ নিয়ে পৌঁছেছিল), উগরে  দিয়েছিল অগুনতি গৃহহীন মানুষকে। সাময়িকভাবে, কখনও বা দীর্ঘস্থায়ীভাবে সেই ছিন্নমূল মানুষদের আশ্রয় হয়ে উঠল রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মগুলো। সেসময়ের প্রামাণ্য নথিগুলোতে সেদিনের শিয়ালদা স্টেশন চত্বর এবং প্ল্যাটফর্মের বর্ণনা পাওয়া যায়, পাওয়া যায় কিছু ছবিও। হোগলা পাতার ছাউনিতে স্টেশন চত্বরে আশ্রয় পেয়েছিল ছিন্নমূল মানুষ। অনিশ্চিত এক জীবনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিল নতুন এক স্থিতিশীল জীবনের। আজন্ম চেনা জায়গা থেকে ছিন্নমূল হয়ে নতুন যাত্রাপথের মাঝে সেইসব প্ল্যাটফর্মই হয়ে উঠেছিল যেন এক ওয়েটিংরুম। কলকাতা এবং উপকণ্ঠের রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মগুলো ঘিরে শুরু হয়েছিল নতুন লড়াইয়ের সূচনা।

আজও তো ঋত্বিক ঘটকের সিনেমাগুলো আমাদের অস্থির করে। আরও পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু আন্দোলনের আকরভূমিও সেই প্ল্যাটফর্মগুলোই। কলকাতার উপকণ্ঠের রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মগুলো মফস্বলিবৃত্তান্তের এক পরিসর এখনও। শহরতলির মানুষদের প্রাত্যহিকতা, যাপনের এক বড় অংশজুড়েই স্টেশনকেন্দ্রিকতা, প্ল্যাটফর্মকেন্দ্রিকতা। পাঁচের দশকের বাংলা সাহিত্যেও উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে অসংখ্য লেখা আমরা পাই। সেখানেও অনিবার্যভাবে এসেছে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম। কিছু সাহিত্যসমালোচক সেইসময়ের এক ধারা হিসেবেই অভিহিত করেছেন এই 'প্ল্যাটফর্ম-স্টোরি'কে। শুধু কলকাতা কিংবা শহরতলির প্ল্যাটফর্মই নয়, সমগ্র পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের প্ল্যাটফর্ম-স্টোরি, দেশভাগ-পরবর্তী সময়ের ইতিহাস প্রায় একই। আরও পরবর্তী সময়ে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতেও আমরা ফের একবার সেই উদ্বাস্তুস্রোত এবং প্ল্যাটফর্ম-স্টোরির দ্বিতীয় অধ্যায় দেখতে পাই। এ প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত কিছু স্মৃতি রয়ে গিয়েছে। থাক না হয় সে'সব, আজ বরং প্ল্যাটফর্মের ভিন্ন কিছু পরিসর হয়ে ওঠার গল্প বলি...!  স্টেশন-প্ল্যাটফর্ম যে কতভাবে আমাদের জীবনে অপেক্ষার এক বারান্দা হয়ে রয়ে যায়, সে অভিজ্ঞতা আমাদের অল্প-বিস্তর সবারই রয়েছে। সেই যে 'বড়ি জিন্দেগি'র ফিল্মি ডায়ালগের উল্লেখ করলাম এ লেখার শুরুতেই, তো সেই বড় জীবন কিংবা মহাজীবনের স্রোত হয়তো আপাত জীবনের আড়ালে দৃষ্টির বাইরেই রয়ে যায়। কবি শঙ্খ ঘোষ বলেছেন 'দেখার দৃষ্টি'র কথা। রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের আপাত ব্যস্ততা আর ভিড়ের গভীরে লক্ষ করা যায় আরও এক গভীর জীবনস্রোত, এক যাপনচিত্র। সেখানে রয়ে যায় কত পরিসর, জটিল জীবনের কত টুকরো ছবি। 'চাক্ষিক রূপকার' হিসেবে আমরা ছুঁয়ে ফেলতে পারি সেই ছবিগুলো আর সেইসব টুকরো ছবি জোড়া লাগিয়ে ক্যানভাসে যে কোলাজ ফুটে ওঠে সেখানেই রয়ে যায় জীবনের গল্প, মানুষের অনুভূতি, অপেক্ষা, মান, অভিমান, আনন্দ, বেদনা। একজন জীবন রসিক কখনও ক্লান্ত হয় না এ জীবনে। জীবন লম্বা নাই-বা হল, জীবন হোক বড়, সে জীবন আড়ালে বয়ে চলা মহাজীবনের সন্ধানে থাকুক। এই অন্বেষণ যতদিন থাকবে, জীবনকে বোঝা মনে হবে না।

এ লেখা শেষ হোক বরং সেই প্ল্যাটফর্ম-স্টোরি দিয়েই। গুলজার পরিচালিত আটের দশকের বিখ্যাত সিনেমা 'ইজাজত'-এর শেষের দৃশ্যগুলো মনে পড়ছে। ওয়েটিং-রুমে যে কাহিনীর শুরু, প্ল্যাটফর্মে সেই কাহিনীর শেষ, মাঝে প্রায় পুরোটাই ফ্ল্যাশব্যাক। বেশ কয়েক দশক পার হয়েও সিনেমাটি আজও প্রাসঙ্গিক। স্টিম ইঞ্জিনের কু-ঝিকঝিক শব্দের আবহে ধীরে ধীরে আবছা হয়ে আসা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাচ্ছে ট্রেন...! একটা গল্প শেষ হচ্ছে কিংবা নতুন করে শুরু হচ্ছে। জীবনস্রোতকে ধরার জন্য অনেক সৃজনশীল মানুষের মতো গুলজার কিংবা তপন সিংহ (তাঁর পরিচালিত 'জতুগৃহ', যাকে 'ইজাজত' সিনেমাটির প্রেরণা বলা হয়) বেছে নিয়েছিলেন সেই রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম। প্রিয় লেখক হাসান আজিজুল হকের বলা কথাগুলোতে ফিরে আসি ফের – বেঁচে থাকাটা বিশিষ্ট...! তাই আমাদের এই সংক্ষিপ্ত জীবন, সংক্ষিপ্ত বেঁচে থাকার মাঝেই খুঁজে নিতে হয় মহাজীবনের স্রোত। রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম সেই জীবনস্রোতকে খুঁজে নেবার এক বড় পরিসর, বরং তাকে চিনতে শিখি...! এই চেনাটাই জরুরি।

> **গুলজার পরিচালিত আটের দশকের বিখ্যাত সিনেমা 'ইজাজত'-এর শেষের দৃশ্যগুলো মনে পড়ছে। ওয়েটিংরুমে যে কাহিনীর শুরু, প্ল্যাটফর্মে সেই কাহিনীর শেষ, মাঝে প্রায় পুরোটাই ফ্ল্যাশব্যাক।**

## সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে উত্তরবঙ্গ



আরজে প্রিয়াংকা



সিনেবাপ মৃন্ময় দাস



প্রীতম রায়



শ্রেয়া অধিকারী



বিরাজ মুখোপাধ্যায়



তরুলেখা রায়

## আমার এই দেহখানি তুলে ধরো

*তেরোর পাতার পর*

পেশায় যিনি দুঁদে গোয়েন্দা ও পুলিশকর্তা বিরাজ মুখোপাধ্যায়, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে তিনিই আবার মুখুজ্জে মশাই। যাঁর মুখে একবার যদি শোনেন বাঙালির পদবির ইতিহাস, তাহলে এ জীবনে হয়তো আর ভুলতে পারবেন না।

আর জ্ঞানের কথা যদি আসেই, তবে বলতে হয় 'থিংক্যালিটি'র কথা। আমাদের দিনহাটা, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, অধুনা বাংলাদেশের রংপুর বা অসমের পশ্চিম অংশটা যে কোচ রাজবংশীদের স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল এককালে, বা তারও আগে যেটা ছিল কান্তেশ্বরের কামতাপুর, সেই আদি ভূমিপুত্রদের সংস্কৃতি, বিশ্বাস, ইতিহাস, দেবদেবী, লোকগান এবং রাজাদের মহান কীর্তিকে সমগ্র ভারতবাসীর কাছে পৌঁছে দিতে বিদুষী তরুলেখা রায় উদ্যোগ নিয়ে খুলেছেন একটি ফেসবুক পেজ, যার নাম 'থিংক্যালিটি'। লক্ষাধিক মানুষের ভিউজ সেখানে হয়, কারণ তরুলেখা বেছে নিয়েছেন হিন্দি ভাষাকে। তাঁর কনটেন্ট সিরিয়াস ও এডুকেশনাল। নিজেদের জাতি অস্মিতাকে ভারতব্যাপী তুলে ধরাটাই লক্ষ্য তরুলেখার। এই ভিডিওগুলো দেখলে আপনি জানতে পারবেন অজানা বিভিন্ন তথ্য ও প্রকৃত ইতিহাস। অল্প হলেও ভাবতে চাইবেন, ভাবা প্র্যাকটিসও করবেন।

এর মধ্যে অডিওস্টোরির কথা উল্লেখ না করলে ভীষণ অন্যায় হয়ে যাবে। ময়নাগুড়ির কয়েকজন উদ্যমী তরুণ তুর্কি ছেলেমেয়েরা 'দি স্যাটার্ডে টিউব' নামে ইউটিউবে একটি চ্যানেল খুলে শোনান বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন গল্প। আজকের দিনে গোটা দুনিয়াজুড়েই অডিওবুক ও অডিওস্টোরির ডিমান্ড অভূতপূর্ব। মানুষ যে কখনোই কোনওভাবেই সাহিত্য বিমুখ হয় না, বই পড়ার সময় বা ধৈর্য হারিয়ে ফেললেও, মাধ্যমটা বদলে তিনি ঠিকই সাহিত্যের কাছেই ফেরেন, তা এইসব অডিওস্টোরি চ্যানেলের বিপুল ভিউজ দেখলেই প্রমাণ হয়। আর তাতে উত্তরবঙ্গও যে পিছিয়ে নেই, তা বলাই বাহুল্য। আগামীতে আরও চ্যানেল উঠে আসবে। যেভাবে উঠে এসেছে এই প্ল্যাটফর্মকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে সফল হওয়া কবি-লেখকেরা।

বিগত দশ বছরে যতজন নতুন কবি-সাহিত্যিক উঠে এসেছেন আমাদের উত্তরবঙ্গ থেকে, তার সিংহভাগই ফেসবুক নামক প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে। নতুন কবি-লেখকদের লেখা প্রকাশের আগে কোনও জায়গা ছিল না সেভাবে। তাঁরা একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়েছেন। লেখা কেমন হচ্ছে, মানোত্তীর্ণ হচ্ছে কি না, সেগুলো পরের তর্ক। কিন্তু সবাই আসলে চেষ্টা করছেন ভালো কাজ করবার। মানুষকে আনন্দ দেওয়ার। প্ল্যাটফর্মকে সঠিক ব্যবহারের। মানুষের পরিশ্রমী জীবনকে বিনোদন দেওয়াটাও যে এক শিল্পীর বিরাট বিপুল দায়!

এই যে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে উত্তরবঙ্গের আনাচেকানাচে বসে ব্লগ বানাচ্ছে— কেউ বা দেখাচ্ছে পাহাড়ের অজানা অপূর্ব ঝরনা, কেউ আবার মালদার ফজলি আমের মহিমা, কেউ হয়তো বানাচ্ছেন শর্টফিল্ম, তো কেউ দেখাচ্ছেন ছবি আঁকা— এগুলো কি কেবলই শখ? উঁহু! এ হল নতুন যুগের শিল্প। এটি এখন রোজগারের নয়া মাধ্যম। রবি ঠাকুর গেয়েছিলেন, 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।' সেভাবেই আজ কোচবিহার থেকে গান ধরলে তা শোনা যায় ক্যালিফোর্নিয়ায়। জলপাইগুড়ির সাহিত্য-গল্প যখন জামাইকার কোনও বাঙালির কানে পৌঁছায়, তখন ভূগোলের মানচিত্র ফিকে হয়ে আসে। শিল্পটা বাঁধা পড়ে একটাই অদৃশ্য সুতোয়।

অনেকে হয়তো ভাববেন, কনটেন্ট ক্রিয়েশনের ইঁদুর-দৌড়ে কে টিকে থাকবে আর কেইবা তলিয়ে যাবে মহাকালের গর্ভে? তার উত্তর দেবে সময়। কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নিজেই আজ ইন্ডাস্ট্রি। শিল্প এখন কারও মুরুব্বিয়ানার কথা শোনে না, আমাদের হাতের তালুতে, আমাদের নিজস্ব শর্ত ও ডায়ালেক্টে সে স্পন্দিত হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ আজ শুধু কেন্দ্রের দিকেই নয়, সে তাকাচ্ছে গোটা বিশ্বের দিকেও। আর এই সংযোগের জয়গানই হল একবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লব।

# ইনসেন্টিভ

বিমল দেবনাথ

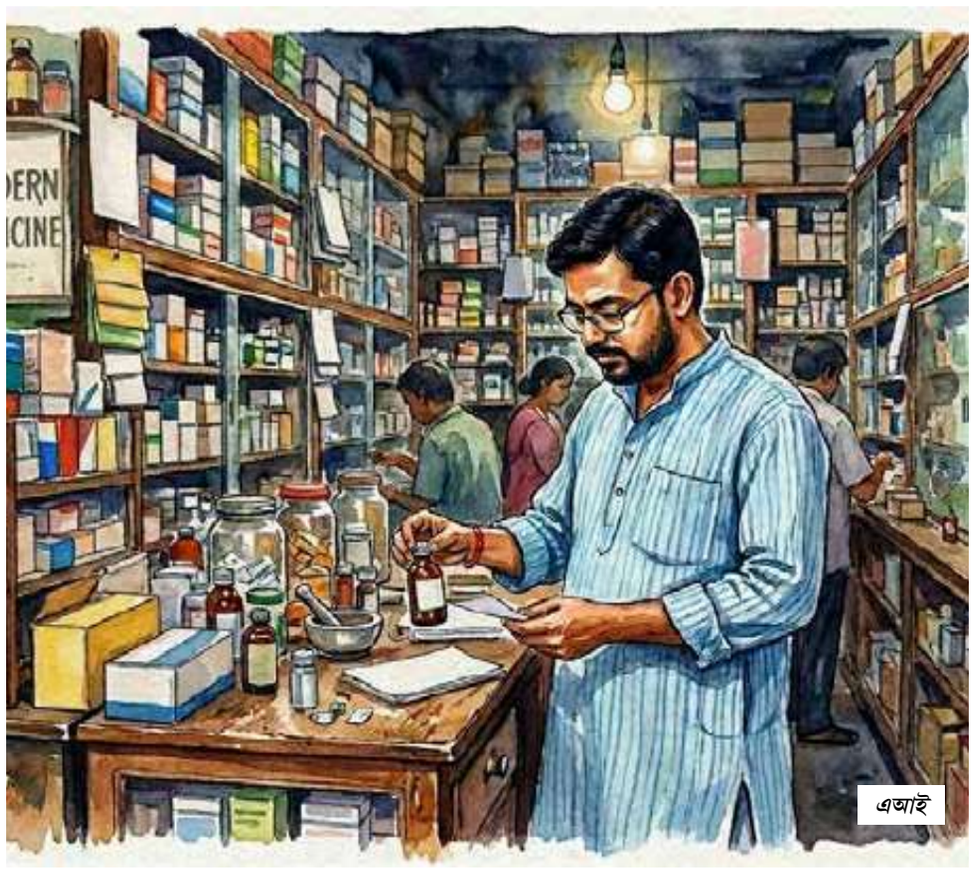

এআই

ছোটগল্প

হরিশ ফুটপাথ ধরে হনহন করে হাঁটছে। দোকানে দেরিতে পৌঁছালে কথা শুনতে হয়। তাড়াতাড়ি হাঁটতে চাইলেও হাঁটা যায় না। ফুটপাথের যা অবস্থা! দখলমুক্ত করার লক্ষ্মঝক্ষ হলেও কিছু করা যায়নি। আগে বাসে যেত শিয়ালদা থেকে। অফিসের সময়ে বাসগুলোও ভিড়ে ঠাসা থাকে। একটা মেয়ে একদিন কনুই দিয়ে এমন গুঁতো মারে, হরিশ ব্যথায় কুঁকড়ে ওঠে। কে খোঁচাল আর কে গুঁতো খেল কেউ বুঝল না। রাতে বৌ কথাটা শুনে বলে, "এই বয়সেও ছোঁকছোঁক করো! মেয়ে দেখলে লালা পড়ে? ছিঃ..." 'ছিঃ' শব্দটা জোঁকের মতো আটকে থাকে মনের ভেতর।

বার্বি হওয়ার পরে 'মডার্ন মেডিসিন' দোকানটাতে ঢুকেছে। আগে 'প্রতিমা মেডিকেল'-এ কাজ করত। মালিকটা বড় কিপটে। কিছুতেই মাইনে বাড়াচ্ছিল না। বুঝতে চায় না, সংসার বড় হলে খরচ-খরচা বাড়ে। হরিশ অনেকদিন ধরে চৌরাস্তার 'মডার্ন মেডিসিন'-এর ওপর নজর রাখছিল। বেশ বড় দোকান। খরিদ্দার সবসময় মাছির মতো ভনভন করে। ভাবে, সেই দোকানে কাজ পেলে মাইনেটা বেশি হবে। একদিন ফেরার পথে পাশের দোকান থেকে ক্যাডবেরি কিনে অপেক্ষা করছিল, কখন ভিড় কমে। ভিড় কমলে এগিয়ে গিয়ে বলে, "দাদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

হাসিমুখ লোকটা বলল, "বলুন, কী ঔষধ লাগবে?"

ঔষধই বটে- টাকার থেকে বড় ঔষধ আর কী আছে! হরিশ কাজের কথাটা কীভাবে বলবে ভাবতে সময় নেয়। লোকটার দৃষ্টি যেন শিকারির টর্চের আলোর মতো পড়ে হরিশের মুখে। বলে, "বয়স তো তলে তলে কম হল না। লজ্জা কীসের, বলে ফেললে হয়। কোনটা লাগবে? কী রকম পছন্দ? মসৃণ নাকি দানাদানা... আরে মশাই, রাত অনেক হয়েছে, দোকান বন্ধ করব। ক্যাডবেরিতে জিভের স্বাদ মেটে, শরীরের নয়। শরীরের জন্য ভালো যন্ত্র চাই। এই নিন, ডটেড। দেখবেন, পাশা পালটে যাবে।"

লোকটা একটা সুন্দর প্যাকেট এগিয়ে দেয়। হরিশ জানে প্যাকেটটা কীসের। বুকপকেটের ক্যাডবেরিতে আলতো করে হাত দিয়ে বলে, "এটা আমার মেয়ের জন্য।"

"সে ঠিক আছে... দিন, দামটা দিন। বোকা হাঁদা! ফুর্তি করবে, সরঞ্জামের নাম বলতে পারবে না।"

হরিশ আমতা-আমতা করে বলে, "এটা আমার চাই না।"

"আচ্ছা, তবে কী লাগবে বলুন তাড়াতাড়ি।"

"আমার ঔষধ চাই না দাদা।"

"মশাই, রাতে কি মশকরা করতে এসেছেন? নিজের জ্বালায় বাঁচি না, উনি এসেছেন গল্প দিতে!"

দোকান বন্ধ করতে করতে জিতেনের ভাবনা মোড় নেয়। লোকটা দালাল নয় তো? আগে তো দেখিনি! নতুন দালালের কাছে নতুন মালের খবর! তাহলে আরও কয়েকটা বছর নিশ্চিন্ত। হরিশের দিকে ঘুরে রহস্য ঢেলে বলে, "বলুন, কী খবর আছে?"

"দাদা, আমার কাজ লাগত। 'প্রতিমা মেডিকেল'-এ কাজ করছি, দশ বছর ধরে..."

জিতেনবাবু যেন চিরতার রস গিলল। চোখ দুটো কচ্ছপের মাথার মতো ভেতরে ঢুকে গেল। ব্যস্ত হয়ে পড়ে দোকান বন্ধ করার কাজে। হঠাৎ মনে পড়ল মালিক হীরকবাবু নতুন কর্মচারী খুঁজতে বলেছিল। কেয়া খুব ঝোলাচ্ছে- কাজ ছাড়া সব বিষয়ে গররাজি। নতুন কর্মচারী জোগাড় করে দিলে হীরকবাবু ঠিক খুশি হবে। জিতেনবাবু ঝুঁকে দেখে ছেলেটা অলসভাবে হেঁটে যাচ্ছে। বয়স কম হলেও কাজের অভিজ্ঞতা কম নয়। সুদর্শন। কিছুটা মেয়ে-মেয়ে ভাব। ডাকে, "ও মশাই, শুনছেন! এই যে মশাই, আপনি... কাজ চেয়েছিলেন যে..."

হরিশ ঘুরে দেখে, কয়েক মুহূর্ত ভাবে, তারপর ফিরে আসে।

"আর বলবেন না। রাতের বেলায় এমন সব খরিদ্দার আসে মাথা ঠিক থাকে না।"

জিতেনবাবু হরিশের বাড়ি ও হাঁড়ির খবর জেনে নেয়। কাজটা হরিশ পেয়ে যায়। মাইনেও বাড়ল, এক্সট্রা কাজের ইনসেন্টিভও পাবে। হরিশের কষ্ট হয়- ওর জন্য একটা সুন্দরী মেয়ের কাজ চলে গেল। যাবার সময় মেয়েটা বলল, "চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়।"

হরিশ বুঝতে পারে না, কথাটা কাকে বলে গেল কেয়া- জিতেনবাবুকে, নাকি তাকে? সে সব ভুলে মন দিয়ে কাজ করে। কাজ করতে করতে জিতেনবাবুর সঙ্গে বেশ খাতির জমে যায়। মাঝে মাঝে মালিক যখন দোকানে আসে, হরিশরা ভয়ে ভয়ে থাকে। হীরকবাবু খুব গম্ভীর। কথা বললে একটা ঠান্ডা হাওয়া বয়। কেমন একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। গন্ধটা নাকে লেগে থাকে, যেতে চায় না। কী যে সেন্ট গায়ে লাগায় কে জানে! মালিক ও জিতেনবাবুর গোপন কথার কিছু শব্দ বাতাসে ওড়ে। সে সব শুনলেও মনে রাখার সাহস পায় না হরিশ। জিতেনবাবু মালিকের গায়ে গায়ে লেগে থাকে। চকচকে টাক চুলকোতে চুলকোতে রহস্যময় হাসির আলো ফেলে মালিকের ওপরে।

একবার বার্বির জন্মদিনে হরিশ নিমন্ত্রণ করেছিল জিতেনবাবুকে। জিতেনবাবু বার্বির জন্য নিয়ে এসেছিল অনেক খেলনা। সে সব দেখে বার্বি ও দাহী খুব খুশি। এই প্রথম এত খেলনা একসঙ্গে দেখল ওরা- হরিশও। জিতেনবাবু বলে, "কীরে হরিশ, বুড়ো ভাম কোথাকার! কচি বৌ নিয়ে ঘর করিস, তারপর এক বছর যেতে না যেতে পুতুল চাই... পুতুল!"

বার্বি কী বুঝল কে জানে! পুতুল নিয়ে খেলতে থাকে। হরিশ লজ্জা পেয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকায়। জিতেন বলে, "বৌদি দশ বছরে আর না! জানেন তো- দরিদ্রের কাম বেশি।"

দাহীর লজ্জা লাগলেও ভালো লাগে জিতেনবাবুকে। লোকটা সহজ-সরল। কঠিন কথা সহজ করে বলে দেয়। বেশ মজাদার। যেমন হাসে তেমনি হাসায়। দাহী বলে, "আপনি তো আমার কাকা-বাবার বয়সি, আমাকে বৌদি বলবেন না।"

"সে কী করে হয়! হরিশ আর আমি বন্ধু, একসঙ্গে কাজ করি। বন্ধুর কি বয়স দেখতে হয়? দাহীদেবী, আপনি বৌদিই।"

হরিশ বলে, "ঠিকই তো বলেছে জিতেন। আমাকেই দাদা ডাকতে দেয় না- বলে, বন্ধুকে দাদা কীরে?"

> সকাল হতেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে হরিশ। ফুটপাথ ধরে হনহন করে হাঁটছে। কখনও সাপের মতো, কখনও হাতির মতো। গতকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। তাও শরীরে কেন যেন অনেক জোর। মনে জ্বলছে ভাটির আগুন। খাবারের ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না- তাহলে কি সুগন্ধের আড়ালে পচা মাংস ছিল? রান্নার বিষয়ে দাহী তো এক্সপার্ট, ভালো-মন্দ চিনতে ভুল হয় না। শুধু শুধু দাহীর সঙ্গে ঝগড়া করলাম!

দাহী ঘুরে চলে যায় ডিনার আনতে। জিতেনবাবুর নজর মতো পড়ে দাহীর ডিমের মতো ফর্সা গোড়ালিতে। হরিশ দিনরাত এক করে কাজ করে। জিতেনের গর্ব- সে হরিশকে পছন্দ করে কাজে নিয়েছে। মালিকও খুশি। মাইনে পায়, ইনসেন্টিভ পায়। বার্বিকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করিয়েছে। মাথার উপরে ছাদ হয়েছে। ঘরের সঙ্গে আরও দুটো রুম হয়েছে। টিভি, ফ্রিজ- সব এসেছে।

এতসবের মধ্যেও হরিশের মনে কেন যেন চৈত্রের হাওয়া বয়। ঘরে ঢুকলে নাকে লাগে পোড়া গন্ধ। কতদিন দাহীর শরীরের ছোঁয়া পায়নি। শরীরটা যেন দিন-দিন ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তলপেটে তীব্র ব্যথা করে। ইউরোলজিস্ট, নেফ্রোলজিস্ট, এন্ডোক্রিনলজিস্ট, গ্যাস্ট্রোলজিস্ট- সব দেখানো হয়েছে। কেউ কোনও রোগ ধরতে পারেনি। দাহী বলে, "ওটা পেটের রোগ নয়, মনের রোগ।"

"বার্বি তো ঘুমিয়ে- চল না, সে ঘরটাতে যাই। কত সুন্দর করে সাজিয়েছ! এখন তো একবারও যাইনি। কতদিন হয়ে গেল ঘরটা বানিয়েছ।"

"ঘুমিয়ে পড়ো। সেই সকালে উঠে যাও, ফের রাত দশটায়। আবার সকালে উঠে লোকালে ঠেলাঠেলি করবে। তারপর হাঁটা। তাও কখনও ঠিক সময় দোকানে পৌঁছাতে পারো না। কত বলছি, কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট নাও- সেটা তো হচ্ছেই না। খেটে খেটে পেটে ব্যথা বাধিয়েছ।"

দাহী উলটো দিকে ঘুরে বার্বিকে জড়িয়ে শুয়ে পড়ে। হরিশ পেটের ব্যথায় ছটফট করে। মনে মনে ভাবে- এত চাপ আর নেওয়া যাচ্ছে না। কাজটা এবার ছেড়ে দেব।

২

হরিশ হাতে গোলাপ ও খাবারের প্যাকেট নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে। দাহী অবাক। পা যেন অবিশ্বাসের শিকড়ে মেঝের সঙ্গে আটকে গেছে। জীবনে এমনটা ঘটেনি কখনও। হরিশ খাবারগুলো টেবিলের ওপর রাখে। গোলাপগুলো একটা গ্লাসে সাজিয়ে রাখে টেবিলের ওপর। গুনগুন করে গান করতে করতে বাথরুমে ঢোকে। সোফায় বসতেই বার্বি এসে বসে পড়ে বাবার কোলে। বার্বিকে অনেক চুমু খায়, আদর করে। গালে আলতো করে ছুঁয়ে বলে, "যাও, হাত ধুয়ে এসো।"

বার্বি চলে গেলে, হরিশ দাহীকে জড়িয়ে ধরে গদগদ স্বরে বলে, "দাহী, আজ আর চা খাব না। একবারে ডিনার করে নেব। কতদিন ভালো করে ঘুমাইনি। ডিনার করে এই ট্যাবলেটটা খেয়ে নিও। জিতেন দিয়েছে। আমাদের সম্পর্কটা আগের মতো হয়ে যাবে। আমার তলপেটের ব্যথাও চলে যাবে।"

যে উষ্ণতা পাওয়ার কথা, সেটা পায় না হরিশ। দাহীর শ্লেষোক্তি শিথিল করে দেয় আশ্লেষ। দাহী টেবিলে গিয়ে খাবারগুলো খুলে বলে, "তুমি কিনেছ?"

"না, জিতেন আনিয়ে দিয়েছে।"

"তুমি কী! পচা খাবার নিয়ে চলে এলে?"

হরিশ, বার্বি চলে আসে টেবিলে। হরিশ বলে, "কী সুন্দর গন্ধ বের হচ্ছে মাংস থেকে! দ্যাখ, এখনও কী গরম! ধোঁয়া উঠছে।"

বার্বিও বলে, "মা, কী সুন্দর গন্ধ বের হচ্ছে! দাও, খাব।"

দাহী খাবারগুলো ছুড়ে ফেলে চিৎকার করতে থাকে, "তুমি কী, হরিশ! পচা ভালো চেনো না? গন্ধ বোঝো না? এগুলো সব পচা। আমি তোমাকে পচা মাংস খাওয়াতে পারব না।"

হরিশ বলে, "কী বলছ তুমি? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?"

একথা সেকথায় ওদের তুমুল ঝগড়া লাগে। বার্বি না খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে যায় শুতে। একসময় চলে যায় দাহীও।

৩

সকাল হতেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে হরিশ। ফুটপাথ ধরে হনহন করে হাঁটছে। কখনও সাপের মতো, কখনও হাতির মতো। গতকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। তাও শরীরে কেন যেন অনেক জোর। মনে জ্বলছে ভাটির আগুন। খাবারের ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না- তাহলে কি সুগন্ধের আড়ালে পচা মাংস ছিল? রান্নার বিষয়ে দাহী তো এক্সপার্ট, ভালো-মন্দ চিনতে ভুল হয় না। শুধু শুধু দাহীর সঙ্গে ঝগড়া করলাম! জিতেন কেন এরকম করল? আজ জিতেনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেব...

নানা ভাবনায় হাঁটতে হাঁটতে একজনকে ধাক্কা মারে। সে প্লাস্টিকের জগ উপুড় করে খাচ্ছিল জল। জগের জলে ভিজে যায় হরিশের জামা। চিৎকার করে, "কুকুরের লেজ সোজা করার যত চেষ্টা করো না কেন, ছেড়ে দিলে আবার বেঁকে যায়। ক'দিন আগে হকার উচ্ছেদ হল, এখন আবার যে-কে-সেই। মানুষের হাঁটার উপায় নেই! সব শালা ছোটলোক!"

উচ্ছেদ নিয়ে উত্তপ্ত ছিল পরিবেশ। গালাগালি যেন আগুনে ঘি ঢালে। উত্তেজিত জনতা যে যা হাতে পায়, তাই দিয়ে মারতে শুরু করে। হরিশ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় রাস্তায়। ভিড় পাতলা হলে পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেয় হাসপাতালে।

৪

জিতেনবাবু বারবার ঘড়ি দেখে। এখনও কেন হরিশ এল না! ঔষধটা কি বেশি ভালো কাজ করেছে? এত দেরি হবার কথা তো নয়। নাকি কাজটা ছেড়ে দিল! হরিশের মোবাইলে ফোন করে। দাহী বার্বিকে স্কুল বাসে তুলে দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ পরে হীরক আসবে। আজ কেন যেন শৃঙ্গারে মন বসে না। জিতেনের নাম দেখে দাহী ফোন তোলে না। এই লোকটাই যত নষ্টের গোড়া। আবার ফোন বাজতে শুরু করে। এবার ফোন তোলে দাহী। রুষ্ট স্বরে জিতেন বলে, "হারামজাদা, তুই কোথায়? এখনও এলি না! ঘুম ভাঙেনি?"

দাহীর পেট মোচড় দিয়ে ওঠে। বলে, "কেন, ও দোকানে যায়নি?"

"না, বৌদি। এখনও আসেনি।"

দাহীর শিরদাঁড়া বেয়ে ওঠে ঠান্ডা স্রোত। কিছুদিন ধরে দাহী লক্ষ করছিল, হরিশ তলপেটের ব্যথা নিয়ে উদ্ভ্রান্ত হয়ে থাকত। হরিশ কি তা হলে...দাহী ব্যাকুল হয়ে বলে, "জিতেনদা, ও তো সকালে বেরিয়ে গেছে। আমার খুব ভয় করছে জিতেনদা, আপনি একটু খবর নিন।"

জিতেন কোনও খোঁজ না পেয়ে- মুচিপাড়া থানায় যায়। ছুটে যায় হাসপাতালে। হরিশ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে বেডে। ফোন করে হীরককে। হীরক বলে, "তুমি ওর সব ব্যবস্থা করে দাও, আমি আসছি।"

দাহী ও বার্বি এনআরএস হাসপাতালে পৌঁছাতে বিকেল হয়ে যায়। ততক্ষণে হরিশের জ্ঞান ফিরে আসে। জিতেন দাহী ও বার্বিকে নিয়ে কেবিনে ঢোকে। দাহী হরিশের কপালে হাত রাখে। দোকানের সেই গন্ধটা নাকে লাগে হরিশের। মাথাটা ঘুরিয়ে নেয় জিতেনের দিকে। দাহী সরে এসে বার্বিকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। জিতেন বলে, "হীরক বলেছে, তোমাকে কাজে বাইরে পাঠাবে। ইনসেন্টিভ হিসাবে একটা ফ্ল্যাট দেবে। তুমি বলেছিলে না- দাহী বলেছে।"

হরিশ উপুড় হয়ে মুখ গোঁজে, চোখের জল শুষে নিতে থাকে নরম বালিশ...

## উত্তরের কবিমুখ

সন্তোষ সিংহ

আদিত্যনাথ সিংহ ও মনোরমা সিংহের সন্তান সন্তোষ সিংহের জন্ম কোচবিহারের ক্ষেতি ফুলবাড়ি গ্রামে। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক। এবিএন শীল কলেজ থেকে স্নাতক ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করে ২০১২-তে অবসর। গল্প লেখা দিয়ে লেখালেখি শুরু হলেও কবিতাই তাঁর আশ্রয়ভূমি। আশির দশক থেকে লেখা শুরু। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল রাত্রিভূমি, স্বপ্নের কবিতা : সূর্যাস্তের ভাষা, অতিমর্ত্যদেশ, হে মধুর, অথচ মাসীসংলাপ কথা, জিরানকাট ও অনন্ত খেজুরগাছ, অসমাপ্ত নূপুর, একটি নাচের মুদ্রা থেকে, ব্রহ্মকমল প্রভৃতি। রাজবংশী ভাষায় অন্তত এগারোটি কাব্যগ্রন্থ আছে। সেগুলির মধ্যে কবিতা কুঙ্কুরার সুতা, দোতোরার ডাং, হাটুয়া ভাঙা দ, সাতাও খুবই পাঠকপ্রিয়। বিভিন্ন সম্মাননা ও পুরস্কার : উত্তরবঙ্গ বইমেলা স্মারক সম্মান, চিকরাশি সম্মান, হিতেন নাগ স্মৃতি পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক রাজবংশী ভাষা সম্মান, ত্রিবৃত্ত পুরস্কার, তোর্ষা সাহিত্য সম্মান, কবি সুজিত অধিকারী স্মৃতি পুরস্কার, কবি অরুণেশ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার প্রভৃতি। সম্পাদিত পত্রিকা : ময়ূখ ও ঋষ্যমূক। প্রচ্ছদ সহ প্রচুর ছবি এঁকেছেন।

### আত্মহত্যা

আর কিছুদিন অপেক্ষা করো
তারপর না হয় আত্মহত্যা করো
আত্মহত্যা অপরাধ আমি বলছি না করতেই পারো
তবে একটু সবুর করে ঠিক সময়ে এসব পুণ্যের কাজ করতে হয়
আগে দেখে যাও গল্পের গোরু গাছে ওঠে কিনা
আগে দেখে যাও শুয়োরের লেজ সোজা হয় কিনা
আগে দেখে যাও নেড়ে আর একবার বেলতলা যায় কিনা
আগে দেখে যাও সূর্য পশ্চিমদিকে ওঠে কিনা
এসব না দেখে আত্মহত্যা করতে চাও?
পাগল ছেলে কোথাকার!
আপাতত তোমার ফাঁসের দড়িটা গুণটানার কাজে লাগাও
আপাতত তোমার ফাঁসের দড়িটা পেতলের বালতিতে বেঁধে
বোকাতি চুয়া থেকে শান্তি জল তুলে এনে
সারা বাড়ি বিছানাপত্রে অন্তর্বাসে ছিটিয়ে দাও
আর লক্ষ্য রেখো গুণ টানতে টানতে
নৌকা যেন হাত ফস্কে বেরিয়ে না যায় পরলোকের দিকে ...

অণুগল্প

## মৃত্যু ও প্রেম

শক্তিব্রত ভট্টাচার্য

সারা গ্রাম ভেঙে পড়েছে- তানুর বডি আসবে। সেনাবাহিনীতে কাজ করত, শত্রুর আক্রমণে মারা গেছে। চারদিকে সাংবাদিক, সরকারি আমলা, পার্টির নেতাদের ভিড়। কানুই সামলাচ্ছে সব, তানুর ছোট ভাই। বাবা ভিতরের ঘরে বসে আছে, মা সেই ছোটবেলা থেকেই নেই। কানুর কিন্তু বেশ লাগছে, টিভিতে দেখাবে, সব্বাই খুব খাতির করছে।

বডি আসার পর সবাই সম্মান জানাল। সব মিটল সন্ধ্যায়। ভিড় কমেছে। চারদিকে আর কেউ নেই।

চুড়ির রিনরিনে আওয়াজে ঘোর কাটে কানুর।

-সারাদিন যা ধকল গেল, কিছু মুখে দাও।

অলকার হাতে টিফিনবাক্স। বাবা শুয়ে কড়ি কাঠ গুনছে। অলকা টিফিনবাক্স খুলে খেতে দেয় কানুকে। তার মনে পড়ে, দাদা আর সে এখানে বসেই খেত। দাদা হাল না ধরলে সংসারটা ভেসে যেত।

-শুনেছ? অলকা জিজ্ঞেস করে।

-কী?

-সরকার বলেছে পাঁচ লাখ টাকা আর নিকট আত্মীয়কে চাকরি!

মাথা নীচু করে খায় কানু। বেকার বলে বিয়েটা হচ্ছে না।

-বাবা বলেছে কাল একবার দেখা করতে!

-কেন?

-ভগবানের দয়ায় চাকরিটা হয়ে গেলে...

অলকার বাবাকে এড়িয়েই চলে কানু, দেখা হলেই ট্যারাবাঁকা কথা শোনায়।

-যেও কিন্তু!

অলকা চলে যায়। বারান্দায় টেবিলের উপর দাদার একটা বাঁধানো ছবি, সামনে রাখা ফুল আর মালার স্তূপে ঢাকা পড়ে গেছে। ছবিটা ভিতরে নিয়ে গিয়ে কাগজে মুড়ে টিনের বাক্সে রেখে দেয় কানু। মেঝের বিশ্রী ফাটলটা চোখে পড়ে। চাকরিটা পেলে আগে বাড়িটা সারাবে, মনে মনে ঠিক করে কানু।

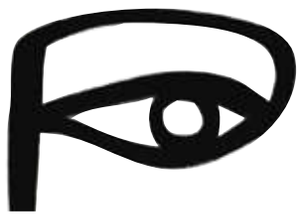

## নিউ ভারত মুদিখানা

আরতি ধর

সকাল সকাল দোকান খুলতেই দুজন গ্রাহক দেখে মনে মনে 'জয় গণেশ' বলে হাসিমুখে এগিয়ে এসে রতন প্রথমে দুজনের চেহারা পড়ে নেয়।
এবার প্রথম গ্রাহকের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বলুন স্যর কী চাই আপনার?'
-ভালো চাল আছে?
চালের কথা শুনেই রতন গ্রাহককে একের পর এক চালের নাম-দাম শুনিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কোনটা চাই?'
-এ তো সব সস্তা চাল, একটু ভালো চাল নেই?
-না স্যর, এর চেয়ে ভালো চাল আমার কাছে নেই।
গ্রাহকের মনের কথা বুঝতে পেরে উৎসাহ হারিয়ে রতন এবার দ্বিতীয় গ্রাহককে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার কী চাই বলো দেখি?'
প্রথম গ্রাহক ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে, দ্বিতীয় গ্রাহকও বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আমিও চাল কিনতে এসেছিলাম। চাল-দাম দুটোই শোনা-দেখা হয়েছে। 'এত দাম দিয়ে চাল কেনার সামর্থ্য আমার নেই' বলে আর দেরি না করে সে-ও হাঁটা দেয় অন্য দোকানের উদ্দেশে। সকাল সকাল ব্যবসায় বাধা পেয়ে নিরাশ রতন ধীরে ধীরে জল ছেটাতে শুরু করে দোকানের চৌকাঠে।

(১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে। ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com)

কবিতা

### বিষফাগুন

কাকলি মুখোপাধ্যায়

শিমুল পলাশের আগুন কথার মাঝে,
বিরহগাথা গুঁজে রাখে,
ঝরা পাতার দল।
বাতাসের আলতো ছোঁয়ায়,
সোচ্চারে ঝরে পড়ে --
প্রকৃতির উদোম শরীরে।
লাল, নীল, হলুদের মিশেলে
ডুবে থাকা মন,
রামধনু সাজে।
উদাসী স্বপ্নের ঘোর,
মুঠো মুঠো ছাই,
যত্নে জমায় এঁটো পোটলায়।
ফাল্গুনের একফালি ছবি,
শুধু দেওয়ালেই থাক।
অস্থায়ী রঙের বুকে,
বসন্ত বড্ড অসহায়।

### সহজিয়া

অনুভব সরকার

অক্ষরে জাগি রাত
বন্দি খাঁচার পাখি
অনুভূতিহীন আয়নার বুকে

অচেনা নিজেকে দেখি

আতর মেখেছে মেঘ
ডোম যুবতীর ঘরে
শীতাতুর গোধূলিও

পোড়ে কামনার জ্বরে

ইড়া-পিঙ্গলা দেশে
রুমালের পরকীয়া
টিলার শীর্ষে আজও

কাহ্নুর সহজিয়া

বিষণ্ণতার পিঠে
রাখি হরিণার শব
কলম এবং আমি

----নিঃস্ব অসম্ভব

### জন্মদিন

অনুপ শ্যামল

জন্ম আমার শামিয়ানাতে
ফাগুন মাসের মাঝে,
ঝোপের ধারে ঘাসের বনে
আসত না কেউ কাজে।

পথঘাট সব ধু-ধু করে
আঁধার নামে রাতে,
ধন্য আমি আজও আছ
তোমরা আমার সাথে।

দীর্ঘদিনের যত্নে তোমার
করলে আমায় কলেজ,
বাড়ছে সাথে হাসপাতাল
আর চিকিৎসারও নলেজ।

দূরান্তের ওই কত না লোক
আজকে আমায় চেনে,
চিকিৎসা আর গবেষণাতে
নতুন জোয়ার এনে।

আমার এখন লক্ষ্য শুধু
স্বাস্থ্য আর শিক্ষা
তোমার জ্ঞানের আলো
আমার সেরা ভিক্ষা।

কুচবিহারের মাঝে আমি
থাকতে সুখে চাই,
হাজার লাখ ডাক্তার হোক
আমার বুকে তাই।

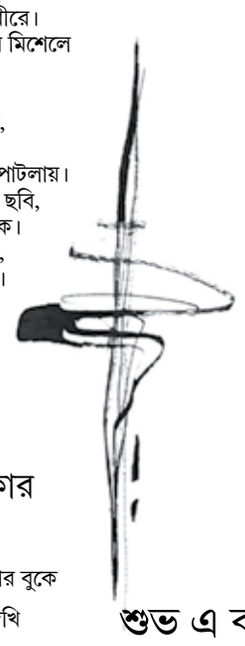

### শুভ এ বসন্ত

তন্ময় কবিরাজ

অভিমানী পলাশের ঠোঁটে শালিকের সুখ
বসন্তের আবিরে সে পাখি ভালোবাসবেই,
ভাঙা দুয়ারে আজ আমার অতিথি এসেছে
শিল্পীর তুলিতে এ শরীর রং মাখবেই,

তুমি রং বাহারে লুকিয়ে থাকতে পারবে না,
রাত নামলেই জোনাকি আসবে,
পাতা ঝরা খোয়াই তীরে অপেক্ষার শেষে
বনলতা সেন বা শোভনা কিংবা নীরা
ভরা ফাল্গুনে পুরুষ পরাগে মিশে যাবে প্রেম,
স্মৃতি খোলা মুক্ত নদীর ধারে ক্লান্ত বৈষ্ণবী গান।

তুমি সুখ চাইলে দোল খেলতে এসো,
চেনা রাস্তার একটু দূরে বেলাশুরুর বাগান
গোপন ঘরে হঠাৎ আলো - শুভ এই বসন্ত।

মিচেল স্যান্টনার- বাঁ-হাতি স্পিনার হলেও গুগলির ব্যবহার করেন

বরুণ চক্রবর্তী- ভারতীয় বোলিং অ্যাটাকের অন্যতম তুরুপের তাস এই মিস্ট্রি স্পিনার

রশিদ খান- লেগ স্পিনার হলেও ফ্লাইট কম দিয়ে ফ্ল্যাট ট্র্যাজেক্টরিতে বল রাখেন এবং স্ট্যাম্পকে অ্যাটাক করেন

# বোলিং স্ট্র্যাটেজির অন্দরমহল

স্নেহাশিস মুখোপাধ্যায়

ক্রিকেট চিরকাল ব্যাট এবং বলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও দুইয়ের মধ্যে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই নিয়ে দীর্ঘ তর্ক-বিতর্ক রয়েছে। কারোর মতে, ক্রিকেট আজ বড়ই ব্যাটারকেন্দ্রিক তো কেউ বিশ্বাস করেন, টুর্নামেন্ট জেতায় বোলারেরা। কিন্তু বর্তমানে যখন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের রমরমা তখন আবার নতুন করে প্রশ্ন উঠছে এরকম ব্যাটারকেন্দ্রিক খেলায় বোলারদের ভূমিকাটা আদৌ ঠিক কী? নাকি চার-ছয়ের এই উৎসবে তাঁরা নেহাতই ফুটনোট? আলোচনা করে দেখা যাক।

কুড়ি ওভারের খেলায় প্রতিটা ইনিংসে থাকে মূলত তিনটি ফেজ। প্রথম ৬ ওভার পাওয়ারপ্লে, ৭-১৫ হচ্ছে মিডল ফেজ এবং শেষ ৫ ওভার ডেথ। এর মধ্যে প্রথম ছয় ওভার কোনও বোলিং টিমের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ গোটা ইনিংসের টোন সেখানেই সেট হয়। সেজন্য বহু ক্ষেত্রে আমরা দেখি, ট্রেন্ট বোল্ট কিংবা ভুবনেশ্বর কুমারের মতো পেসারদের নতুন বলে ইনিংসের টেম্পো সেট করতে। কোনও টি-টোয়েন্টি দলের ক্ষেত্রে নতুন বলে আদর্শ জুটি হচ্ছে একজন সুইং এবং একজন সিম বোলার। যেখানে দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে কমপ্লিমেন্ট করতে পারেন। যেমন ধরুন, আরসিবি-র ক্ষেত্রে ভুবির সঙ্গে যশ হ্যাজেলউড। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দল পাওয়ারপ্লেতে স্পিনারদের দিয়ে বোলিং শুরু করায়। যেমন- মুজিব-উর রহমান, আকিল হুসেন কিংবা স্যামুয়েল বদ্রি, যারা পাওয়ার-প্লেতে অত্যন্ত সফল। তবে দলগুলো মূলত পাওয়ার-প্লেতে স্পিনারকে

উইল জ্যাকস- বর্তমান টি২০-তে বেশিরভাগ অফ স্পিনার হলেন অল রাউন্ডার। যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন জ্যাকস

নিয়ে আসে ম্যাচ আপ হিসেবে। মানে ধরুন একজন ডান হাতি পেস হিটার ওপেনার জন্য বাঁ হাতি স্পিনারকে নিয়ে আসা। এছাড়া পরিসংখ্যান বলছে, একটা ইনিংসের ষষ্ঠ ওভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই পাওয়ার-প্লের শেষ ওভারে সচরাচর দলের বেস্ট বোলারকে দিয়ে করানো হয়।

এরপর আসে মিডল ফেজ অর্থাৎ ৭-১৫ ওভার। এটা সেই ফেজ যেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। এই ফেজে কোনও দলের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হয়ে ওঠে রিস্ট কিংবা মিস্ট্রি স্পিনারেরা। কারণ এরা রান আটকানোর সঙ্গে সঙ্গে উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রধান অস্ত্র। কিন্তু পরিসংখ্যান বলে যে, একজন রিস্ট স্পিনারের কার্যকারিতা তখনই বেড়ে যায়, যখন তাঁকে কমপ্লিমেন্ট করার জন্য দলের কাছে থাকে হিট দ্যা ডেক পেস অপশন(মূলত ১৪০+ গতির)। সুতরাং রিস্ট স্পিনের সঙ্গে মাঝের ওভারে কোনও দলের বোলিংয়ের প্রধান অস্ত্র।

এরপর আসে ডেথ অর্থাৎ ১৬-২০। এটা সেই ফেজ, যেখানে কোনও বোলিং টীমের প্রধান লক্ষ্য হয় বিপক্ষের রান আটকানো। কোয়ালিটি ডেথ বোলিং বলতে সাধারণত বোঝায়, ভালো ইয়র্কার করতে পারা। কিন্তু ডেথ বোলিং-এর সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে সঠিক বোলিং প্ল্যানের ওপর। ফিল্ড প্লেসমেন্ট, ব্যাটারের শক্তি অনুযায়ী সঠিক অ্যাঙ্গেল এবং বোলিংয়ের মধ্যে ভ্যারাইটি- এটাই মূলত সফল ডেথ বোলিং রেসিপি।

এবার আলোচনা করা যাক, বিভিন্ন ধরণের স্পিন বোলিং টাইপ এবং কীভাবে তাদের

ভুবনেশ্বর এবং হ্যাজেলউড- একজন সুইং এবং অন্যজন সিম বোলার। আরসিবি-তে দুজন দুজনকে কমপ্লিমেন্ট করেন

ব্যবহার করা হয়, সেই নিয়ে-

১) অফস্পিন- এঁনারা যবে থেকে কনুই বেঁকানোর সীমাবদ্ধতা জন্য দুসরা দিতে পারছেন না, তবে থেকে কার্যকারিতা অনেক কমেছে। বিশেষ করে ক্ল্যাসিকাল অফ স্পিনারদের। সেজন্য আজকাল টি-টোয়েন্টিতে যারা অফস্পিনার তাঁরা মূলত অলরাউন্ডার। যেমন- ম্যাক্সওয়েল, সাইম আয়ুব, উইল জ্যাকস প্রমুখ। যদিও সাইম কিংবা অশ্বিন বা থিকসানার মতো অফস্পিনারেরা ডান হাতি ব্যাটারের থেকে বল বাইরে নিয়ে যেতে ক্যারম বল ব্যবহার করেন। অন্যদিকে, মোহাম্মদ নবি ব্যবহার করেন একপ্রকার আউট সুইং ডেলিভারি।

২) বাঁহাতি স্পিনার- এদের ভূমিকা অনেকটাই ম্যাচআপ কেন্দ্রিক, বিশেষ করে ডানহাতি ব্যাটারের বিপক্ষে। যদিও স্যান্টনার কিংবা সাই কিশোরের মতো কিছু বাঁ হাতি স্পিনার রয়েছেন, যারা ক্যারম বল ব্যবহার করেন। এছাড়া, ইমাদ ওয়াসিমের স্পেশালিটি ছিল আপরাইট সিমে একটা বল করা, যেটা ডানহাতি ব্যাটারের কাছে ইনসুইংয়ের মতো হত। বর্তমানে আকিল হুসেনকে ওই ধরণের বল করতে দেখা যায়।

আদিল রশিদ- ক্ল্যাসিকাল অফস্পিনার, বলকে আস্তে ছেড়ে ফ্লাইট দেন। গুগলি হয় ব্যাক অফ দ্য হ্যান্ড রিলিজ। প্রধান অস্ত্র ড্রিফ্ট এবং ডিপ

৩) ক্ল্যাসিকাল লেগস্পিন - এই ধরনের বোলারের শ্রেষ্ঠ উদহারণ, আদিল রশিদ কিংবা চাহাল। এরা হাওয়ায় বলকে আস্তে ছেড়ে ফ্লাইট করায়। এদের গুগলি হয় ব্যাক অফ দ্যা হ্যান্ড রিলিজ। সেইসঙ্গে এদের প্রধান অস্ত্র ড্রিফট এবং ডিপ।

৪) এছাড়া আরেক ধরনের লেগ স্পিনার হয় রশিদ খান কিংবা অ্যাডাম জাম্পার মতো। যাঁরা ফ্লাইট দেয় না, অনেক বেশি ফ্ল্যাট ট্র্যাজেক্টরিতে বোলিং করে এবং স্ট্যাম্পকে অ্যাটাক করে। সাধারণত এদের প্রধান অস্ত্র গুগলি।

৫) মিস্ট্রি স্পিন – টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট এনেছে একটা নতুন দিগন্ত যেটা আজও মানুষের কাছে রহস্য। অজন্তা মেন্ডিস থেকে সুনীল নারাইন হয়ে আজকের উসমান তারিক- যুগ যুগ ধরে মিস্ট্রি স্পিন আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের বিরুদ্ধে বোলিং টীমের সবচেয়ে বিশ্বস্ত অস্ত্র। যেমন- বরুণ চক্রবর্তী, যিনি নিঃসন্দেহে ভারতীয় বোলিং অ্যাটাকের তুরূপের তাস।

# বিন্দুতে বিন্দুতে সিন্ধু নয়, ‘বোডো/গ্লিমট’ হয়

সৌম্যদীপ রায়

ফুটবল মানেই এখন টাকার খেলা, যেখানে রিয়াল মাদ্রিদ বা ম্যানচেস্টার সিটির মতো ক্লাবগুলো হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে বিশ্বের সেরা তারকাদের দলে ভেড়ায়, সেখানে নরওয়ের এক অখ্যাত ক্লাব বোডো/গ্লিমট যা করে দেখিয়েছে, তাকে রূপকথা বললেও যেন কম বলা হয়। সুমেরু বৃত্ত বা আর্টিক সার্কেলের খুব কাছে অবস্থিত ছোট্ট একটি শহর থেকে উঠে আসা এই ক্লাবটি এখন চ্যাম্পিয়নস লিগের বড় বড় দলগুলোর কাছে এক আতঙ্কের নাম। সাধারণ মানের এক ক্লাব হয়েও ইউরোপের সেরা মঞ্চে তারা যেভাবে দাপট দেখাচ্ছে, তাকে বিশ্বজুড়ে ফুটবল ভক্তরা এককথায় ‘আর্টিকের রূপকথা’ হিসেবেই চিনে নিয়েছে।

অথচ কয়েক বছর আগেও বোডো/গ্লিমট নামটির সঙ্গে ফুটবল বিশ্বের খুব কম মানুষই পরিচিত ছিলেন। তাদের জন্য চ্যাম্পিয়নস লিগের মূল পর্বে জায়গা করে নেওয়াটাই ছিল আকাশ ছোঁয়ার মতো এক স্বপ্ন। আসলে এই ক্লাবটি যে শহর থেকে এসেছে, সেই বোডো শহরের মোট জনসংখ্যা মাত্র ৫৫ হাজার। মজার একটি তথ্য দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে— ম্যানচেস্টার সিটির ইতিহাদ স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে যত দর্শক বসে খেলা দেখতে পারে, এই পুরো শহরের সব মানুষ সেখানে অনায়াসেই জায়গা করে নিতে পারবে! অথচ এই ছোট্ট শহরের সাধারণ ছেলেরাই যখন বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দল ম্যানচেস্টার সিটির মুখোমুখি হল, তখন তারা মোটেও ভয় পায়নি। নিজেদের মাত্র ৯ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার ছোট এক স্টেডিয়ামে তারা সিটিকে নাস্তানাবুদ করে এক ঐতিহাসিক জয় ছিনিয়ে নেয়।

এরপরেই রণংদেহি রূপ নেয় বোডো। স্পেনের শক্তিশালী ক্লাব অ্যাটলেটিকো

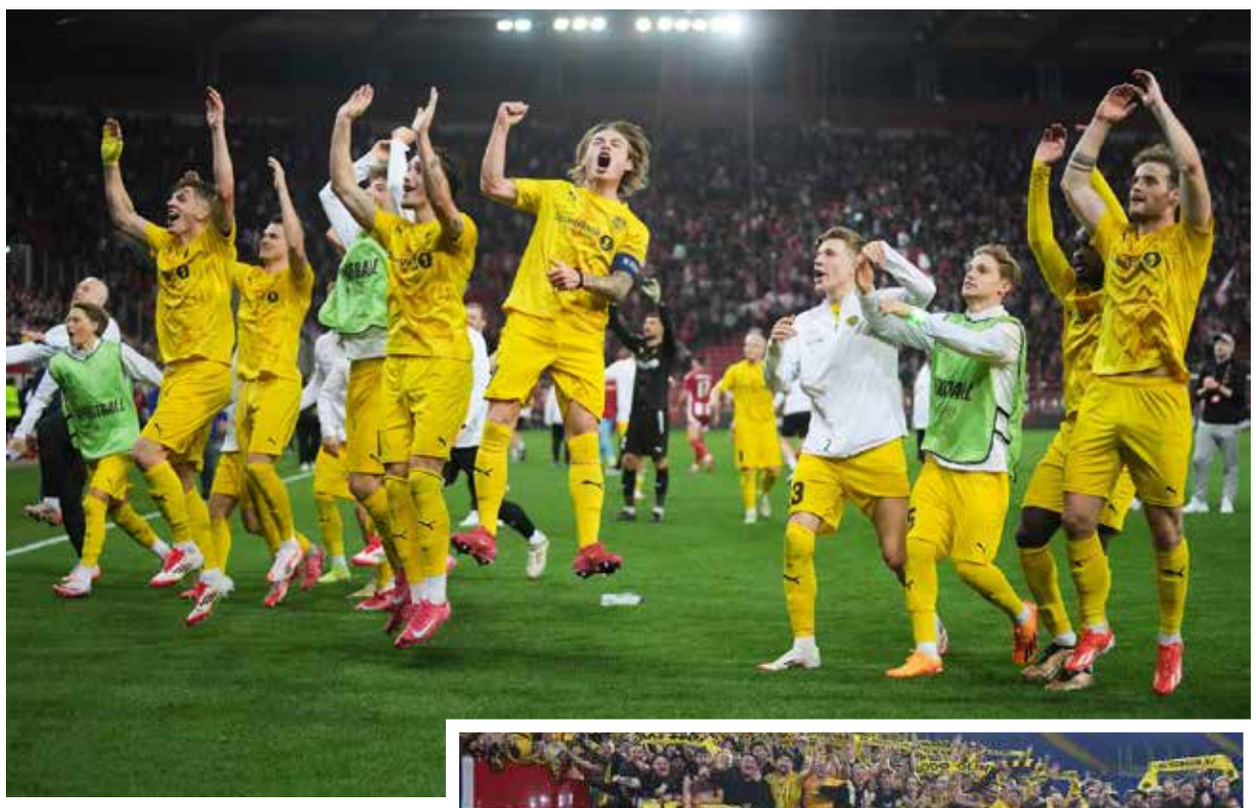



মাদ্রিদকে তাদেরই ঘরের মাঠে হারিয়ে দেয়। এভাবেই ক্লাবের ১০৯ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম তারা চ্যাম্পিয়নস লিগের প্লে-অফে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নেয়।

এরপর সেখানে নিজেদের ঘরের মাঠে ইন্টার মিলানকে ৩-১ -এ দুমড়ে দেয়। পরবর্তী লেগে ইন্টারেরই ঘরের মাঠ ইতালির বিখ্যাত সান সিরো স্টেডিয়ামে তাদেরকে ২-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ১৬ পর্বে যোগ্যতা অর্জন করে। তারপর এখন বড় বড় সমস্ত সংবাদপত্রের শিরোনামে একটাই প্রশ্ন— ‘আসলে কারা এই বোডো/গ্লিমট?’

এই অসাধারণ সাফল্যের পিছনের কান্ডারী

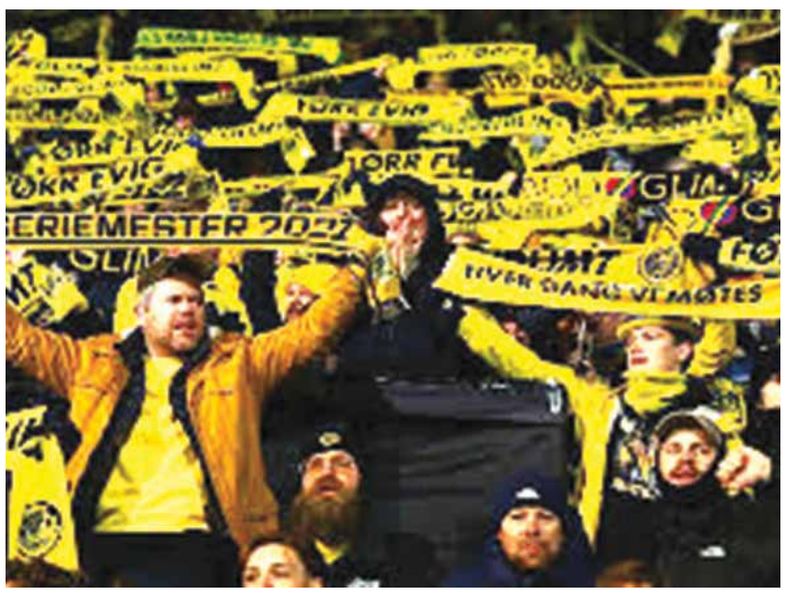

তাদের কোচ জেটিল নাটসেন। মজার ব্যাপার হল, নাটসেন নিজে কখনও পেশাদার ফুটবল খেলেননি। তিনি নরওয়ের একদম নিচের দিকের একটি লিগের কোচ ছিলেন। সেখান থেকে এসে তিনি এই ক্লাবটিকে এক নতুন রূপ দিয়েছেন। তার কাজের ধরণটা একটু অন্যরকম। তিনি খেলোয়াড়দের ওপর জেতার জন্য চাপ না দিয়ে বরং তাদের মানসিক উন্নতির দিকে নজর দেন। তিনি বিশ্বাস করেন, ট্রফি জেতার চেয়ে মানুষ হিসেবে বড় হওয়া এবং একে অপরের পাশে দাঁড়ানো বেশি জরুরি। নাটসেনের অধীনেই বোডো/গ্লিমট বিখ্যাত কোচ জোসে মরিনহোর দল রোমাকে ৬-১ গোলে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছিল।

বোডো/গ্লিমটের প্রস্তুতির ধরণও বেশ চমকপ্রদ। উত্তর মেরুর তীব্র শীতের কারণে বছরের একটা বড় সময় নরওয়েতে ফুটবল খেলা বন্ধ থাকে। তখন তারা বসে না থেকে চ্যাম্পিয়নস লিগের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন প্রীতি ম্যাচ খেলে নিজেদের ফিট রাখে। এমনকি দলের খেলোয়াড়দের মনে সাহস জোগানোর জন্য তারা একজন প্রাক্তন যুদ্ধবিমানের পাইলটকে মানসিক প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। সেই পাইলট খেলোয়াড়দের শিখিয়েছেন কীভাবে কঠিন পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখে লড়তে হয়। তাদের খেলার ধরণটাও বেশ আক্রমণাত্মক। তারা রক্ষণে গোল খাওয়ার ভয় না পেয়ে বরং প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ভালোবাসে। ইউরোপের অন্য ছোট দলগুলো যেখানে চিরাচরিত ‘বাস পার্কিং’ বা অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক ট্যাকটিক নিয়েই বড় দলগুলোর মুখোমুখি হয়, সেখানে নাটসেন ৪-৩-৩ ফরমেশনে দল সাজিয়ে আক্রমণাত্মক ‘হাই রিস্ক হাই রিওয়ার্ড’ ফুটবল খেলে ইউরোপের বড় ক্লাবগুলোর ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। মিলানের মতো বড় ক্লাবে গিয়ে সুযোগ না পাওয়া ইয়েন্স পেটার হাউগের মতো খেলোয়াড়ও এই ক্লাবে ফিরে এসে পুনরায় নিজের হারিয়ে যাওয়া ছন্দ খুঁজে পেয়েছেন।

বর্তমানে এই ক্লাবটি চ্যাম্পিয়নস লিগের পরবর্তী ধাপের জন্য কঠোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ স্পোর্টিং লিসবন। আর্টিকের বরফশীতল পরিবেশ থেকে উঠে আসা এই দলটি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, অনেক টাকা বা বড় তারকা না থাকলেও কেবল সঠিক পরিকল্পনা, কঠোর পরিশ্রম আর নিজেদের ওপর বিশ্বাস থাকলে যে কেউ বিশ্বজয় করতে পারে। বোডো/গ্লিমটের এই গল্প কেবল ফুটবলের রূপকথার গল্প নয়, এ এক অসম্ভবকে সম্ভব করার অনুপ্রেরণা। এই রূপকথা আমাদের শেখায়, খেলার মাঠে ছোট-বড় বা ধনী-দরিদ্রের চেয়ে বড় হল জেদ এবং লড়াই করার মানসিকতা। ইচ্ছা থাকলে সব স্বপ্নই পূরণ করা সম্ভব।

# ক্যারিবিয়ান আগুন নেভাতে ‘আগুন’ই হাতিয়ার ভারতের

**সঞ্জীবকুমার দত্ত**

**কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** সুপার এইটের শেষ ম্যাচ। শেষের অঙ্কেই সেমিফাইনালের হাতছানি, তাই রবিবার ইডেন গার্ডেন্সের লড়াই কার্যত কোয়ার্টার ফাইনাল। ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই মরণ-বাঁচন দ্বৈরথ ঘিরে এখন আকাশছোঁয়া উত্তাপ। জয় মানেই সেমিফাইনালের টিকিট, আর হারলে স্বপ্নভঙ্গ। এমন এক স্নায়ুক্ষয়ী মহারণের আগে পয়মন্ত ইডেনে আরও এক অঘটন ঘটাতে রীতিমতো আত্মবিশ্বাসী ক্যারিবিয়ান শিবির।

ভারতীয় দলের মাথায় যখন একশো চল্লিশ কোটির প্রত্যাশা পূরণের প্রবল চাপ, তখন ইডেন গার্ডেন্সের শনিবার দুপুর গড়িয়ে রাত পর্যন্ত দুই দলের প্রস্তুতি আর প্রেস কনফারেন্সে মিলল অন্য মেজাজের আঁচ। বিকেলের সাংবাদিক সম্মেলনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেড কোচ ড্যারেন স্যামি সরাসরি হুংকার দিয়ে গেলেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানালেন, মাঠে উপস্থিত ৮০ হাজার এবং মাঠের বাইরে একশো চল্লিশ কোটি ভারতীয়কে চুপ করাতে তাঁর সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত!

এমনকি সেলিব্রেশনের নীল-নকশাও নাকি তৈরি! ভারত-বধ সেরে হোটেলে বিশাল উৎসবের পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের। আর সেই ‘ক্যারিবিয়ান ডান্স’-এর শুরুটা সন্ধ্যা সাতটা থেকে ইডেনেই করতে চান স্যামিরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই বিন্দাস এবং উদ্ধত মেজাজকে গুঁড়িয়ে

> মাঠে উপস্থিত ৮০ হাজার এবং মাঠের বাইরে একশো চল্লিশ কোটি ভারতীয়কে চুপ করাতে আমার সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত!
>
> -ড্যারেন স্যামি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোচ

দেওয়াই এখন ‘মেন ইন ব্লু’-র আসল চ্যালেঞ্জ। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের ধাক্কা কাটিয়ে চেন্নাইয়ে রঙিন প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছেন সূর্যকুমার যাদবরা। ব্যাটিং বিস্ফোরণে ঈশান কোণে জমে থাকা কালো মেঘ অনেকটাই কেটেছে।

কিন্তু রবিবার? মেরিনা বিচের তাজা হাওয়ার রসদ নিয়ে ইডেনেও কি বিস্ফোরণ ঘটাবে টিম ইন্ডিয়া? একঝাঁক প্রশ্ন নিয়ে আশা-আশঙ্কার দোলাচলে আসমুদ্র হিমাচল। আশঙ্কার কারণও যথেষ্ট। প্রতিপক্ষ ভীষণ ‘আনপ্রেডিক্টেবল’। বাইশ গজে কখন কী ঘটাবে, অনুমান করা মুশকিল। প্রোটিয়া-ম্যাচ বাদ দিলে গোটা টুর্নামেন্টেই তারা তুরীয় মেজাজে। টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে সাফল্যের রেকর্ড উদ্দীপনার পারদ চড়াচ্ছে (চার ম্যাচে তিনবার জয়!)। এর মধ্যে রয়েছে ২০১৬ সালের সেমিফাইনালে ভারত-বধও। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সেমিফাইনালের টক্করে বিরাট কোহলির দলকে ছিটকে দিয়ে শেষপর্যন্ত বিশ্বকাপ জিতেছিল এই স্যামির দলই।

হেড কোচ হিসেবে সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তিতে চোখ স্যামির। ভারতে পা রাখার পরই বলে দিয়েছিলেন, বিশ্বকাপ জিততে হলে ভারত-বধ মাস্ট। রবিবার সেই ‘মাস্ট উইন ম্যাচ’-এ স্যামিদের হুংকার গুঁড়িয়ে দেওয়াই ভারতের সবচেয়ে বড় অ্যাসিড টেস্ট। কোনও ফাঁকফোকর রাখতে নারাজ গম্ভীর-ব্রিগেড। বাবার শেষকৃত্য সেরে শনিবার রাতেই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন রিঙ্কু সিং। তাঁকে ঘিরে থাকা সামান্য ‘ধোঁয়াশা’টুকু সরিয়ে রাখলে, ২০১৬-র বদলা চুকিয়ে নিতে টিম ইন্ডিয়া এখন পুরোপুরি প্রস্তুত।

নজরে ইডেনের বাইশ গজও। পিচ কিছুটা শুকনো হওয়ায় স্যামি ইঙ্গিত দিয়েছেন, গুডাকেশ মোতি ও রোস্টন চেজের সঙ্গে তৃতীয় স্পিনার হিসেবে আকিল হোসেনকে খেলানোর। ভারতের ভাবনায় কুলদীপ যাদব থাকলেও, চেন্নাই ম্যাচের জয়ী একাদশে বদলের সম্ভাবনা ক্ষীণ। বল হাতে শিবম দুবে যতই ‘বড়লোকের বাউন্ডুলে’ ছেলের মতো রান বিলোন না কেন, ডেথ ওভারে তাঁর ছক্কা হাঁকানোর ক্ষমতাই অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

ইডেনে দাঁড়িয়ে এদিন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পিচ-পূর্বাভাসও বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ। ‘মহারাজ’-এর সাফ কথা, পিচে প্রচুর রান আছে, তাই হাইস্কোরিং ম্যাচই হবে। সূর্যদের জন্য তাঁর সটান পরামর্শ-‘টস জিতলে চোখ বন্ধ করে রান তাড়া করো’। চলতি বিশ্বকাপে প্রথমবার ইডেনে পা রেখে সোজা পিচে ঢুঁ মারলেন গম্ভীরও। কলকাতা নাইট রাইডার্সের সুবাদে ইডেনের সঙ্গে তাঁর গাঁটছড়া অনেক পুরোনো। নন্দনকাননের মাঝের বাইশ গজকে হাতের তালুর মতো চেনেন তিনি। ক্যারিবিয়ান-বধের নীল-নকশা চূড়ান্ত করার আগে সেটাই আরও একবার মিলিয়ে নিলেন।

গম্ভীরদের জন্য মূল ‘কাঁটা’ প্রতিপক্ষের বিস্ফোরক ব্যাটিং। সেই লক্ষ্যপূরণে পাওয়ার প্লে-তে জসপ্রীত বুমরাহ ও অর্শদীপ সিংয়ের পেস-সুইংয়ের পাশাপাশি মাঝের ওভারে ভরসা বরুণ চক্রবর্তী ও অক্ষর প্যাটেলের স্পিন-যুগলবন্দি। ইডেন দ্বৈরথে হার্দিক পান্ডিয়ার বোলিংও ভারতের বড় অস্ত্র। হার্দিক বা সঞ্জু স্যামসন এদিন ইডেনমুখো হননি, বিশ্রামে ছিলেন। একেবারে রবিবার সরাসরি নামবেন ম্যাচে। আর পারিবারিক শোক বুকে চেপেও দলের প্রতি রিঙ্কুর এই যে অকল্পনীয় দায়বদ্ধতা, সেটাকেই এখন ‘ভোকাল টনিক’ হিসেবে ব্যবহার করে গোটা দলকে তাঁতাচ্ছেন গম্ভীর।

গম্ভীরের এই ভোকাল টনিকের প্রভাব রবিবারের মাঠে কতটা পড়ে, নজর থাকবে সেদিকেই। জল্পনাকল্পনা আর নানান সমীকরণের মাঝে এই ম্যাচের আসল চাবিকাঠি লুকিয়ে দুই দলের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের মধ্যেই। শিমরন হেটমেয়ার, শেরফানে রাদারফোর্ড, ব্র্যান্ডন কিংদের পেশিশক্তি বনাম অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষান, হার্দিকদের আগ্রাসন। গম্ভীরের সহকারী রায়ান টেন ডোসেটের ভাষায় লড়াইটা ‘আগুন বনাম আগুন’। এখন শুধুই অপেক্ষার পালা, রবিবার কার আগুনে কে পুড়ে খাক হয়, আর সেমিফাইনালের টিকিট কাদের হাতে শোভা পায়!



কাঁধের ম্যাসাজ নিয়ে ঝড় তোলার জন্য তৈরি হচ্ছেন অভিষেক শর্মা। পাশেই বোলিং অনুশীলনে শিবম দুবে। শনিবার। ছবি : ডি মণ্ডল



কর্ণাটকের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির ফাইনালে শতরানের পর জম্মু ও কাশ্মীরের সাহিল লোত্রা।

# প্রথমবার রনজি চ্যাম্পিয়ন জম্মু ও কাশ্মীর

> চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অনুভূতি প্রকাশ করার মতো কোনও শব্দ আমার কাছে নেই। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। -পরস ডোগরা

**জম্মু ও কাশ্মীর- ৫৮৪ ও ৩৪২/৪**
**কর্ণাটক-২৯৩**

**(প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকায় ফাইনালে জিতল জম্মু ও কাশ্মীর)**

**হুবলি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** প্রথমবার দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা জিতে নয়া ইতিহাস রচনা জম্মু ও কাশ্মীরের।

রনজি ট্রফির গত ৬৬ বছরে এবারের আগে কখনও কোয়ার্টার ফাইনালের গণ্ডি টপকাতে পারেনি জম্মু ও কাশ্মীর। এবারই প্রথমবার ফাইনাল খেলতে নেমে বাজিমাত আকিব নবি দারদের। প্রতিপক্ষ কর্ণাটক দলে লোকেশ রাহুল, দেবদত্ত পাডিক্কাল, মায়াঙ্ক আগরওয়ালের মতো একাধিক বড় নাম ছিল। কিন্তু ইতিহাস বদলাতে যেন বদ্ধপরিকর ছিলেন আকিব নবিরা।

এদিন দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ১৮৬ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামে জম্মু ও কাশ্মীর। ম্যাচের শেষদিনে শতরান করেন কামরান ইকবাল (অপরাজিত ১৬০) ও সাহিল লোত্রা (অপরাজিত ১০১)। শনিবার ৪ উইকেটে ৩৪২ রান তোলার পর ইনিংস ডিক্লেয়ার করে জম্মু ও কাশ্মীর। কর্ণাটকও পরে জানিয়ে দেয়, দ্বিতীয় ইনিংসে তারা ব্যাট করবে না। এর পরেই ম্যাচ ড্র হয়েছে বলে জানিয়ে দেন আম্পায়ার। প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে প্রথমবার রনজি চ্যাম্পিয়ন জম্মু ও কাশ্মীর।

ফাইনালের প্রথম ইনিংসে ৫৮৪ রান করেছিল জম্মু ও কাশ্মীর। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নবির দাপটে ২৯৩ রানে গুটিয়ে যায় কর্ণাটক। প্রায় তিনশো রানের লিড নিয়ে শিরোপা জয়ের পথ সুগম করে নিয়েছিলেন নবিরা। কয়েক মাস আগে জঙ্গিহানায় রক্তাক্ত হওয়া বারামুলা থেকে উঠে আসা বোলার আকিব নবি প্রতিযোগিতায় ৬০টি উইকেট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মূল কারিগর। এছাড়াও বলতে হবে ব্যাটার আবদুল সামাদ, অধিনায়ক পরস ডোগরাদের নাম।

ইতিহাস গড়ার পর অধিনায়ক পরস বলেছেন, ‘চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অনুভূতি প্রকাশ করার মতো কোনও শব্দ আমার কাছে নেই। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।’ বিসিসিআই সভাপতি মিঠুন মানহাসও নিজের রাজ্যের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেছেন, ‘এই সাফল্যের যাত্রা শুরু হয়েছিল পাঁচ বছর আগে। এই সাফল্য গোটা দেশকে উৎসর্গ করা হচ্ছে। অন্য দলগুলি এবার জম্মু ও কাশ্মীরের এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হবে।’ ম্যাচের শেষদিনে মাঠে উপস্থিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তিনি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য দলের খেলোয়াড়, কোচ ও সাপোর্ট স্টাফদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। পাশাপাশি ২ কোটি টাকা আর্থিক পুরস্কার ও ক্রিকেটারদের সরকারি চাকরি দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন।




ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বসিত জম্মু ও কাশ্মীর দল। হুবলিতে শনিবার।

# ‘ডেভিড বনাম গোলিয়াথ’ যুদ্ধের জন্য তৈরি হোপরা

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** কখনও হুঁশিয়ারি। কখনও শ্রদ্ধা।

কখনও আবেগ। কখনও ভালোবাসা। কখনও বা অতীতের সাফল্যের সরণি বেয়ে হেঁটে চলা।

ড্যারেন স্যামির মধ্যে এখনও সেই মেজাজটা রয়েছে, যা ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটে হারিয়েই গিয়েছে প্রায়।

২০১৬ সালে ক্রিকেটের নন্দনকাননে শেষবার টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। মাঝের সময়ে সাদা বলের ক্রিকেটে শুধুই হাহাকার। সাফল্য নেই। মাঝের সময়ে টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনাল তো দূর, সেমিফাইনালেই পৌঁছানো হয়ে ওঠেনি ক্যারিবিয়ানদের।

এবার কী হবে? জবাব দেবে সময়। রবি সন্ধ্যার ইডেনেই স্পষ্ট হয়ে যাবে চলতি কুড়ির বিশ্বকাপের আসরে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের ভাগ্য। ওয়েস্ট ইন্ডিজ কি পারবে ভারতকে হারিয়ে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করতে? দুপুর দুটো থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের অনুশীলন দেখতে গিয়ে মনে হচ্ছিল, ইডেনে কত না সোনালি অতীত ছড়িয়ে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের। যা আজ শুধুই অতীত।

হারিয়ে যাওয়া সোনালি অতীত কি ফের বর্তমানের আঙিনায় নিয়ে আসতে পারবেন জেসন হোল্ডার, শাই হোপরা? দুলকি চালে বিশালাকায় শরীরটা নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোচ স্যামি যখন ভিড়ে ঠাসা সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হলেন, দেখে মনে হল দর্শনের অধ্যাপক। আচমকা ঢুকে পড়েছেন বাইশ গজের চ্যালেঞ্জের দুনিয়ায়। স্যামির মনে হচ্ছে, ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের যুদ্ধ ‘ডেভিড বনাম গোলিয়াথের’। ক্যারিবিয়ান কোচের কথায় ইঙ্গিত স্পষ্ট, ভারতই তো ফেভারিট। আমরা শুধু সেরাটা দিতে এসেছি। স্যামির কথায়, ‘বিশ্বকাপের মঞ্চে সফল হতে হলে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতেই হবে, এমনটা আমরা জানতাম। আমরা ম্যাচ জিততে এসেছি। আবার এই কথাও ঠিক, কালকের যুদ্ধ ডেভিড বনাম গোলিয়াথের।’

চলতি বিশ্বকাপে শুরুটা দারুণ করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে আচমকা তাল কেটেছে। ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচে নতুনভাবে শুরুর চ্যালেঞ্জ রয়েছে ক্যারিবিয়ান কোচের গলায়। ড্যারেন বলছেন, ‘দক্ষিণ আফ্রিকা দেখিয়ে দিয়েছে ভারত অপরাজেয় নয়। আমরাও সেভাবেই পরিকল্পনা করছি।’ প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র সাংবাদিক সম্মেলনে বাউন্সারের সামনে পড়লেন ক্যারিবিয়ান কোচ? তাহলে আগামীকালও কি ভারতীয় দলের টপ অর্ডারের জন্য শুরুতে অফস্পিনার দেখা যাবে? শুনে হেসে ফেললেন ক্যারিবিয়ান কোচ। একটু সময় নিয়ে বলে দিলেন, ‘আমাদের এই পরিকল্পনাটা কাল খেলা শুরুর সময়ই জানতে পারবেন। কিছু রহস্য থাকাই ভালো।’

২০১৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যখন ইডেনে টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল, দলের অধিনায়ক ছিলেন স্যামি। সময়ের সঙ্গে তাঁর বয়স বেড়েছে। ভূমিকাও বদলেছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে ক্যারিবিয়ান কোচ ভালোই জানেন, ইডেনের ভরা গ্যালারির বিরুদ্ধেও লড়তে হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। তাঁর কথায়, ‘ইডেনে খেলার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আমাদের শুধু ভারতীয় দল নয়, গ্যালারির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হবে। আর সেই যুদ্ধের জন্য আমাদের ১১ জন তৈরি।’ ১০ বছর আগে ইডেনে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সারারাত ধরে উৎসব চলেছিল ক্যারিবিয়ানদের। হয়েছিল নাচগানও। রবিবার ভারতকে হারাতে পারলে কি এমন কিছু হবে? ডিজে ব্রাভোর ঢংয়ে নতুন কোনও গান তৈরি হবে নাকি? প্রশ্ন শুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোচ বলে দিলেন, ‘ভারতকে হারাতে পারলে উৎসব তো হবেই। তবে নতুন কিছু গান হবে কিনা, কোন গান চালিয়ে আমরা নাচব, কিছুই ঠিক করিনি।’

এদিকে, আজ দুপুরের ক্যারিবিয়ান অনুশীলন দেখে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে, অভিষেক শর্মা-ঈশান কিষানদের বিরুদ্ধে তিন স্পিনারে নামতে চলেছেন হোপরা। রোস্টন চেজ, গুডাকেশ মোতির সঙ্গে আকিল হোসেনকেও দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার বরুণ চক্রবর্তী, অক্ষর প্যাটেলদের মোকাবিলা করার জন্য শিমরন হেটমেয়ার, রোভমান পাওয়েলদের যেভাবে স্পট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে পায়ের ব্যবহার করে ব্যাটিং চর্চা করতে দেখা গেল, নিশ্চিতভাবেই তাৎপর্যের। সবমিলিয়ে রবি সন্ধ্যার ইডেন সাম্প্রতিককালের সেরা পাওয়ার হিটারদের যুদ্ধে দেখার জন্য তৈরি।

মানসিক শান্তি বজায় রাখার পাশে গোলাগুলির পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই।

অনুশীলনের মাঝে জিরিয়ে নিচ্ছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের শিমরন হেটমেয়ার ও রোভমান পাওয়েল। ছবি : ডি মণ্ডল



## ধোনিকে নোটিশ ঝাড়খণ্ড আবাসন বোর্ডের

**রাঁচি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** বসবাসের জন্য বরাদ্দকৃত জমি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের অভিযোগ উঠল প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির বিরুদ্ধে।

২০০৬ সালে ঝাড়খণ্ড সরকারের পক্ষ থেকে ধোনিকে বাড়ি তৈরির জন্য একটি জমি দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি সেখানে একটি প্যাথলজি ল্যাব চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই নিয়ে ঝাড়খণ্ড রাজ্য আবাসন বোর্ড ধোনিকে নোটিশ পাঠিয়েছে। বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, জমি বরাদ্দের নিয়ম লঙ্ঘন করা হচ্ছে।

নোটিশ পাওয়ার পর ধোনিকে দ্রুত তার উত্তর দিতে বলা হয়েছে। উত্তর দিতে না পারলে জমি ফেরত নেওয়া হতে পারে। এই নিয়ে ধোনির অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

## শীর্ষস্থানে থেকেই নকআউটে বাংলা

**রাঁচি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** অপরাজিত দৌড় অব্যাহত। টানা চার ম্যাচ জিতে গ্রুপ শীর্ষে থেকেই খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমসের নকআউটে জায়গা করে নিল বাংলার পুরুষ ফুটবল দল। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ঝাড়খণ্ডকে ১-০ গোলে হারাল রঞ্জন ভট্টাচার্যর ছেলেরা। বাংলার হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন দিলীপ ওরাওঁ। মার্চের মাঝামাঝি ছত্তিশগড়ে নকআউট পর্বের খেলা হওয়ার কথা।

**টি২০ বিশ্বকাপে আজ**

ICC MEN'S T20 WORLD CUP INDIA & SRI LANKA 2026

**জিম্বাবোয়ে** বনাম **দক্ষিণ আফ্রিকা**
বিকাল ৩টা, নয়াদিল্লি

**ভারত** বনাম **ওয়েস্ট ইন্ডিজ**
সন্ধ্যা ৭টা, কলকাতা

**সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিয়ে ফিরছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। শনিবার। -ডি মণ্ডল

# টিম ইন্ডিয়ার অনুপ্রেরণা আজ রিঙ্কু

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** রিঙ্কুই হোক অনুপ্রেরণা। ওকে দেখে অনেক কিছু শেখার রয়েছে। জীবনের কঠিন সময়ে পারিবারিক দায়িত্ব পালনের পাশে কীভাবে জাতীয় দলের কথাও ভাবতে হয়, তার সেরা উদাহরণ রিঙ্কু।

বক্তার নাম গৌতম গম্ভীর। পরিচয় সবার জানা। টিম ইন্ডিয়ার কোচ নিজেও প্রবল চাপে রয়েছেন। সমালোচনার জর্জরিত হচ্ছেন। তার মধ্যেই শনিবার সকালে কালীঘাট মন্দিরে দলের সাফল্য কামনায় পুজো দিয়ে এলেন। একইসঙ্গে তাঁর দলকে সদ্য বাবাকে হারানো রিঙ্কু সিংয়ের উদাহরণ দিয়ে অনুপ্রাণিত করলেন।

লহেরা দো!

সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে তখনও ভারতীয় দল ঐচ্ছিক অনুশীলনের জন্য হাজির হয়নি। তার আগে থেকেই ক্রিকেটের নন্দনকাননে সূর্যকুমার যাদবদের জন্য উৎসবের পরিবেশ। বিকেল পাঁচটা পনেরো নাগাদ যখন ইডেনের মূল প্রবেশদ্বারের সামনে ভারতীয় দলের টিম বাস এসে দাঁড়াল, শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে দলকে বরণ করে নেওয়া হল। কিছু পরে ঈশান কিষান, অভিষেক শর্মারা যখন নৈশালোকের ইডেনে অনুশীলনে নামলেন, গ্যালারি থেকে শুরু হল, ভারত মাতা কী জয়। সঙ্গে জাতীয় পতাকা হাতে সমর্থকদের উন্মাদনার ঢেউ। এমন দৃশ্য নতুন নয় ক্রিকেটের নন্দনকাননে।

আর এখানেই বৈপরীত্য!

অতীতে যখনই টিম ইন্ডিয়া কলকাতায় হাজির হয়েছে, ইডেনে খেলতে নেমেছে। এমন দমবন্ধ করা পরিস্থিতি দেখা যায়নি। জিতলেই সেমিফাইনাল। হারলেই কুড়ির বিশ্বকাপ থেকে ঘ্যাচাং ফুঁ। চাপ, চাপ আর চাপ। দমবন্ধ করা পরিস্থিতি। আহমেদাবাদে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে উড়ে যাওয়ার পর চেন্নাইয়ে জিম্বাবোয়ে ম্যাচে অক্সিজেন পেয়েছে ভারত। রবি সন্ধ্যার ইডেনে সেই লাইফলাইন কাজে লাগানোর পালা টিম ইন্ডিয়ার। ভারতীয় দলকে ইডেনে চাক্ষুষ করার জন্য উন্মাদনা, আবেগের বাঁধ ভেঙেছিল আগেই। আজ সেই উন্মাদনার গণ হিস্টিরিয়া দেখা গেল বিকেল থেকে সন্ধ্যার ইডেনে। রবি সন্ধ্যার ম্যাচের টিকিট নেই হাতে। তাতে কী? একবারের জন্য যদি ক্রিকেটের নন্দনকাননে প্রবেশ করতে পারলেই কেল্লা ফতে।

## কিউরেটারকে জার্সি উপহার গম্ভীরের

ভারতীয় দলের অনুশীলন দেখে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর চেষ্টা। এমন মানসিকতা নিয়েই ভারতীয় দলের অনুশীলনের সময় ক্লাব হাউসে হাজির কলকাতা পুলিশের একঝাঁক বড় কর্তা। যাঁরা আদতে ক্রিকেটপ্রেমীও।

বাবার শেষকৃত্য করে আজ রাত আটটার কিছু পরে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন রিঙ্কু। হার্দিক পান্ডিয়া ও সঞ্জু স্যামসনরা আজ দলের ঐচ্ছিক অনুশীলনে হাজির ছিলেন না। দলের বাকিরা অবশ্য ছিলেন। রবিবার ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ম্যাচকে বলা হচ্ছে পাওয়ার হিটারদের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের আগে ভারতীয় শিবিরের অন্দরের মেজাজটাকে ফুরফুরে বলা যাবে না। সতর্কতার মোড়কে ভরা বলাই ঠিক হবে। কারণ, পিচ নিয়ে সেই একই চর্বিত চর্বন রয়েছে। ভারতীয় দলের নির্দেশেই ইডেনের বাইশ গজকে বেশ শুকনো দেখাচ্ছে। যদিও গতকালের পর আজও সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, ‘ইডেনের বাইশ গজে রান রয়েছে।’ রাতের শিশিরও ফ্যাক্টর হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তার মধ্যেই আজ মাঠে হাজির হয়ে ইডেনের কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়ের হাতে ভারতীয় দলের জার্সি তুলে দিয়েছেন কোচ গম্ভীর।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের আগে ভারতীয় দলের অন্দরের ছবিটা ঠিক কেমন, সন্ধ্যার সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে সেটাই তুলে ধরেছেন সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট। বলেছেন, ‘আগুন বনাম আগুনের যুদ্ধে নামছি আমরা কাল। তাই কালকের ম্যাচের পুরো সময়জুড়েই আমরা আক্রমণ চালিয়ে যাব, এমনই পরিকল্পনা রয়েছে। মনে রাখতে হবে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সবসময়ই বিপজ্জনক দল। এমন দলের বিরুদ্ধে নিজেদের পরিকল্পনা কাজে লাগানোর পাশে নিজেদের সেরাটাও দিতে হবে।’ চলতি বিশ্বকাপের আসরে বারবার ভারতীয় দলের টপ অর্ডার ব্যাটিং নিয়ে সমস্যা হয়েছে। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে কী হবে, তা নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। চেন্নাইয়ে জিম্বাবোয়ে ম্যাচে দলের ব্যাটাররা ভরসা দেওয়ার পর আজ রায়ান টেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, ‘দল হিসেবে আমরা সেরাটা দিতে পারলে, সবাই মিলে পারফর্ম করতে পারলে অনেক সমস্যাই মিটে যাবে। সেভাবেই পরিকল্পনা করছি আমরা।’

টিম ইন্ডিয়ার সাজঘরের পরিকল্পনা আগামীকাল সন্ধ্যার ইডেনে কতটা বাস্তবায়িত হয়, সেটাই এখন দেখার।

যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনে সূর্যকুমার যাদব। ছবি : পিটিআই

# পঞ্চবাণে লিগে এক নম্বরে উঠল বাগান

**মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৫ (রবসন-২, ম্যাকলারেন, মনবীর ও দিমি)**
**মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-১ (লালথানকিমা)**

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** কিছু কিছু সময় আসে প্রতিপক্ষের চাপ না এলে নিজেদের মধ্যে তাগিদ তৈরি হয় না। এদিনও তেমনই মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের একটা গোলই ম্যাচে ফেরাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে।

সকালেই অনূর্ধ্ব-১৮ এলিট লিগে মোহনবাগানের ৯-১ গোলে জয় মহমেডানের বিপক্ষে। এরপর বিকেলের ম্যাচ শুরুর আগে থেকেই জল্পনা, বড়রা কোথায় থামবে! দেখা গেল দুপুরে মহমেডান মাঠ থেকে সন্ধ্যার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, চিত্রে কোনও বদল নেই। তবু শুরুতে যেন গা-ঝাড়া দিতেই পারছিলেন না জেমি ম্যাকলারেন-রবসন রোবিনহোরা। তাঁদের হয়ে কাজটা করে দিলেন মহমেডানের এক তরুণ মিজো। মাত্র ১২ মিনিটে গাইসাকার কর্নার থেকে লালথানকিমার হেডে করা দূরন্ত গোলটার পর মহমেডানের এই তরুণ মিডিওকে আনন্দে কাঁদতে দেখা গেল। নিশ্চিতভাবেই অভাবনীয় গোল। কিন্তু এটাই টনিকের কাজ করল সবুজ-মেরুন জার্সিধারীদের। ২৩ থেকে ৩৫ মিনিটের মধ্যে তিন গোল করে খেলার ওখানেই যবনিকাপাত করে ফেলে মোহনবাগান। ১৮ মিনিটে রবসনের শট ক্রসপিসে লাগার পর দমে না গিয়ে পরপর দুই গোল ব্রাজিলীয় উইং হাফের। ২৩ মিনিটে বক্সের মধ্যে জেসন কামিন্সের ব্যাকহিল থেকে রবসনের গোল। ২৭ মিনিটে মনবীর সিংয়ের শট গোলরক্ষক শুভজিৎ ভট্টাচার্য প্রতিহত করলে ফিরতি বল ধরে দেখেশুনে প্লেসিং করেন রবসন। ৩৫ মিনিটে অময় রানাওয়াড়ের ক্রস থেকে কামিন্সের হেড গোলরক্ষক জমাতে পারেননি। ছিটকে আসা বল তৎপরতার সঙ্গে গোলে ঠেলে দেন ম্যাকলারেন। মহমেডান ডিফেন্সের দরজা খুলে এরপর লক গেট খোলার মতো গেল। তবে প্রচুর সুযোগ তৈরি করেও শেষপর্যন্ত পাঁচেই থামে মোহনবাগান।

*গোলের পর উচ্ছ্বাস রবসন রোবিনহো (বাঁয়ে) ও দিমিত্রিস পেত্রাতোসের। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শনিবার।*

'প্রতিপক্ষকে শ্রদ্ধা করি। তাই জিততে হলে দলে কোনও পরিবর্তনের পক্ষপাতী নই,' বলে-টলে প্রথম একাদশে চার-চারটে পরিবর্তন করেন সের্জিও লোবেরা। ডিফেন্সে মেহতাব সিং, শুভাশিস বসুকে বসিয়ে অময় ও দীপক টাংরি এবং লিস্টন কোলাসো ও দিমিত্রিস পেত্রাতোসের বদলে মনবীর ও কামিন্স। এদিন কামিন্স প্রথম সুযোগেই কিন্তু অনেক বেশি ওয়ার্কলোড নিলেন। সারা মাঠজুড়ে দৌড়াতে দেখা গেল তাঁকে। যা সচরাচর করেন না দিমি। তবে এদিনের সেরা গোলটা চোট পাওয়া রবসনের পরিবর্তে নেমে দিমিই করলেন ৭০ মিনিটে। প্রায় ২৮ গজ দূর থেকে নেওয়া তাঁর শট ডিপ করে গোলে ঢুকে যাওয়া দর্শকের মতো দেখা ছাড়া কিছু করার ছিল না শুভজিৎ ও তাঁর ডিফেন্সের। এর আগে ৬২ মিনিটে অবশ্য লিস্টনের ক্রস থেকে মনবীর ফ্লাইং হেডে ৪-১ করেছেন।

এদিন মহমেডানের একজন সমর্থকও গ্যালারিতে ছিলেন না সম্ভবত লজ্জার হাত থেকে রেহাই পেতে। মোহনবাগান ও মহমেডান ২০২০ থেকে যতবার মুখোমুখি হয়েছে তার মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ ব্যবধানে হার। এদিনের জয়ের পর মোহনবাগান গোলপার্থক্যে শীর্ষে উঠে এল জামশেদপুর এফসি-কে পিছনে ফেলে। মহমেডান নেমে গেল ১৪ নম্বরে।

**মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট :** বিশাল, অময় (সাহাল), আলবার্তো, টাংরি (লিস্টন), অভিষেক, মনবীর, আপুইয়া, অনিরুদ্ধ (কিয়ান), রবসন (দিমি), কামিন্স (অ্যালড্রেড) ও ম্যাকলারেন।

**মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব :** শুভজিৎ, হিরা, দিনেশ, গৌরব, সাজ্জাদ, লালংগাইসাকা (ট্যাংভা), কিয়াম, রেমসাঙ্গা (মাকান), লালথানকিমা, মহিতোষ, অ্যাডিসন (ফারদিন)।

## যুদ্ধ-কাঁটায় বিশ্বকাপ, আইসিসির বিকল্প ছক

**কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** মধ্যপ্রাচ্যে হঠাৎ বেজে ওঠা যুদ্ধের দামামায় এবার সরাসরি ধাক্কা খেল টি২০ বিশ্বকাপ! শনিবার ইরানের ওপর মার্কিন ও ইজরায়েলি যৌথ হামলার জেরে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশসীমা আপাতত বন্ধ। আর এই ডামাডোলের সরাসরি প্রভাব পড়েছে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় চলতি টি২০ বিশ্বকাপের লজিস্টিকস এবং যাতায়াত ব্যবস্থার ওপর।

খাতায়-কলমে বিশ্বকাপ দক্ষিণ এশিয়ায় হলেও, টুর্নামেন্ট শেষে ক্রিকেটার, সাপোর্ট স্টাফ, ম্যাচ অফিশিয়াল এবং ব্রডকাস্টারদের নিজেদের দেশে ফেরার প্রধান 'ট্রানজিট পয়েন্ট' হল দুবাইয়ের মতো উপসাগরীয় বিমানবন্দরগুলো। কিন্তু যুদ্ধের আবহে নিরাপত্তার কারণে এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো থেকে শুরু করে একাধিক আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা মধ্যপ্রাচ্যের ওই রুটে উড়ান বাতিল বা পথ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। আগামী ৮ মার্চ টুর্নামেন্টের মেগা ফাইনাল। ঠিক শেষলগ্নে এসে এই অপ্রত্যাশিত ফ্লাইট-সঙ্কটে স্বাভাবিকভাবেই চিন্তার ভাঁজ আইসিসি কর্তাদের কপালে।

তবে পরিস্থিতি সামাল দিতে হাত গুটিয়ে বসে নেই ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। আইসিসি স্পষ্ট জানিয়েছে, টুর্নামেন্টের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তাই তাদের কাছে এক নম্বর অগ্রাধিকার। উদ্ভূত পরিস্থিতি সামলাতে ইতিমধ্যেই তড়িঘড়ি 'কন্টিনজেন্সি প্ল্যান' বা আপৎকালীন রূপরেখা চালু করা হয়েছে। খোলা হয়েছে চব্বিশ ঘণ্টার বিশেষ ট্রাভেল সাপোর্ট ডেস্ক। যে সমস্ত ক্রিকেটার বা আধিকারিকদের ওই রুট ধরে ফেরার কথা ছিল, তাঁদের জন্য বিমান সংস্থাগুলোর সঙ্গে কথা বলে ইউরোপ বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য কোনও রুট দিয়ে বিকল্প বিমানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা চলছে।

পাশাপাশি, যে সমস্ত ক্রিকেটপ্রেমী আগামী দিনগুলোতে বিশ্বকাপ দেখতে আসার বা ফেরার পরিকল্পনা করেছেন, তাঁদেরও আন্তর্জাতিক উড়ানের আপডেট এবং সরকারি নির্দেশিকার ওপর কড়া নজর রাখার পরামর্শ দিয়েছে আইসিসি। বাইশ গজে এখন সেমিফাইনালের মেগা মহারণ, আর মাঠের বাইরে আইসিসি-র আসল লড়াই মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধ-কাঁটা এড়িয়ে বিশ্বকাপকে নিরাপদে শেষ করা!

# বিশ্বকাপে বিদায় পাকিস্তানের

**পাকিস্তান- ২১২/৮ শ্রীলঙ্কা-২০৭/৬**

**পাল্লেকেলে, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** টি২০ বিশ্বকাপ থেকে বিদায় পাকিস্তানের। সেমিফাইনালে উঠতে শনিবার শ্রীলঙ্কাকে শুধু হারালেই হত না, প্রয়োজন ছিল কমপক্ষে ৬৪ রানে জয়। তা না হওয়ায় নেট রান রেটের বিচারে সেমিফাইনালে উঠল নিউজিল্যান্ড। আর একই সঙ্গে নিশ্চিত হল ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম সেমিফাইনাল হওয়াও।

**ইডেনে প্রথম সেমিফাইনাল**

*শতরান করেও হার। বিশ্বাস হচ্ছে না সাহিবজাদা ফারহানের।*

শেষ চারের লক্ষ্যে নেমে ঝোড়ো শুরু করেছিলেন সাহিবজাদা ফারহান (৬০ বলে ১০০) ও ফখর জামান (৪২ বলে ৮৪)। ৯৫ বলে ১৭৬ রানে জুটিতে তাঁরা টি২০ বিশ্বকাপে যে কোনও উইকেটে পাকিস্তানের সর্বাধিক রানের পার্টনারশিপের নজির গড়লেন। প্রথম ব্যাটার হিসেবে একটি টি২০ বিশ্বকাপে দুইটি শতরানের নজির গড়েন ফারহান। তার আগে বিরাট কোহলিকে (৩১৯ রান) টপকে টি২০ বিশ্বকাপের এক সংস্করণে সর্বাধিক রানের রেকর্ডও তিনি নিজের নামে করেন। তবে শেষ ২ ওভারে ১৪ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে পাকিস্তানের ২১২/৮ স্কোরে আটকে যাওয়াটা সেমিফাইনালের অঙ্কে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মন্থর ব্যাটিংয়ের জন্য সমালোচনার মুখে পড়া বাবর আজমকে বাদ দিয়ে এদিন নেমেছিল পাকিস্তান। সঙ্গে ছিল ৩০ বছর পুরোনো ইতিহাসের অনুপ্রেরণাও।

১৯৯৬-'৯৭ সালে নাইরোবিতে কেসিএ শতবর্ষীয় প্রতিযোগিতার ফাইনালে পৌঁছাতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এই রকমই বড় জয় প্রয়োজন ছিল পাকিস্তানের। সেদিন ৮২ রানের জয়ে ফাইনালে পৌঁছায় তারা। তবে পাল্লেকেলেতে তাদের স্বপ্নভঙ্গ করলেন পবন রত্নায়েকে (৫৮) ও দাসুন শনাকা (৩১ বলে অপরাজিত ৭৬)। রান তাড়ায় নেমে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে শ্রীলঙ্কা ১০১/৫ হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকেই পালটা মারে ম্যাচের গতিপথ পালটে দেন শনাকা। শাহিন শা আফ্রিদির শেষ ওভারে ২২ রান নিয়ে শ্রীলঙ্কাকে প্রায় জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত তারা থামে ২০৭/৬ স্কোরে।

# 'অস্বস্তি' নিয়েই জোড়া গোল রবসনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** সাম্বা ম্যাজিক মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে এক গোলে পিছিয়ে পড়ার পর পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে দুটো গোল। ওই দুই গোলেই প্রত্যাশা অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন রবসন রোবিনহো। মাঠে থাকলে হয়তো হ্যাটট্রিকও করতে পারতেন।

৩৯ মিনিট মাঠে ছিলেন। পেশির অস্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় ব্রাজিলীয় তারকাকে। তারপরও ম্যাচের সেরা তিনিই। রবসনের অবশ্য তা নিয়ে আক্ষেপ নেই। বরং দলের সাফল্যেই খুশি তিনি। শুরুর দিকে তাঁর পারফরমেন্স চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল সমর্থকদের। এখন সেই রবসনই স্বপ্নের জাল বুনছেন। তিনি নিজেই বললেন, 'যখন কলকাতায় এসেছিলাম পুরোপুরি ফিট ছিলাম না। দীর্ঘদিন ম্যাচ না খেলায় এই জায়গায় আসতে সময় লেগেছে। তবে হাল ছাড়িনি।'

প্রথম শট নেওয়ার পর থেকেই পেশিতে অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। তারপরও দলের প্রতি দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন রবসন। তাঁর কথায়, 'খেলা চালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কারণ তখন আমরা পিছিয়ে।' পরে অবশ্য মাঠ ছাড়তেই হয়। চোট তেমন গুরুতর নয় বললেই জানালেন রোবিনহো। বললেনও, 'আশা করছি একশো শতাংশ ফিট হয়ে পরের ম্যাচে মাঠে নামতে পারব।'

এবারের আইএসএলে এদিনই প্রথমবার শুরু থেকে খেললেন মনবীর সিং। গোলও করলেন। মাঠ ছাড়ার সময় বললেন, 'গোল করতে পারলে কার না ভালো লাগে।' এদিনের গোল সদ্যোজাত পুত্রসন্তানকে উৎসর্গ করলেন মনবীর। জানিয়ে গেলেন গোলের পর বিশেষ উদযাপন তার জন্যই। এরই মাঝে মনবীরকে উদ্দেশ্য করে দিমিত্রিস পেত্রাতোসের মন্তব্য, 'যোদ্ধার মতো প্রত্যাবর্তন করল মনবীর।' নিজের দুর্দান্ত গোল নিয়ে শব্দ খরচ করতে চাইলেন না। সতীর্থকে এগিয়ে দিলেন। সবুজ-মেরুন সাজঘরের এই পরিবেশটাই বোধহয় সাফল্যের রসদ।

## জয়ী মোহনবাগান

**কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** অনূর্ধ্ব-১৮ এআইএফএফ এলিট যুব লিগের ম্যাচে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ৯-১ গোলে হারাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

সবুজ-মেরুনের হয়ে একাই চারটি গোল করেছে আবরার আলি। জোড়া গোল লুনগোউলাল কিপজেনের। বাকি গোলগুলি করেছে প্রেম হাঁসদাক, মহম্মদ সরফরাজ ও থংগাইসাং হাওকিপ। মহমেডানের গোলস্কোরার দেবাশিস রায়।

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

শ্রীমতী রিঙ্কু পাল
সময় ঃ ১৪/২/২০২৬ রাত্রি ৯:৩০।
ঘটনার ঘনঘটায় স্মৃতি রয়ে যায়! প্রিয়জন আর প্রয়োজন তফাৎ বুঝায়!
শ্রী আনন্দ পাল

# সেমির প্রতিপক্ষ নিয়ে অকুতোভয় ইংল্যান্ড

**মুম্বই, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** টি২০ ক্রিকেটে 'পারফেক্ট ম্যাচ' বা নিখুঁত ক্রিকেট বলে আদতে কিছু হয় না। দিনশেষে জয়টাই শেষ কথা, আর স্কোরবোর্ডের অঙ্কেই বাজিমাত করতে হয়। চলতি কুড়ির বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের পারফরমেন্স যেন এই দর্শনেরই বাস্তব রূপ।

আর দলের এই অশ্বমেধের ঘোড়া ছোটানোর নেপথ্যে সবচেয়ে বড় কারিগর উইল জ্যাকস। শুক্রবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর জ্যাকসের গলাতেও সেই আগ্রাসী সুর, 'নিখুঁত ম্যাচ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। আমরা হয়তো এখনও পারফেক্ট গেম খেলিনি, কিন্তু তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই। কারণ আমরা টানা ম্যাচ জিতছি। পেশাদার টি২০ ক্রিকেটে এটাই আসল।' অধিনায়ক হ্যারি ব্রুকের জমানায় ইংল্যান্ড দল যে মাঠে কতটা ফুরফুরে মেজাজে রয়েছে, সেটাও স্পষ্ট করেছেন তিনি। জ্যাকসের মতে, এটা 'হ্যারি ব্রুক যুগ'। তাঁর তৈরি করা এই ভয়ডরহীন আর মজাদার পরিবেশই দলের সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি।

মুম্বইয়ে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নামবে ইংল্যান্ড। রবিবার ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের বিজয়ীর বিরুদ্ধেই ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে নামবেন জ্যাকসরা। কিন্তু প্রতিপক্ষ কে, তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না ব্রিটিশ শিবির। জ্যাকস মনে করেন, ভারতের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল হলে অন্য মাত্রার উন্মাদনা ও আবেগ জড়িয়ে থাকবে। অন্যদিকে, গ্রুপ পর্বে এই ওয়াংখেড়েতেই ক্যারিবিয়ানদের কাছে হেরেছিল ইংল্যান্ড। ফলে শাই হোপদের বিরুদ্ধে নামলে লড়াইটা যে যথেষ্ট কঠিন হবে, সেটাও মাথায় রাখছেন তিনি। তবে দলের ক্যাপ্টেন ব্রুক একেবারেই নির্লিপ্ত। তাঁর আত্মবিশ্বাসী দাবি, 'প্রতিপক্ষ যেই হোক, লড়াই সেয়ানে-সেয়ানেই হবে। ওয়াংখেড়েতে আমাদের খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমরা শুধু নিজেদের ছোট ছোট ভুলগুলো শুধরে সেরা ক্রিকেট খেলার দিকেই ফোকাস করছি।'

# ক্রীড়া পরিষদকে দায়ী করে শেষ চার থেকে সরল দাদাভাই

**ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন জিটিএসসি**

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ৮ দলীয় অসিত রায়, জয়শ্রী গুপ্তা ও শান্তিরঞ্জন সাহা ট্রফি ভলিবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হল জিটিএসসি। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের মেলা প্রাঙ্গণে শনিবার ফাইনালে তারা ২৫-২২, ২৫-২৩ পয়েন্টে হারিয়েছে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবকে। ফাইনালের সেরা জিটিএসসি-র মহম্মদ শাহরুখ। প্রতিযোগিতার সেরা বাঘা যতীনের মহম্মদ আমন। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব। পুরস্কার তুলে দিলেন পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল সংস্থার সদস্য শুভ্র দে, সহ সভাপতি রবিন মজুমদার ও প্রবীর মণ্ডল, ভলিবল সচিব রাজেশ দেবনাথ, ট্রফি ডোনার অরুণ রায় প্রমুখ।

*ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস জিটিএসসি-র খেলোয়াড়-কর্মকর্তাদের। শনিবার।*

নিয়ম ভেঙে সই করানো খেলোয়াড়কে সেমিফাইনালে নামানোর অভিযোগে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ওয়াক ওভার দেয় জিটিএসসি-কে। ক্রীড়া পরিষদকে কাঠগড়ায় তুলে দাদাভাইয়ের সচিব বাবুল পালচৌধুরী বলেছেন, 'প্রতিযোগিতার নিয়মে আছে ম্যাচের অন্তত ৬ ঘণ্টা আগে কলকাতার খেলোয়াড়কে সই করানো হলে কোর্টে নামানো যাবে। জিটিএসসি-র কলকাতার চার খেলোয়াড় সকাল ৬টার বন্দে ভারত ধরে দুপুর ১.২৫ মিনিটে এনজেপি-তে পৌঁছায়। এরপর আমাদের বিরুদ্ধে ওদের নামাতে চাইলে আমরা তার প্রতিবাদ করি। যদিও ক্রীড়া পরিষদের সচিব জানালেন ওই চার খেলোয়াড় নাকি সকাল পৌনে ৮টায় সই করেছে। কিন্তু আমাদের কাছে উপযুক্ত প্রমাণ থাকায় তা মানতে চাইনি। আমরা সেমিফাইনাল থেকে দল তুলে নিয়েছি।'

পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী মেনে নিয়েছেন জিটিএসসি-র বিরুদ্ধে নিয়ম ভেঙে সই করানোর অভিযোগ এসেছে। কুন্তল বলেছেন, 'আমার এক আত্মীয় মারা যাওয়ায় হাসপাতালে ছিলাম আমি। কিন্তু ফোনে দাদাভাইয়ের সচিবকে অনুরোধ করেছিলাম তাঁরা অবশ্যই প্রতিবাদপত্র জমা করুন, কিন্তু সেমিফাইনালে অংশ নিক। কার্যনির্বাহী সমিতি অভিযোগ সঠিক কিনা খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবে। যদিও দাদাভাই দল প্রত্যাহার করে চলে গেল।'

এজন্য যে দাদাভাই শাস্তি পেতে পারে তা জানা রয়েছে বাবুলের। তিনি বলেছেন, 'জানি ২ বা ৩ বছর ভলিবল লিগে আমাদের অংশ নিতে দেওয়া হবে না। তারপরও আমি সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসার কারণ দেখছি না। দুইদিনের এই প্রতিযোগিতার জন্য দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে দল গড়েছি আমরা। তারপর ক্রীড়া পরিষদের গাফিলতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হলে শাস্তি মাথায় নিয়েও প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে হবে।'

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা সুভাষ বর্মণ - কে 03.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 34E 31990 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি নিজেকে ধন্য মনে করি এবং আমি কখনই ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কথা ভুলবো না। এটি আমাকে আমার পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয়স্বজনদের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন করার জন্য আর্থিক শক্তি এবং স্থিতিশীলতা দিয়েছে। আমি আমার সমস্ত বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে ডিয়ার লটারির সুপারিশ করতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

*ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের অঙ্কিতা মাহাতো।*

## ফাইনালে দাদাভাই-এলআরএস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মহিলাদের সর্বভারতীয় পর্যায়ের টি২০ ক্রিকেট প্রকাশচন্দ্র সাহা কাপে ফাইনালে উঠেছে আয়োজকরা ও হাওড়ার এলআরএস। অজিতকুমার বিশ্বাস, মীরা বিশ্বাস, গোপাল পালচৌধুরী ও পূর্ণিমা চক্রবর্তী ট্রফিতে সেমিফাইনালে শনিবার দাদাভাই ৯ উইকেটে জিতেছে মধ্যমগ্রামের পল্লিশ্রীর বিরুদ্ধে। টসে জিতে পল্লিশ্রী ৭ উইকেটে ১১৩ রান করে। ম্যাচের সেরা অঙ্কিতা মাহাতো ২৮ রানে ৩ উইকেটে নেন। জবাবে দাদাভাই ১৮.১ ওভারে ১ উইকেটে ১১৪ রান তুলে নেয়। সংস্থিতা বিশ্বাস ৫৪ রানে অপরাজিত থাকেন।

অন্য সেমিফাইনালে এলআরএস ৭ উইকেটে হারিয়েছে কাটিহারের অ্যালায়েন্স ক্রিকেট ক্লাবকে। টসে হেরে অ্যালায়েন্স ১৯.৫ ওভারে ১০৭ রানে অল আউট হয়। প্রীতি কুমারি ৩৮ রান করেন। রূপাল পাত্রর শিকার ২১ রানে ৪ উইকেট। জবাবে এলআরএস ১৬.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৯ রান তুলে নেয়। রূপাল ৩৪ ও অঙ্কিতা চক্রবর্তী ৩১ রান করেন। ফাইনাল রবিবার।

## জয় স্কাইয়ের

**নকশালবাড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** নকশালবাড়ি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে শনিবার স্কাই ওয়ারিয়র্স ৫ উইকেটে হারিয়েছে এমএসসিসি ফরবেশগঞ্জকে। এমএসসিসি ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩৯ রান করে। জবাবে স্কাই ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৪১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা পাপ্পি লুভানা।

পরে স্কাই ওয়ারিয়র্স ৬ উইকেটে জিতেছে পাটনার মিশ্রা ইলেভেনের বিরুদ্ধে। মিশ্রা প্রথমে ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ১২১ রান করে। জবাবে স্কাই ৯ ওভারে ৪ উইকেটে ১২৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা লোকেশ চাইনা।

## জয়ী বৌদ্ধ শান্তি

**নকশালবাড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি :** রথখোলা ফুটবল অ্যাকাডেমির ভারত-নেপাল ফ্রেন্ডশিপ কাপ ফুটবলে শনিবার নেপালের বৌদ্ধ শান্তি দল ১ গোলে হারিয়েছে রথখোলা ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। ম্যাচের সেরা বৌদ্ধর বিভাস।